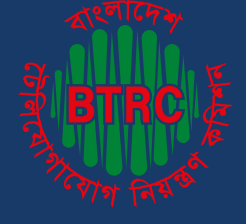




বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

উপদেষ্টা

জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সম্পাদনা পর্ষদ

প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ, ভাইস-চেয়ারম্যান, বিটিআরসি।
জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, মহাপরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি।

প্রণয়ন ও প্রকাশনা পর্ষদ

জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, মহাপরিচালক (প্রশাসন), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ নূরুল হাফিজ, সচিব, বিটিআরসি।
জনাব মোঃ গোলাম রাজ্জাক, পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ নূরুল্লাহী, পরিচালক (লাইসেন্সিং), বিটিআরসি।
ড. মোঃ সোহেল রানা, পরিচালক (স্পেকট্রাম), বিটিআরসি।
সাবিনা ইসলাম, উপ-পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ মেহফুজ বিন খালেদ, উপ-পরিচালক (স্পেকট্রাম), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ জাকির হোসেন খাঁন, উপ-পরিচালক (মিডিয়া কমিউঃ এন্ড পাবলিকেশন), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ আসিফ ওয়াহিদ, উপ-পরিচালক (সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস), বিটিআরসি।
জনাব এস এম আফজাল রেজা, উপ-পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ হাসিবুল কবির, উপ-পরিচালক (অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব), বিটিআরসি।
জনাব মোঃ ছালেহ উদ্দিন, সিনিঃ সহঃ পরিচালক (মিডিয়া কমিউঃ এন্ড পাবলিকেশন), বিটিআরসি।
জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, রিপোর্টার (মিডিয়া কমিউঃ এন্ড পাবলিকেশন), বিটিআরসি।

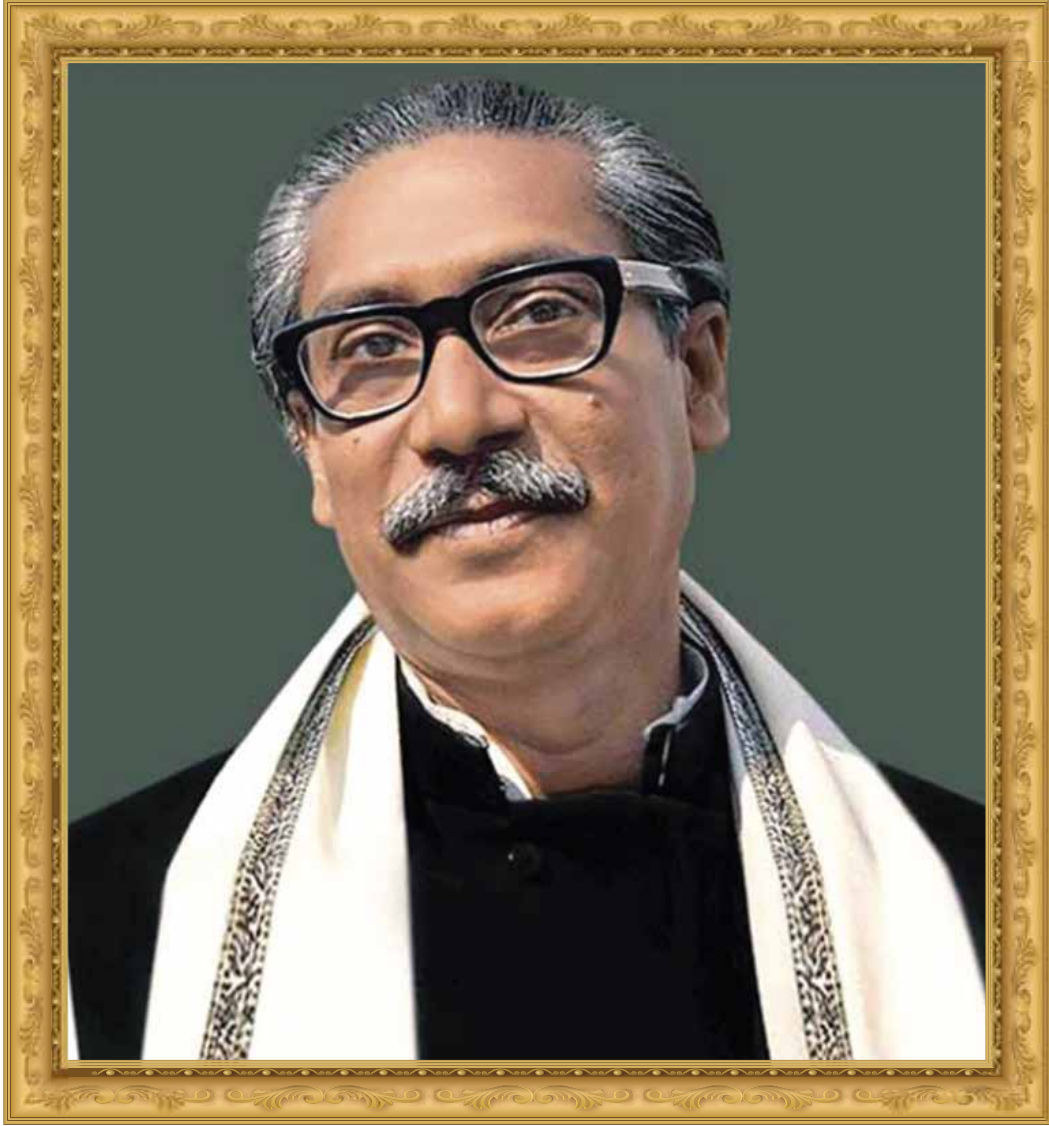
প্রকাশনায়

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
www.btrc.gov.bd

মুদ্রণ

আর.জে প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ফকিরাপুল, ঢাকা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি



সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	বাণী	৬
২	মুখবন্ধ	১০
৩	কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী	১২
৪	কমিশন গঠন ও বর্তমান অবস্থা	১৩
৫	টেলিযোগাযোগ খাতে বর্তমান সরকারের অর্জন	১৪
৬	বিগত দুই অর্থবছরের তুলনামূলক কার্যক্রম	১৪
৭	ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা	১৫
৮	বিটিআরসি'র কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংস্থাসমূহ	১৫
৯	বিটিআরসি'র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জন	১৬
১০	সাংগঠনিক কাঠামো	১৭
১১	প্রশাসন বিভাগ	১৮
১২	সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ	২৯
১৩	স্পেকট্রাম বিভাগ	৫৩
১৪	ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ	৮৬
১৫	লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ	১৩০
১৬	অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ	১৪৮
১৭	মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং	১৫৯
১৮	এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট	১৭১
১৯	ছবি গ্যালারি	১৮২
২০	উপসংহার	১৮৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



‘আমরা ২০৪১ সালের বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলবো আর সেই বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ, যেখানে আমাদের প্রতিটা নাগরিক প্রযুক্তি ব্যবহারে হবে দক্ষ। এ জন্য চারটি ভিত্তি ঠিক করা হয়েছে তা হলো স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনোমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি।’

শেখ হাসিনা, এম.পি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সজীব আহমেদ ওয়াজেদ
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক
মাননীয় উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সারা বিশ্বে দ্রুত গতিতে বিকাশ ঘটছে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বৈশ্বিক ডিজিটাল অগ্রগতিতে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ পর্ব শেষে এবার নতুন লক্ষ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। এবার সরকারের লক্ষ্য ২০৪১ সাল নাগাদ একটি সাশ্রয়ী, টেকসই, বুদ্ধিদীপ্ত, জ্ঞানভিত্তিক এবং উদ্ভাবনীমূলক স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার, যার মূল ভিত্তি হবে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তীতে স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তিখাতে সমান গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই ভিত্তি তৈরি হয়েছিল একটি আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক প্রযুক্তিনির্ভর দেশের, যা পরবর্তীতে বাংলাদেশকে ডিজিটাল বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ)’ এর সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র উদ্বোধন করেন।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় এসেছে ফাইভ-জি প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), রোবোটিকস্, ক্লাউড কম্পিউটিং সহ নতুন নতুন প্রযুক্তি, যা জনকল্যাণে ব্যবহার করাই হচ্ছে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সরকার এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করছে।

বিটিআরসি দেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সম্প্রসারণ ও কারিগরি অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রায় শতভাগ জনগোষ্ঠী এবং ভৌগোলিক এলাকা মোবাইল নেটওয়ার্কের কভারেজের আওতায় এসেছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত দেশে ১৮.৬১ কোটির অধিক মোবাইল সিম সংযোগ সক্রিয় রয়েছে। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২.৯৪ কোটিতে। বর্তমানে ব্যান্ডউইথের ব্যবহার ৪,৮৬৫ জিবিপিএস। সারাদেশে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতি হয়েছে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৬৬ কিলোমিটার। দেশে ১৫টি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন ও সংযোজন করছে। ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডের মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং ল্যাপটপ এখন বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

সরকারের গৃহীত নানা উদ্যোগের ফলে গত কয়েক বছরে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য ডব্লিউএসআইএস (WSIS) পুরস্কার-২০২১, আইটিইউ টেলিকম অ্যাওয়ার্ড-২০১৮, WITSA Award ২০২১, অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০২১’ সহ বেশ কিছু সম্মানজনক স্বীকৃতি পেয়েছে বাংলাদেশ। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উত্তর এই সময়ে আমি নির্দিধায় বলতে পারি টেলিযোগাযোগ খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি গর্ব করার মতো।

আমি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সর্বঙ্গিন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সজীব আহমেদ ওয়াজেদ



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

মোস্তাফা জব্বার
মন্ত্রী

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্বর্ণালি সোপান অতিক্রমের পর আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয়েছে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রা। ২০৪১ সাল সামনে রেখে এখন নতুন চ্যালেঞ্জ স্মার্ট বাংলাদেশের। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের পথবেয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। স্মার্ট বাংলাদেশ হবে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর জীবনব্যবস্থা, যেখানে সব ধরনের নাগরিক সেবা থেকে শুরু করে সব কিছুই স্মার্টলি করা যাবে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ এর রূপকল্প বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার তথ্য নিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। আমি মনে করি, এই প্রকাশনা টেলিযোগাযোগ খাতের সর্বশেষ চিত্রসহ দেশের আর্থ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে টেলিযোগাযোগ, ডিজিটাল সংযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগে সমরোপযোগী দিক নির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবে। আমি জেনেছি, প্রতিষ্ঠার পর থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিটিআরসি ৭৩ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। নীতি নির্ধারক, অপারেটর, অংশীজন, উদ্যোক্তা, বিশেষজ্ঞসহ দেশের নাগরিকদের সুচিন্তিত মতামত ও পরামর্শ বিটিআরসি’র সামনের চলার পথকে আরো আলোকিত করবে - এই আমার প্রত্যাশা।

স্মার্ট মানবসম্পদ বাংলাদেশের বড় শক্তি। দেশের শতকরা ৭০ ভাগ কর্মক্ষম তরুণ জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল দক্ষতা প্রদান করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। ডিজিটাল দক্ষতা সম্পন্ন স্মার্ট মানবসম্পদই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়েও স্মার্ট বাংলাদেশের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালে আইটিইউ ও ইউপিইউ এর সদস্যপদ অর্জন করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন, কারিগরি শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ, প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণসহ যুগান্তকারী বিভিন্ন কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে দেশে কম্পিউটার, ইন্টারনেট ও মোবাইল প্রযুক্তি বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বপন করা বীজকে চারা গাছে রূপান্তরিত করেন।

২০০৮ সালে ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে গত সাড়ে ১৪ বছরে বাংলাদেশের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটেছে এবং নির্মিত হয়েছে ডিজিটাল সংযুক্তির মহাসড়ক, যা আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ডিজিটাল সংযুক্তি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির বিকাশে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগসমূহ স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার মধ্যে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাকে সাশ্রয়ী এবং বৈষম্যমুক্ত করতে ‘এক দেশ এক রেট’ ট্যারিফ নির্ধারণ রয়েছে এর আওতায়। গ্রাহক স্বার্থে নূন্যতম ৫, ১০ ও ২০ এমবিপিএস ব্যান্ডউইথ জন্য মাসে যথাক্রমে ৫০০, ৮০০-১০০০, ১১০০-১২০০ টাকা হার নির্ধারিত হয়েছে। এর ফলে সারা দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট গ্রাহক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।



দেশে ২০০৮ সালে যেখানে মোবাইল সংযোগ সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৬০ লাখ, ২০২৩ সালের জুন মাসে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ কোটি ৬১ লাখ। ২০০৮ সালে যেখানে ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল ৩৬ লাখ, ২০২৩ সালের জুন মাসে তা দাঁড়িয়েছে ১২ কোটি ৯৪ লাখ। ২০০৮ সালে টেলি-ঘনত্ব ছিল ৩৪.৫%, জুন ২০২৩ এসে তা ১০৫.৮১%। ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ঘনত্ব ছিল ২.৫%, জুন ২০২৩ সালে তা ৭৩.৪৬%। এছাড়া, ২০০৮ সালে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ ব্যবহার ছিল ৭.৫ জিবিপিএস, জুন ২০২৩ সালে এসে তা হয়েছে ৪,৮৬৫ জিবিপিএস। ২০০৮ সালে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের মূল্য ছিল ২৭,০০০ টাকা, ২০২৩ সালের জুন অবধি তা হয়েছে সর্বনিম্ন ৬০ টাকা। এছাড়া, এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবার নিবন্ধিত অ্যাকাউন্ট ২৬ কোটি ৫ লাখ, যা ২০০৮ সালে ছিল শূন্য।

স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন আজ যেমন বাস্তব, তেমনি উন্নত ডিজিটাল সংযুক্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে স্মার্ট সেবা নিশ্চিত করে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনও বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নতুন উন্নত ও আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবার ব্যবহার ও প্রসারে এবং সুলভে তা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিটিআরসি দেশ গড়ার মহানব্রত নিয়ে আগামী দিনগুলোতেও তাদের কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখবে- এ আমার প্রত্যাশা। আসুন, 'আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালবাসি' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কাজ করি-স্মার্ট বাংলাদেশ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে কাজ করি-বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আমি বিটিআরসি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।



মোস্তাফা জব্বার



ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
POSTS & TELECOMMUNICATIONS DIVISION

আবু হেনা মোরশেদ জামান
সচিব

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ অর্জনের মাধ্যমে বৈশ্বিক টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ-এর দক্ষ ও সময়োপযোগী পরামর্শে দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় সফলতা অর্জিত হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প ভিশন-২০৪১ অনুযায়ী উন্নত ও সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ও ডিজিটাল কানেক্টিভিটি হবে অন্যতম হাতিয়ার। স্মার্ট বাংলাদেশ মানে আরো কর্মক্ষম, প্রযুক্তি-নির্ভর ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে শুধু শহরেই নয়, জেলা উপজেলা সদর ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলেও টেলিযোগাযোগ সেবা পৌঁছে দিয়েছে সরকার। দেশে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলছে মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা। দেশে বর্তমানে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা সাড়ে ১২ কোটি ৯৪ লক্ষ এবং মোবাইল সিম সংযোগ সংখ্যা ১৮ কোটি ৬১ লাখ।

বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা), ব্লক চেইন, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), ন্যানো টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, রোবোটিকস, ক্লাউড কম্পিউটিং, বিগ ডেটা অ্যানালাইটিকস, সাইবার সিকিউরিটি, সেমিকন্ডাকটর ডিজাইনের মত ক্ষেত্রগুলোতে জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা পৌঁছানো, সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যসমূহ অর্জনে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর বিগত বছরের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের অর্জন, সাফল্য ও কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনার বিষয়াবলি এ বার্ষিক প্রতিবেদনে বিধৃত আছে। বার্ষিক এ প্রতিবেদনে টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের চাহিদা যেমন মিটবে তেমনি অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করবে। এ প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

আবু হেনা মোরশেদ জামান





শ্যাম সুন্দর সিকদার
চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব)
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

মুখবন্ধ

ডিজিটাল প্রযুক্তির ছোঁয়ায় ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ একটি প্রত্যয়, একটি স্বপ্ন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নতুন ভাবনা। তাঁর গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং তাঁরই সুযোগ্য পুত্র ও আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা, ডিজিটাল বাংলাদেশের স্থপতি জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ মহোদয়ের পরামর্শে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ৪টি ভিত্তি যেমন- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট ও স্মার্ট সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় সরকারি সংস্থাসমূহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে অন্যতম ভূমিকা রাখতে বদ্ধপরিকর।

টেলিযোগাযোগ খাতের নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে বিটিআরসি এ খাতের শৃঙ্খলা রক্ষাসহ বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি গ্রাহক ও বিনিয়োগকারীদের মাঝে সেতুবন্ধনের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করে যাচ্ছে। গ্রাহকের নিরাপত্তায় প্রতিনিয়ত বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম নিবন্ধন নিশ্চিত করা হচ্ছে। মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটির মাধ্যমে গ্রাহক এখন নিজের পছন্দমত অপারেটর নির্বাচন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা, অনলাইনভিত্তিক টিভি (আইপি টিভি) পরিচালনা অনাপত্তি, মোবাইল অপারেটরদের ডাটা সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ অনুমোদন, ই-সিম কার্ড, ব্রডব্যান্ড সেবায় ‘এক দেশ এক রেট’, গ্রাহককে কল ড্রপের ক্ষতিপূরণ প্রদানের ফলে দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। ব্রডব্যান্ড সেবায় একটি মানসম্পন্ন, যুগোপযোগী জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা-২০২৩ প্রণয়নে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো, পরিষেবা এবং সংযোগের বিষয়ে তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও এ খাত সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে কমিশন কাজ করছে।

জুন ২০২৩ সালে দেশে মোট মোবাইল সিম সংযোগ সংখ্যা ১৮ কোটি ৬১ লাখ। এ সময়ে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ কোটি এবং আইএসপি ও পিএসটিএন ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১ কোটি ২১ লাখ। ইতোমধ্যে দেশের ৭৩ ভাগ এর অধিক জনগণ ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করছে। প্রত্যন্ত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে ১ লাখ ৬২ হাজার কিলোমিটার এলাকায় অপটিক্যাল ফাইবার পৌঁছে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তন ও আধুনিকায়নের ফলে প্রতিনিয়ত দেশে ব্যান্ডউইথের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমান প্রায় ৫,৮০৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথের ক্যাপাসিটির বিপরীতে ব্যবহার হচ্ছে ৪,৮৬৫ জিবিপিএস। ক্রমান্বয়ে ব্যান্ডউইথের মূল্য হ্রাস করে প্রতি এমবিপিএস মাত্র ৬০ টাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। জুন ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৫৪,৪৮১ টি ফোরজি eNodeB স্থাপতি হয়েছে এবং এ সময়ে 4G গ্রাহক সংখ্যা ৯৩.৮৬ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে 5G-এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু হয়েছে।

অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নিয়মিত দেশের বিভিন্ন স্থানে (বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাট-বাজার, আবাসিক ও জনবসতি এলাকা) স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বিটিআরসি’র বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক ইতোমধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেটসহ দেশের প্রায় সকল স্থানে রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন সাপেক্ষে প্রতীয়মান হয়েছে যে EMF Radiation এর মান গ্রহণযোগ্য সীমার চেয়ে অনেক কম। ফলে ITU, WHO এবং ICNIRP এর মানদণ্ড অনুযায়ী তা জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়।

বর্তমান সময়ে টেলিযোগাযোগ খাতের ব্যাপকতা ও তাৎপর্য বিবেচনায় গ্রাহক চাহিদা পূরণ এবং অভাব-অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS) পরিমাপে বিটিআরসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ প্রযুক্তির বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া টেলিযোগাযোগ খাতের নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা ও লাইসেন্সধারী অপারেটরদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক একটি ডিজিটাল ব্যবস্থা টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম (TMS) এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নত টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন অদ্যাবধি ২৭ (সাতাশ) টি ক্যাটাগরির ৩,৪৭৩ (তিনহাজার চারশত তিয়াত্তর) টি লাইসেন্স প্রদান করেছে। কমিশনের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে License Issuance and Management System (LIMS) তৈরির কার্যক্রম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

নাগরিক সেবায় ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে NOC Automation and IMEI Database System (NAID) ও National Equipment Identity Register (NEIR)। বর্তমানে ১৫ টি প্রতিষ্ঠান স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যাণ্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশে পঞ্চম প্রজন্মের টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি ৫জি তরঙ্গ নিলামসহ সেবা প্রচলনের কার্যক্রম, সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে বিটিএস স্থাপন সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন, IoT ডিভাইসের আমদানি নির্দেশিকা প্রণয়ন, মোবাইল হ্যাণ্ডসেট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বেতার যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংযোজন ও উৎপাদন কারখানা স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা এবং টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সিস্টেম সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা প্রণয়ন ও প্রচলনের কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রয়েছে। বেতার তরঙ্গ একটি অতি মূল্যবান, সীমাবদ্ধ এবং সীমিত জাতীয় সম্পদ। তাই তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার, ব্যবহারকারীদের তরঙ্গের ইন্টারফেয়ারেন্স সৃষ্টি না হওয়া, তরঙ্গের অবৈধ ব্যবহার সনাক্তকরণ এবং কোথায় কি ধরনের বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে তা সনাক্তের জন্য বিটিআরসি'র নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিটিআরসিতে গঠন করা হয়েছে সাইবার সিকিউরিটি সেল। সাইবার নিরাপত্তা বিধানে কন্টেন্ট, অ্যাপ্লিকেশনস, ওয়েবসাইট/লিংক, ব্লগ পর্যবেক্ষণ জোরদারের পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাতীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত, কার্যকর ও সমন্বয়যোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের সাথে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজনসহ নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। দ্রুততম সময়ে গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিভিন্ন টুলস ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রাহকের অভিযোগ সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হওয়া এবং সে অনুযায়ী অভিযোগ এর সমাধান দেয়ার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। ইন্টারনেটকে শিশুদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারীদের নির্দেশনা প্রদানসহ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

অপারেটরদের ব্যান্ডউইথ মনিটরিং, সিমবন্ড ডিটেকশন পদ্ধতি ও সেলফ রেগুলেশন পদ্ধতিতে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে অবৈধ আন্তর্জাতিক কল শনাক্তের পাশাপাশি তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে অনুমোদনবিহীন টেলিযোগাযোগ স্থাপনায় অভিযান পরিচালনা এবং অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে। এছাড়া লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের সাথে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রসারের পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রাজস্ব আদায় করে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও বিটিআরসি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানগ্ন থেকে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ৭৩ হাজার ৭০৫ কোটি টাকা কর বহির্ভূত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হয়েছে।

কমিশন কর্তৃক সমন্বয়যোগ্য পলিসি, নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়নের ফলে ইতোমধ্যে টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এবং গ্রাহক স্বার্থে সেবা প্রদানসহ এ খাত থেকে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আহরিত হচ্ছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির অভূতপূর্ব প্রসার ও ব্যবহারের ফলে বেড়েছে মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান, জীবনমান ও স্বাস্থ্যবৃদ্ধির পাশাপাশি সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থ। একই সঙ্গে বেড়েছে বিদেশি বিনিয়োগ ও জিডিপি। বিটিআরসি'র বিগত দিনের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ, অর্জন ও সাফল্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে প্রকাশিত হলো বার্ষিক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি প্রকাশ করতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত। আর এই উপলক্ষে আমি টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সম্মানিত গ্রাহক, অংশীজন, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বিভিন্ন অপারেটর ও লাইসেন্সধারীসহ অংশীজনদের জানাই অকৃত্রিম অভিনন্দন এবং একই সাথে প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই অকৃত্রিম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে টেলিযোগাযোগ সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে বিটিআরসি সর্বোচ্চ ঐকান্তিকতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাবে এবং সর্বোপরি জনস্বার্থ সম্মুখ রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকে যার যার অবস্থান থেকে স্বীয় দায়িত্ব পালন ও ঐক্যবদ্ধভাবে অবদান রাখবেন বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

জয় বাংলা

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক



শ্যাম সুন্দর সিকদার



কমিশনের সাধারণ উদ্দেশ্যাবলী

দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করার লক্ষ্যে, বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়নির্ভর ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান এবং এই সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসানকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে ২০০২ সালে ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সুসংহত করতে পারে এমন একটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়ন এবং তাতে উৎসাহ দান;

বাংলাদেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা অনুসারে যতদূর সম্ভব বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য, যুক্তিসংগত ব্যয়-নির্ভর ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করা;

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতা করার মত একটি নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা ও ইন্টারনেট সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধ ও অবসান, প্রতিযোগিতামূলক এবং বাজারমুখী ব্যবস্থার উপর ক্রমবর্ধমান হারে নির্ভরতা অর্জন এবং সংগতি রেখে যথাযথ ক্ষেত্রে কমিশনের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা এবং

নতুন নতুন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগ করার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

কমিশন গঠন ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) জারি করা হয়। উক্ত আইনের আওতায় ৩১/০১/২০০২ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতে সেবা প্রদানে গতি সঞ্চার হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ১০ (১) উপধারা অনুযায়ী ২০২২-২৩ সময়ে কমিশনে কর্মরত কমিশনারগণের নামের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১		জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার	চেয়ারম্যান
২		প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩		জনাব আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন	কমিশনার
৪		প্রকৌঃ শেখ রিয়াজ আহমেদ	কমিশনার
৫		ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী	কমিশনার

টেলিযোগাযোগ খাতে বর্তমান সরকারের অর্জন

টেলিযোগাযোগ সূচক	জানুয়ারি ২০০৯ (বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময়)	জুন ২০২৩
মোবাইল গ্রাহক	০৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৬৬ হাজার	১৮ কোটি ৬১ লাখ
টেলিডেনসিটি	৩১.৯১%	১০৫.৮১%
ইন্টারনেট গ্রাহক	৪০ লক্ষ	১২ কোটি ৯৪ লক্ষ
4G গ্রাহক	২০০৯ সালে ৩জি ও ৪জি সেবা ছিল না	০৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৬৩ হাজার
মোবাইল পেনিট্রেশন	৩১.১২%	১০৫.৬৫%
ইন্টারনেট পেনিট্রেশন	২.৭০%	৭৩.৪৬%
ফিক্সড ব্রডব্যান্ড	১ লক্ষ ৪০ হাজার	০১ কোটি ২১ লক্ষ ৪৫ হাজার
মোবাইল ইন্টারনেট	৩৮ লক্ষ ৬০ হাজার	১১ কোটি ৭২ লক্ষ ৫২ হাজার
আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	৪৫ জিবিপিএস (প্রায়)	৫,৮০৫ জিবিপিএস
আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ ব্যবহার	১০ জিবিপিএস (প্রায়)	৪,৮৬৫ জিবিপিএস
দেশব্যাপী ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক	১৪,৭৭৬ কিলোমিটার	১,৬১,৯৬৬ কিলোমিটার
ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ মূল্য (০১ এমবিপিএস)	২৭,০০০ টাকা	এক দেশ এক রেট (৬০ টাকা)
মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন (মেইড ইন বাংলাদেশ)	-	৯৭% (১৫ টি মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদন কারখানা)
রাজস্ব আয়	৩,৬০৭.৭৬ কোটি টাকা (২০০১-০২ হতে ২০০৭-০৮)	৭০,০৬৩.৬৮ কোটি টাকা (২০০৮-০৯ হতে ২০২২-২৩)

বিগত দুই অর্থবছরের তুলনামূলক কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিষয়	২০২১-২২	২০২২-২৩
১	টেলিডেনসিটি	১০৬.২৩%	১০৫.৮১%
২	ইন্টারনেট ডেনসিটি	৭২.৫৭%	৭৩.৪৬%
৩	ফোরজি মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা	৭ কোটি ৯১ লক্ষ	৯ কোটি ৩৮ লক্ষ
৪	মোবাইল সিম সংযোগ সংখ্যা	১৮ কোটি ৪৪ লাখ	১৮ কোটি ৬১ লাখ
৫	ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা	১২ কোটি ৬২ লক্ষ	১২ কোটি ৯৪ লক্ষ
৬	ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	৩,৭৪৬.৯৮৯ জিবিপিএস	৫,৮০৫.০৪৯ জিবিপিএস
৭	ব্যান্ডউইথ ব্যবহার	২,৯৩৬.৫০১ জিবিপিএস	৪,৮৬৫.৪৩৯ জিবিপিএস
৮	অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতি	১ লক্ষ ৫২ হাজার ৯০০ কি. মি	১ লক্ষ ৬১ হাজার ৯৬৬ কি. মি
৯	ভয়েস কল চার্জ	সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা/মিনিট সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা/মিনিট	সর্বনিম্ন ০.৪৫ টাকা/মিনিট সর্বোচ্চ ২.০০ টাকা/মিনিট
১০	ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য (প্রতি এমবিপিএস)	(৪০-১০০) টাকা	সর্বনিম্ন ৪০ টাকা, সর্বোচ্চ ১০০ টাকা গড় ৬৫ টাকা (এমবিপিএস)
১১	অবৈধ মোবাইল হ্যান্ডসেট, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম ও ভিওআইপি-এর বিরুদ্ধে অভিযানের সংখ্যা	৫২ টি	৭৩ টি
১২	গ্রাহক অভিযোগ সংখ্যা	১৯,৮৫৩টি	১৫,৩৩৫টি
১৩	গ্রাহক অভিযোগ প্রতিকারের হার	৬৪%	৭৭.০১%



উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

- সকল মোবাইল অপারেটর কর্তৃক ৫জি মোবাইল সেবা চালুকরণ
- টেলিকম মনিটরিং সিস্টেমের কার্যক্রম চালুকরণ
- প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সম্প্রসারণ
- কমিশনের ডিজিটাল সিকিউরিটি সেল শক্তিশালীকরণ
- বিটিআরসি'র বিভাগীয় পর্যায়ে দপ্তর সম্প্রসারণের উদ্যোগ





চিত্র-১: আইটিইউ কর্তৃক 'আইসিটি ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান



চিত্র-২: সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম-এর (WSIS) অ্যাওয়ার্ড অর্জন

বিটিআরসি'র আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জনের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো:

সাল	আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অর্জন
১৯৭৩	বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে
১৯৭৫	১৪ জুন বেতবুনিয়া উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন
২০১০ ২০১৪	বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর কাউন্সিল সদস্য নির্বাচিত
২০১৫	জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে অবদান রাখায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আইটিইউ কর্তৃক 'আইসিটি ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' প্রদান
২০১৬	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্পের জন্য আইটিইউ কর্তৃক 'রিকগনিশন অব এক্সিলেন্স' অ্যাওয়ার্ড
২০১৯	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর 'আইটিইউ টেলিকম অ্যাওয়ার্ড' প্রাপ্তি
২০২১	'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়নে নেতৃত্বদান এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ওয়ার্ল্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সার্ভিসেস অ্যালায়েন্স কর্তৃক 'উইটসা এমিনেন্ট পার্সন অ্যাওয়ার্ড' প্রদান
২০২১	সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (সিবিভিএমপি) বাস্তবায়নে জন্য ওয়ার্ল্ড সামিট অন দ্য ইনফরমেশন সোসাইটি (WSIS) অ্যাওয়ার্ড
২০২২	ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবায় 'এক দেশ এক রেট' বাস্তবায়নের জন্য 'অ্যাসোসিও লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন

সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বর্তমানে ৬ (ছয়) টি বিভাগ, ১ (এক) টি ডিরেক্টরেট ও ১ (এক) টি উইং-এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

বিভাগ

০১ প্রশাসন

সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস ০২

০৩ স্পেকট্রাম

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স ০৪

০৫ লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব ০৬

ডিরেক্টরেট

০১ এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন

উইং

০১ মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন

প্রশাসন বিভাগ

প্রশাসন বিভাগ

কমিশনের জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনার আয়োজন, অফিস ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, যানবাহন ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ, আইটি সংক্রান্ত কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা, ভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা, প্রটোকল সেবা, ডেসপাস নিয়ন্ত্রণ এবং কমিশনের অন্য বিভাগ সমূহের প্রশাসনিক চাহিদা মিটানো সহ কমিশনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন প্রশাসন বিভাগের অর্ন্তভুক্ত। এছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় কল্যাণের বিষয়ে প্রশাসন বিভাগ কাজ করে থাকে।

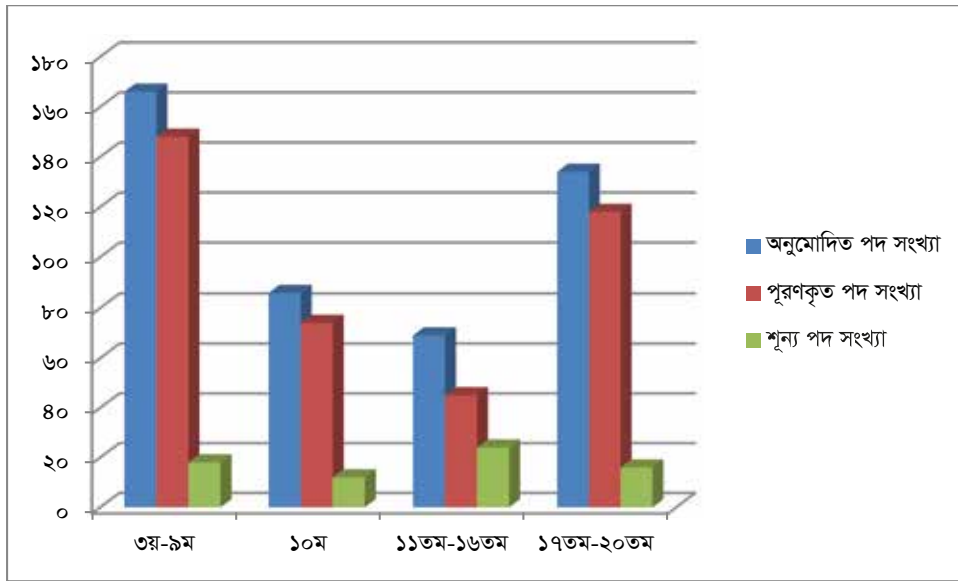
১। জনবল

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) তে ৪৫৫ (চারশত পঞ্চাশ) টি পদ সম্বলিত একটি অর্গানোগ্রাম রয়েছে। নিচে ৩০ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কমিশনের বর্তমান জনবলের বিবরণ উল্লেখ করা হলো।

টেবিল-১.১: বিটিআরসি'র অনুমোদিত ৪৫৫ টি পদের বিপরীতে পূরণকৃত ও শূন্য পদের বিবরণ (৩০ জুন/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

নং	পদের নাম	গ্রেড	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	পূরণকৃত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১।	চেয়ারম্যান	-	০১	০১	-
২।	ভাইস-চেয়ারম্যান	-	০১	০১	-
৩।	কমিশনার	-	০৩	০৩	-
৪।	মহাপরিচালক	৩য়	০৫	০৫	-
৫।	কমিশন সচিব	৪র্থ	০১	০১	-
৬।	পরিচালক	৪র্থ	১৪	১১	০৩
৭।	উপ-পরিচালক	৫ম	৩৮	৩৪	০৪
৮।	সিনিয়র সহকারী পরিচালক/ সহকারী পরিচালক	৬ষ্ঠ/৯ম	৯১	৮০ (৪৮/৩২)	১১
৯।	সহকারী পরিচালক	৯ম	১১	১১	-
১০।	একান্ত সচিব	৯ম	০১	০১	-
১১।	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১০ম	০৪	০৩	০১
১২।	উপ-সহকারী পরিচালক	১০ম	৭১	৬১	১০
১৩।	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১০ম/১১তম	১০	০৯	০১
১৪।	ভাণ্ডার রক্ষক	১০ম	০১	০১	-
১৫।	ব্যক্তিগত সহকারী	১১তম/১২তম	১৫	১০	০৫
১৬।	নিরীক্ষক	১১তম	০১	০১	-
১৭।	রিপোর্টার	১১তম	০১	০১	-
১৮।	ড্রাফটসম্যান	১১তম	০২	০২	-
১৯।	প্রটোকল অ্যাসিস্টেন্ট	১১তম	০১	০১	-
২০।	ফটোগ্রাফার	১১তম	০৩	০২	০১
২১।	ল্যাব এ্যাসিস্টেন্ট	১১তম	০২	-	০২
২২।	সহকারী ভাণ্ডার রক্ষক	১১তম	০১	-	০১
২৩।	অভ্যর্থনাকারী ও পিএবিএক্স অপারেটর	১১তম	০২	০২	-
২৪।	আইটি ও নিরাপত্তা সহকারী	১১তম	০৬	০৫	০১
২৫।	অফিস ও প্রশাসনিক সহকারী	১১তম	১২	০৯	০৩

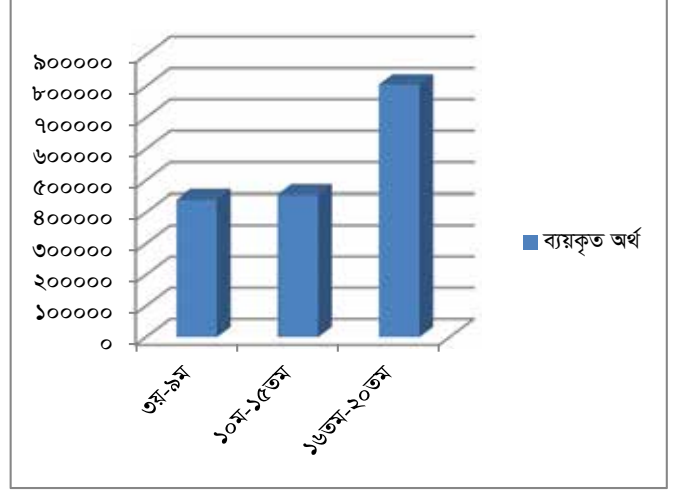
২৬।	কম্পিউটার অপারেটর	১৩তম	০৬	০৪	০২
২৭।	হিসাবরক্ষক	১৩তম	০৩	০২	০১
২৮।	ক্যাশিয়ার	১৩তম	০১	-	০১
২৯।	ট্রান্সপোর্ট পুল মেকানিক	১৪তম	০১	০১	-
৩০।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১৬তম	১১	০৫	০৬
৩১।	লাইব্রেরি এ্যাসিস্টেন্ট	১৬তম	০১	-	০১
৩২।	গাড়িচালক	১৬তম/১৫তম	৫২	৪৩	০৯
৩৩।	রেকর্ড কিপার	১৮তম	০১	০১	-
৩৪।	ডেসপাস রাইডার	১৮তম	০৫	০৩	০২
৩৫।	ইলেকট্রিশিয়ান ও টেকনিশিয়ান	১৮তম	০১	-	০১
৩৬।	ফটোকপিয়ার অপারেটর	১৯তম	০১	০১	-
৩৭।	পাম্প-লিফট-জেনারেটর অপারেটর	১৯তম	০২	০২	-
৩৮।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২০তম	০৬	০৫	০১
৩৯।	অফিস সহায়ক	২০তম	৪৮	৪৬	০২
আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ					
৪০।	প্লাম্বার	সর্বসাকুল্যে ১৭,৬১০/-	০১	-	০১
৪১।	অফিস সহায়ক	সর্বসাকুল্যে ১৭,৬১০/-	১৫	১৫	-
৪২।	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	সর্বসাকুল্যে ১৭,৬১০/-	০২	০২	-
সর্বমোট			৪৫৫	৩৮৫	৭০



লেখচিত্র-১.১: গ্রেডভিত্তিক পদ সংখ্যার বর্তমান অবস্থা

২। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- কমিশনের কাজের প্রকৃতি/ধরণ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তাদের প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানা এবং দ্রুত যোগাযোগ করার প্রয়োজনে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধার্থে কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেয়া হয়েছে এবং অফিসের ভিতরে সার্বক্ষনিক ওয়াইফাই (Wi-Fi) সুবিধাও বিদ্যমান রয়েছে।
- সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে যাতায়াতের জন্য কমিশন হতে যানবাহন সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে।
- সরকারের পরিপত্র অনুযায়ী কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত কর্মকর্তাদের আবাসিক টেলিফোন সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- কমিশনের ২০২২-২৩ অর্থবছরে কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা/শিক্ষা/বিবাহ/প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি ব্যয় নির্বাহের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের ভিত্তিতে সর্বমোট ৮৪ (চুরাশি) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সর্বমোট ১৯,০৫,০০০.০০ (উনিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- কমিশনের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিনোদন ও ক্রীড়া সংক্রান্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে কমিশন কর্তৃক বার্ষিক বনভোজন এবং আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজন বাবদ সর্বমোট ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়।

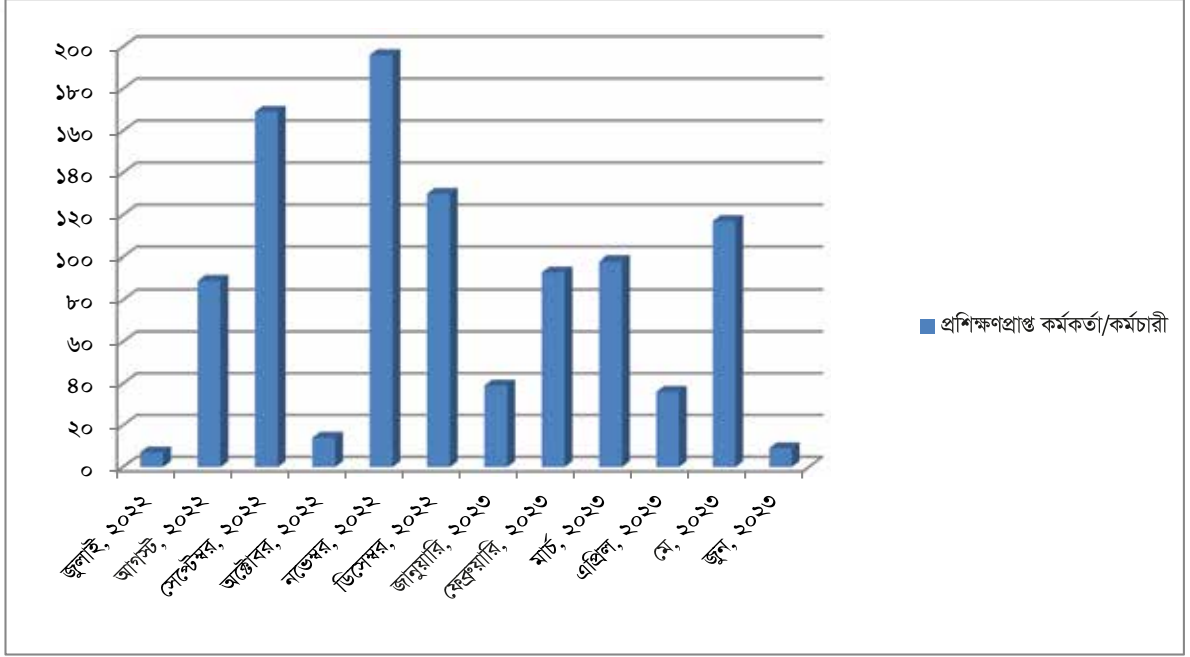


লেখচিত্র-১.২: কমিশনের কল্যাণে ব্যয়কৃত অর্থ

৩। দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ

কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কাজের মান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি), আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরপিএটিসি), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), সিপিটিইউ, জেনেক্স ইনফোসিস লিমিটেড, বাংলাদেশ ব্যাংক, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফাইন্যান্স (আইপিএফ), ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

- দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরে কমিশনের ৫ম-২০তম গ্রেডের সর্বমোট ৯০ (নব্বই) জন কর্মচারীকে দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪৭ (সাত চল্লিশ) টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও মান উন্নয়নের জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ১৮ (আঠারো) টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন ধাপে কমিশনের ৩য়-২০তম গ্রেডের সর্বমোট ৯০৭ (নয়শত সাত) জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন টেলিকম রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান ITU, APT, CTO ও SATRC এর বিভিন্ন অনলাইন সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণে কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের সর্বমোট ৮৮ (আটাত্তালিশ) জন প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।



লেখচিত্র-১.৩: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা

৪। যানবাহন ব্যবস্থাপনা

কমিশনের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর অফিস যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রশাসন বিভাগ সদা সচেষ্ট। কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন ক্রয়, বরাদ্দ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগ করে থাকে। এছাড়াও দেশের অভ্যন্তরে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ এবং কোয়ালিটি অব সার্ভিস কার্যক্রমে ব্যবহৃত যানবাহন গুলোও প্রশাসন বিভাগ হতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। কমিশনের যানবাহন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য একজন উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ০১ (এক) সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ০১ (এক) জন সহকারী পরিচালক সহ মোট ০৫ (পাঁচ) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।



লেখচিত্র-১.৪: কমিশনের যানবাহনের সংখ্যা

৫। আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় বিটিআরসি'র নিজস্ব ভবন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের জন্য একটি অত্যাধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন আইকনিক টাওয়ার নির্মাণের লক্ষ্যে “বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ১০/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় জিওবি অর্থায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ২০,২৬৫.২৮ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ এপ্রিল’ ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর’ ২০২১ পর্যন্ত। ভবনের ডিজাইন পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত হয় ২৫-০১-২০২২ তারিখে এবং প্রকল্প ব্যয় প্রাক্কলন পূর্ণগনির্ধারিত হয় ২৬,১৮৬.১০ লক্ষ টাকায়। পরবর্তীতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০-০৬-২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। বিটিআরসি ভবন নির্মাণে সর্বমোট ২৬,০৫৩.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে। বিটিআরসি'র মহাপরিচালক (প্রশাসন) অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ভবন নির্মাণ প্রকল্প
১	উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়	২৬,১৮৬.১০ লক্ষ টাকা
৪	ভবন নির্মাণে সর্বমোট ব্যয়	২৬,০৫৩.৫৬ লক্ষ টাকা
৫	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ	১০-০৪-২০১৮, ১ম সংশোধিত: ২৫-০১-২০২২, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩০-৬- ২০২৩
৬	প্রকল্প এলাকা	প্লট নং-ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা
৭	জমির পরিমাণ	০১ (এক) একর
৮	ভবনের বিবরণ	ভবনটি ১৫ (পনের) তলা ভিত্তি (৩ তলা বেইজমেন্ট) দিয়ে ১২ (বারো) তলা বিশিষ্ট
৯	ভবনের নকশা প্রণয়ন	স্থাপত্য অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
১০	প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ১৩ মার্চ ২০১৯ তারিখে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন



চিত্র ১.১: কমিশনের নিজস্ব ভবন

৬। তথ্য প্রদানকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য একজন কর্মকর্তাকে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ আইন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে চাহিত তথ্য প্রদান করে থাকেন। এছাড়া উক্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত কমিশনের পক্ষে একজন তথ্য প্রদানকারী বিকল্প কর্মকর্তা রয়েছেন। কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী এবং তথ্য প্রদানকারী বিকল্প কর্মকর্তাগণ হলেনঃ

তথ্য প্রদানকারী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	যোগাযোগ নম্বর
	অফিস	
মোঃ মিরাজুল ইসলাম উপ-পরিচালক সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি ভবন, প্লট # ই/৫-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।	ফোনঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৩৫ ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৬৮ মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫২২০২৭৯৩ ই-মেইলঃ islammiraj@btrc.gov.bd

তথ্য প্রদানকারী বিকল্প কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ঠিকানা	যোগাযোগ নম্বর
	অফিস	
মোঃ জাকির হোসেন খাঁন উপ-পরিচালক মিডিয়া কমিউঃ এন্ড পাবলিকেশন উইং	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি ভবন, প্লট # ই/৫-এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।	ফোনঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৫০ ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৬৮ মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫২২০২৮৪০ ই-মেইলঃ zakirkhan@btrc.gov.bd

৭। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS)

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের পক্ষে বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা গ্রহীতাদের কাঙ্ক্ষিত সেবার মান বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের সেবা গ্রহীতাদের প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিষ্পত্তি করার জন্য একজন কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অনিক বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগ সমূহ নিয়মানুযায়ী নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এছাড়া উক্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত কমিশনের পক্ষে একজন বিকল্প অনিক রয়েছেন।

অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও বিকল্প অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা

নাম ও পদবী	জিআরএস পদবী	যোগাযোগ নম্বর
মোঃ আসিফ ওয়াহিদ উপ-পরিচালক (এসএস) বিটিআরসি।	অনিক	ফোনঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৫৬ ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৬৮ মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫২২০২৮৪৬ ই-মেইলঃ asif@btrc.gov.bd
কল্লোল বড়ুয়া সহকারী পরিচালক (এসএস) বিটিআরসি।	বিকল্প অনিক	ফোনঃ +৮৮০২-২২২২১৭১০০, এক্সঃ ৪৪০ ফ্যাক্সঃ +৮৮০২-২২২২১৭১৬৮ মোবাইলঃ +৮৮০১৫৫০০৮০২০৩ ই-মেইলঃ kollol@btrc.gov.bd

৮। গ্রন্থাগার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে ৬ষ্ঠ তলায় একটি আধুনিক সজ্জিত গ্রন্থাগার/পাঠাগার রয়েছে। গ্রন্থাগারটি প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলা থাকে। বিটিআরসি'র সুসজ্জিত পাঠাগারটি 'ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টার' হিসেবে অধিক পরিচিত।

বিটিআরসি ডিজিটাল লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন রিসোর্স সেন্টারে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই/ম্যাগাজিন রয়েছে। এছাড়াও দেশি-বিদেশি সাম্প্রতিক প্রকাশিত সাময়িকীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল দৈনিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে রাখা হয়। কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে নিয়মিতভাবে গ্রন্থাগারে পড়াশুনা ও তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। বর্তমানে টেকনিক্যাল/সাধারণ শ্রেণির দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিষয়ের উপর মোট ৪,২৪৬ টি বই ও ম্যাগাজিন লাইব্রেরির রেজিস্টারে ও ই-লাইব্রেরিতে তালিকাভুক্ত রয়েছে। কমিশনের লাইব্রেরিতে নতুন নতুন প্রযুক্তি সংক্রান্ত এবং পুরানো সংকলনসমূহের নতুন প্রকাশিত পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রশাসন বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।



চিত্র-১.২: কমিশনের গ্রন্থাগার কক্ষ

৯। বঙ্গবন্ধু কর্নার

কমিশনের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আগত দর্শনার্থীদের নিকট স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার জন্য ৬ষ্ঠ তলায় অবস্থিত লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নারে কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং আগত অতিথিদের মাঝে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান চর্চার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনী, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কিত সর্বমোট ১৯০ (একশত নব্বই) টি বই রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কর্নারটি আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগ হতে তথ্য চিত্র সম্বলিত ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপনসহ আধুনিকীকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।



চিত্র ১.৩: কমিশনে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার

১০। কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখা

কমিশনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা হল তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখা। কমিশনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন কার্যক্রম নিরাপদ, নিরবচ্ছিন্ন ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য আইটি শাখা সর্বদা একনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। আইটি শাখায় আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির সংযোজনের পাশাপাশি তথ্যসমূহকে অধিক নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে কমিশন নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই শাখা হতে দৈনন্দিন আইটি সেবা প্রদানের পাশাপাশি কমিশনে কর্মরত সকল গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের সার্বক্ষণিক আইটি সংশ্লিষ্ট পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ই-সেবা সমূহ কমিশনে বাস্তবায়নে লক্ষ্যে আইটি শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে আইটি শাখায় ০১ (এক) জন উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ০২ (দুই) জন সিনিয়র সহকারী পরিচালক, ০২ (দুই) জন উপ-সহকারী পরিচালক ও ০৫ (পাঁচ) জন আইটি ও নিরাপত্তা সহকারী কর্মরত আছেন।



চিত্র-১.৪: কমিশনের তথ্য প্রযুক্তি (IT) শাখার কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত রূপ

কমিশনের সেবাসমূহ অধিকতর জনবান্ধব, সহজ ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে আইটি শাখা হতে ই-নথি সিস্টেমের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম সমূহ নিয়মিত সম্পাদন করা হয়ঃ

- (ক) কমিশনের ই-নথি সিস্টেমের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য Aspire to Innovate (a2i) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা।
- (খ) ই-নথি ব্যবহারকারীদের নথি সিস্টেম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা।
- (গ) কমিশনের বিভিন্ন গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের ই-নথি ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- (ঘ) কমিশনের যোগদান/বদলি জনিত কারণে বিভিন্ন গ্রেডভুক্ত কর্মচারীগণের নথি সিস্টেম হতে অন্তর্ভুক্ত/ অব্যহতি করণ।
- (ঙ) ই-নথি সিস্টেম এর আপডেট সমূহ বিভিন্ন বিভাগ/শাখার ফোকাল পয়েন্টদের মাধ্যমে সকলকে অবহিত করণ।
- (চ) কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার চাহিদা অনুযায়ী ই-নথি সিস্টেমে ব্যবহারকারীগণের কার্যক্রম বিবরণীর প্রতিবেদন তৈরি ও প্রেরণ করা।

আইটি শাখা হতে কমিশনের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারীগণের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক ও যুগোপযোগী আইসিটি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত বিভিন্ন সিস্টেম সংযোজন, হালনাগাদকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মনিটরিং করা হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- 🔗 কমিশনের সকল বিভাগ/শাখাকে আইটি বিষয়ক পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান।
- 🔗 ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, স্ক্যানার সহ নানাবিধ হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ।
- 🔗 কমিশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.btrc.gov.bd) এর রক্ষণাবেক্ষণ।
- 🔗 কমিশনের Mail Service সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

- কমিশনের প্রতিটি তলায় সার্বক্ষণিক LAN ও Wi-Fi Network তত্ত্বাবধান।
- কমিশনের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ সেবাসমূহের জন্য ব্যবহৃত সার্ভারসমূহ পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- Antivirus Server পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিভিন্ন বিভাগের ব্যবহৃত সার্ভার সমূহ পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- Voice E1 & Internet Fiber Connectivity এর পর্যবেক্ষণ করা।
- সার্ভার রুম সমূহের পাওয়ার সিস্টেম পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- দাপ্তরিক কাজে কথোপকথনের জন্য ব্যবহৃত IP PABX System রক্ষণাবেক্ষণ।
- Security Surveillance System (CCTV) পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- কমিশনের প্রয়োজন অনুযায়ী আইটি যন্ত্রাংশ সমূহ ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- সরকারের গৃহীত বিভিন্ন ই-সার্ভিস সমূহ কমিশনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ ও সার্বিক সহায়তা প্রদান।
- কমিশন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপ-এ আইটি সহায়তা প্রদান।
- সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মনোনীত সভায় উপস্থিত হয়ে আইটি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান।
- সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্য হয়ে সহায়তা প্রদান।

এছাড়াও কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যমান ইন্টারনেট ভিত্তিক সেবা সমূহ আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে আইটি শাখা হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১১। ২০২২-২৩ অর্থবছরে আইটি শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- ১। বৈশ্বিক সাইবার আক্রমণ হতে কমিশনের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে Unified Threat Management (UTM) সুবিধা সম্বলিত একটি উন্নত মানের Firewall ক্রয় করা হয়েছে।
- ২। কমিশনের অভ্যন্তরীণ সেবা ডিজিটাইজ ও সহজিকরণের লক্ষ্যে IT Service Support Management (ITSSM) এর কার্যক্রম গতিশীল করা হয়েছে।
- ৩। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ছুটি গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে কমিশনের ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু পরবর্তীতে ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।
- ৪। কমিশনের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক/ব্যক্তিগত কাজে গাড়ি ব্যবহারের জন্য গাড়ি অধিযাচন প্রক্রিয়া ডিজিটাইজড করা হয়েছে এবং উক্ত সিস্টেম ব্যবহার করে সকলে অধিযাচন কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।
- ৫। কমিশনের সকল সভাকক্ষের চাহিদা ব্যবস্থাপনার জন্য Online সভাকক্ষ বরাদ্দ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে এবং সকলে এই সিস্টেমটি ব্যবহার করছে।
- ৬। কমিশনের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা ব্যবস্থাপনার জন্য Online স্টোর চাহিদা ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৭। আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত ভবনে সর্বাধুনিক FTT প্রযুক্তি সম্বলিত Network Infrastructure ব্যবস্থা স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। বিটিআরসি'র নবনির্মিত ভবনে স্থাপিত উক্ত FTT সিস্টেমে একই Optical Fiber Backbone Network এ-
 - (ক) ONU/OCT প্রযুক্তির Network (খ) PABX Network (গ) CCTV Network (ঘ) Access Control Network (ঙ) Wifi Network সহ Building Management System (BMS) Network সমূহ সংযুক্ত করে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ Network Monitoring Platform তৈরি করা হয়েছে।

সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ

কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগ ও মূল্য সংযোজিত সেবা (Value Added Services), যুগোপযোগী ট্যারিফ অনুমোদন এবং পলিসি নির্ধারণের মাধ্যমে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে টেলিযোগাযোগ খাতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এ বিভাগ কোয়ালিটি অব এক্সপেরিয়েন্স (QoE), টেলিকম অপারেটরদের সার্ভিস মনিটরিং, মার্কেট কমিউনিকেশন পর্যালোচনা, প্রমোশনাল কার্যক্রম মনিটরিং, বিভিন্ন সরকারি সংস্থা/দপ্তরের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রক্ষাসহ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে দেশব্যাপী এসএমএস প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি কমিশনের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশিকা ও নিয়মাবলি প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা, নতুন ধরনের সেবার প্রবর্তন এবং বিনিয়োগকারীর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক ক্ষেত্র তৈরি করা। টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যমে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ/বিরোধ নিষ্পত্তি এই বিভাগ হতে করা হয়।

এছাড়াও, দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ খাতকে সঠিক পথে পরিচালনার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা এবং এই খাতে গ্রাহকদের অধিকার সমন্বিত রাখতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ ও সে সকল উদ্যোগ-এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিটিআরসি একটি গ্রাহক বান্ধব সরকারি সংস্থা হিসেবে দেশে এবং বিদেশে ইতোমধ্যেই প্রশংসা অর্জন করেছে। টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ তথা (ITU, APT, CTO, ICANN, IGF, GSMA) ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাসহ সভা, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার, ফোরাম ইত্যাদি পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের স্বার্থরক্ষা বর্তমান টেলিযোগাযোগ বিশ্বে অত্যন্ত জরুরি একটি বিষয় বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের অধিকার তথা সার্বিক স্বার্থরক্ষার্থে বৃদ্ধপরিষ্কার। নিম্নে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের বিভিন্ন কার্যাবলীসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো:

১। সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের যৌক্তিক সার্ভিস ও ট্যারিফ নির্ধারণ

টেলিযোগাযোগ গ্রাহকদের ভোক্তা স্বার্থ, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে তোলা এবং প্রান্তিক পর্যায়ের গ্রাহকদের জন্য যৌক্তিক ও সাশ্রয়ী মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কমিশনের তত্ত্বাবধানে Cost Model-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের বিভিন্ন সার্ভিসের ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এই ট্যারিফের মধ্যেই তাদের সেবা প্রদান করে থাকে। কমিশন থেকে মোবাইল অপারেটরদের জন্য ভয়েস এবং এসএমএসের মূল্য নির্ধারণ করে দিলেও ডাটার ক্ষেত্রে কমিশন Cost Modelling সম্পন্ন করে নতুন ট্যারিফ দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। নিম্নে মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের ট্যারিফ চার্ট প্রদান করা হলো:

SL	Description	Existing Tariff (Excluding VAT & all other charges)	Previous Tariff (Excluding VAT & all other charges)
1	Voice	Maximum Tariff	BDT 2.00/min (Any-net)
		Minimum Tariff	BDT 0.25/min (On-net) BDT 0.60/min (Off-net)
2	SMS	Maximum Tariff	BDT 0.50/SMS

ছক ২.১: ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের ট্যারিফ চার্ট

২। টেলিযোগাযোগ মূল্য সংযোজন সেবা (TVAS)

টেলিযোগাযোগ সেবা খাতে উৎকর্ষ সাধন, নতুন প্রযুক্তিকে স্থান করে দেয়া, জীবন যাত্রাকে প্রযুক্তির সহায়তায় সহজ করে তোলা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করতে নতুন নতুন মূল্য সংযোজিত সেবা প্রবর্তনের জন্য এ বিভাগ কাজ করে থাকে। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে টেলিযোগাযোগ অপারেটররা তাদের মূল সেবার গন্ডি ছাড়িয়ে মূল্য সংযোজিত সেবা প্রদানের মাধ্যমে সেবা ও ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে গেছে। প্রথাগত মূল্য সংযোজিত সেবাসমূহ প্রদান করার পাশাপাশি উদ্ভাবনী নানাবিধ সেবা প্রবর্তনে সাম্প্রতিক সময়ে অনেক তৃতীয় পক্ষীয় সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করছে যেখানে মেধার উৎকর্ষতা যেমন নিশ্চিত করা যাচ্ছে তেমনি গড়ে উঠছে দেশীয় উদ্যোক্তা। অন্যদিকে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে সর্বোপরি গ্রাহকদের আকৃষ্ট করতে বাজারে নিয়ে আসছে নতুন নতুন গবেষণালব্ধ সেবা। মূল্য সংযোজিত

সেবা প্রদানের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে TVAS Registration Certificate গ্রহণ করতে হয়। কমিশনের লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ হতে এটি প্রদান করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ এর পত্রে উল্লেখিত মোবাইল অপারেটর মূল্য সংযোজন সেবার ট্যারিফ চার্ট অনুযায়ী সকল আবেদনের ট্যারিফের সামঞ্জস্যতা পর্যালোচনা করে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত সেবা এবং সংশ্লিষ্ট ট্যারিফের অনুমোদন দেয়া হয়। ইতোপূর্বে প্রচলিত এসএমএস ভিত্তিক মূল্য সংযোজিত সেবার পাশাপাশি সম্প্রতি আইভিআর, ইউএসএসডি, অ্যাপ্লিকেশন, ওয়াপ, অডিও-ভিডিও স্ট্রিমিং, ভিডিও অন ডিম্যান্ড, গেমিং ইত্যাদি ভিত্তিক সেবা গ্রাহকদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা গড়ে তুলেছে।

২.১। মুঠোফোনে আর্থিক সেবা (MFS)

মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এই সেবার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নাগরিককে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ভয়েস এবং এসএমএস সার্ভিসের মতো USSD (Unstructured Supplementary Service Data) সার্ভিসের জন্য নেটওয়ার্ক কম্পোনেন্ট (Core network equipment, Access network equipment), বার্ষিক স্পেকট্রাম ফি, লাইসেন্স ফি, রেভিনিউ শেয়ারিংসহ অন্যান্য Cost Component জড়িত। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরগণ যেন MFS প্রোভাইডারগণের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদান করতে পারে সে লক্ষ্যে সম্প্রতি বিটিআরসি হতে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশনায় ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের জন্য Session Based USSD এর চার্জ ধার্য করা হয়েছে। এ ধরনের সকল চার্জ বাজার ও পরিস্থিতি বিবেচনায় সময় সময় পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তা সম্পন্ন করে থাকে। নিম্নলিখিত ছকে Successful Revenue Generating এবং Successful Non-Revenue Generating Transaction এর চার্জ উল্লেখ করা হলো:

SL	Description	Charge in BDT (per session excluding VAT, SD, Tax)
1	Successful Revenue Generating Transaction	BDT 0.85
2	Successful Non-Revenue Generating Transaction	BDT 0.40

ছক ২.২: Successful Revenue Generating Transaction এবং Successful Non-Revenue Generating Transaction চার্জ

উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত চার্জ সঠিকভাবে আরোপ করা হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে কমিশন হতে নিরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের কর্মকর্তা/প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে থাকেন। এর ফলে বিটিআরসি'র সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার সুসম্পর্ক তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারকারী গ্রাহকের আর্থিক লেনদেনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অবৈধ লেনদেন রোধের নিমিত্ত e-KYC (Electronic Know Your Customer) জোরদার করা অতীব প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, ডিজিটাল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহারকারী গ্রাহকের মোবাইল নম্বরের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র সংশ্লিষ্ট তথ্য বিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিটিআরসি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.২। গ্রাহকের সিম নিবন্ধন প্রক্রিয়া

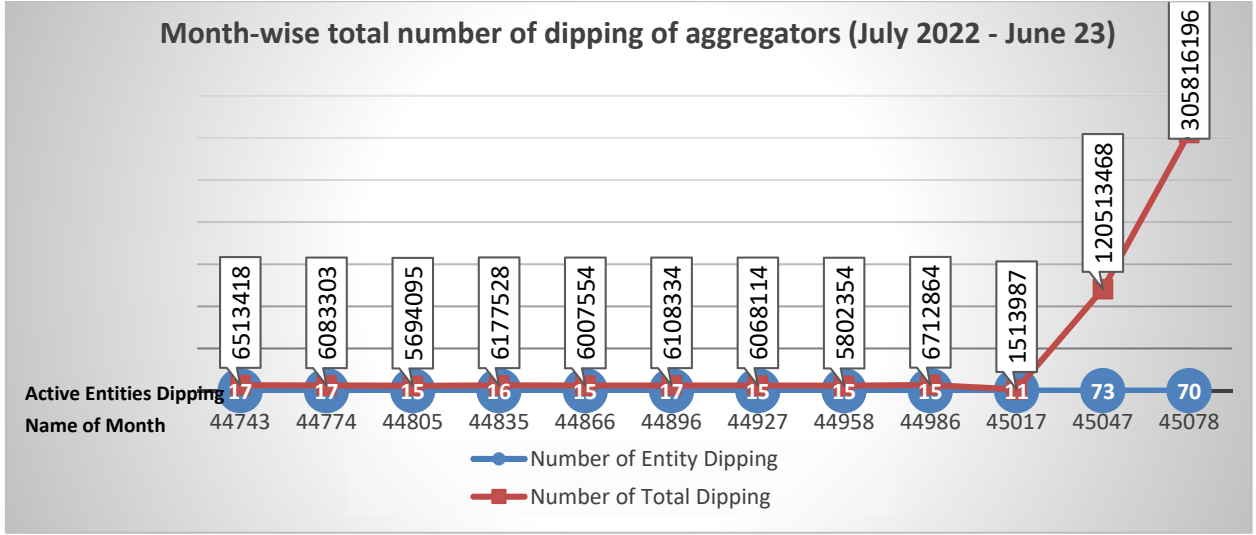
সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৬ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ হতে ৩১ মে ২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত দেশব্যাপী বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে মোবাইল ফোনের গ্রাহক পুনঃনিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। উক্ত ভেরিফিকেশন কার্যক্রম মনিটরিং এবং প্রয়োজন মোতাবেক উক্ত সিস্টেমে রেগুলেটরি বিভিন্ন টুলস প্রয়োগ করার জন্য কমিশনে একটি সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম (CBVMP) স্থাপন করা হয়। বিটিআরসি কার্যালয়ে অবস্থিত একটি নির্ধারিত কক্ষে উক্ত কন্ট্রোল সিস্টেমের ডাটা সেন্টার (ডিসি) এবং তেজগাঁও এ অবস্থিত বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড এর ডাটা সেন্টারে ডিজাস্টার রিকভারি (ডিআর) সার্ভার স্থাপন করা হয়। বর্ণিত সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন মনিটরিং প্ল্যাটফর্মটি গত ১৬ জুন ২০১৭ খ্রিঃ-এ সম্পূর্ণরূপে চালু করা হয়েছে। এর ফলে সকল মোবাইল অপারেটরের সিম রেজিস্ট্রেশন, রি-রেজিস্ট্রেশন, ডি-এস্টিভেশন, রিপ্লেসমেন্ট, মালিকানা পরিবর্তনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে মনিটর করা সম্ভব হচ্ছে এবং কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে সিম সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধি বিধান আরোপ করার ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে WSIS প্রতিযোগিতায় “CBVMP” প্রকল্পটি শীর্ষ ৫ (পাঁচ) টি প্রকল্পের মধ্যে জায়গা করে নেওয়ার মাধ্যমে “Champion” প্রকল্প হওয়ার গৌরব

অর্জন করে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ‘WSIS Prizes 2021’ ভার্চুয়াল পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ‘Winner’ খেতাব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন প্ল্যাটফর্ম (সিবিডিএমপি) সলিউশনের সাথে অর্থ বিভাগ হতে বাস্তবায়নাত্মক “সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণঃ অগ্রাধিকার কার্যক্রমসমূহের ধারাবাহিকতা রক্ষা (পিইএমএস)” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় প্রণীত Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর মাধ্যমে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিভিন্ন উপকারভোগীর (করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত উপকারভোগী, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন, পেনশনারদের পেনশন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি) মোবাইল এ্যাকাউন্টে EFT এর মাধ্যমে সরাসরি নির্ভুলভাবে অর্থ প্রেরণের জন্য গ্রাহকের এনআইডির সাথে নিবন্ধনকৃত মোবাইল নম্বর যাচাই করার লক্ষ্যে গত ২৪ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ-এ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮১৭ টি সিমের বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

২.৩। মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি)

বাংলাদেশ সরকার টেলিযোগাযোগ সেবার অবকাঠামো উন্নয়ন, মোবাইল ফোন গ্রাহকদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদান এবং মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাঝে স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক গত ২০১৭ সালে মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতে গত ৩০ নভেম্বর ২০১৭ সালে বিটিআরসি কর্তৃক ইনফোজিলিয়ন টেলিটেক বিডি লিমিটেড নামক প্রতিষ্ঠানকে এমএনপি সেবা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১ অক্টোবর ২০১৮ থেকে এমএনপি সার্ভিসটির বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য যে, গ্রাহকের ব্যবহৃত যেকোনো অপারেটর এর মোবাইল নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে অন্য কোন অপারেটরে সংযোগটি স্থানান্তর করার প্রক্রিয়াকে মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) বলা হয়ে থাকে। মোবাইলফোন গ্রাহকের নম্বর অপরিবর্তিত

রেখে অপারেটর পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রাহকগণ তাদের কাঙ্ক্ষিত অপারেটরের প্যাকেজ, কলরেট এবং নেটওয়ার্কসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারছেন। এমএনপি সেবা প্রবর্তনের ফলে মোবাইল ফোন অপারেটরদের মাঝে সেবার মান বৃদ্ধির একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে, যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের টেলিকম খাতে একটি গঠনমূলক পরিবর্তন লক্ষণীয়। মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) এর কারণে পরিবর্তিত নম্বরে গ্রাহকের ব্যাংকিং লেনদেন, ভেরিফিকেশন কোড, ওটিপি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার A2P এসএমএস প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এমএনপি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদানের জন্য বিটিআরসি হতে সকল এসএমএস এগ্রিগেটরদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বমোট ডিপিং এর একটি পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো:



২.৪। অ্যাপ ভিত্তিক কলিং সার্ভিস (App Based Calling Service)

IPTSP গাইডলাইন অনুযায়ী IPTSP লাইসেন্সধারীগণ IP based Internet and/or managed IP based network (s) এর মাধ্যমে পিসি হতে ফোন, ফোন হতে পিসি, ফোন হতে ফোন অথবা অন্যান্য আইপি টেলিফোনি নির্ভর ভয়েস সার্ভিস সংশ্লিষ্ট ডিভাইস এ আইপি বেইজড টেলিফোনি সেবা প্রদান করতে পারে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে অদ্যাবধি ১৭টি Nationwide IPTSP কে অ্যাপ বেইজড কলিং সার্ভিস প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

৩। টেলিযোগাযোগ খাতের পরিচালন-পদ্ধতি (ডিরেক্টিভস, গাইডলাইনস্ ইত্যাদি) প্রণয়ন

৩.১। তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা (Significant Market Power- SMP)

গত ৯/১২/২০১৮ইং তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবিধানমালা অনুযায়ী খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের কোন সেবা প্রদানকারী প্রবিধানমালায় উল্লেখিত ০৩ (তিন) টি নির্ণায়কের (গ্রাহক সংখ্যা, অর্জিত বার্ষিক রাজস্ব এবং কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গসহ অন্যান্য সম্পদ) মধ্যে যে কোন একটি নির্ণায়কের ভিত্তিতে মোট বাজারের কমপক্ষে ৪০ (চল্লিশ) শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করলে তা উক্ত

বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরদের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটির সুপারিশ ২২৩তম কমিশন সভায় উপস্থাপিত হলে উপরোল্লিখিত ০৩ (তিন) টি নির্ণায়ক বিবেচনায় গ্রামীণফোন লিমিটেডকে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনাকারী হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। গত ১৯/০৩/২০১৯ ইং তারিখে খুচরা মোবাইল সেবা

সংশ্লিষ্ট বাজার ‘তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন’ পরিচালনাকারী হিসেবে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে করণীয় ও বর্জনীয় তালিকা প্রেরণ করা হয়। এরপর গত ১২/০৫/২০১৯ ইং তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার ‘তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন’ পরিচালনাকারীর প্রতি কতিপয় পালনীয় নির্দেশ সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করা হয় এবং গত ৩০/০৫/২০১৯ইং তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে খুচরা মোবাইল সেবা সংশ্লিষ্ট বাজার ‘তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতাসম্পন্ন’ পরিচালনাকারী হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। গ্রামীণফোন বিটিআরসি’র জারিকৃত পত্রটি পুনরায় বিবেচনার জন্য মহামান্য কোর্টে রিট করে। মহামান্য কোর্ট গ্রামীণফোনের ২৭/০৫/২০১৯ইং তারিখের পত্র এবং এসএমপি গেজেটের ধারা ৯ (২) (ক) কে বিবেচনায় নিয়ে এসএমপি অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেডকে পুনরায় নির্দেশনা দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। হাইকোর্টের উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে কমিশনের সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগের কর্মকর্তাগণ গ্রামীণফোনের সাথে কয়েক দফা আলোচনায় বসে এবং বাজার বিশ্লেষণ করে সকল তথ্য উপাত্ত কমিশনের ২৩৯তম সভায় উপস্থাপন করলে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে এসএমপি অপারেটর হিসেবে এমএনপি লকিং পিরিয়ড, সার্ভিস/ প্যাকেজ এর অনুমোদন, Mobile Termination Rate (MTR) সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি নিষেধ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই

পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১/০৬/২০২০ তারিখে এমএনপি লকিং পিরিয়ড, সার্ভিস/ প্যাকেজ এর অনুমোদন এবং ২৮/০৬/২০২০ তারিখে MTR সংশ্লিষ্ট ডিরেক্টিভস (নির্দেশনা) এসএমপি অপারেটরসহ সকল মোবাইল অপারেটর বরাবর জারি করা হয়। বিটিআরসি গত ১৯/০৭/২০২০ তারিখ হতে টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটরসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী নির্ণয়ের কার্যক্রম শুরু করে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮ অনুসারে মন্ত্রণালয় হতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য নির্ণায়ক ও বাজার নিয়ন্ত্রণের শতকরা হার নির্ধারণের জন্য বিটিআরসি প্রস্তাবিত নির্ণায়ক (টাওয়ার সংখ্যা ও অর্জিত বার্ষিক রাজস্ব) ও বাজার নিয়ন্ত্রণের শতকরা হার (৪০%) ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে অনুমোদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, টেলিযোগাযোগের সম্পত্তি, স্থাপনার সর্বোত্তম ব্যবহার, পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, গঠন ও পরিচালন ব্যয় হ্রাস, সর্বোপরি নতুন প্রবেশকারীদের জন্য ব্যয় হ্রাসের জন্য এপ্রিল ২০১৮ সালে Tower Sharing সংক্রান্ত এর জন্য Regulatory and সর্বোপরি Licensing Guidelines প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী অদ্যাবধি নিম্নলিখিত ৪টি প্রতিষ্ঠানকে Tower Sharing লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

ক) ইউটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড

খ) সামিট টাওয়ার লিমিটেড

গ) কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লিমিটেড

ঘ) ফ্রন্টিয়ার টাওয়ার্স বাংলাদেশ লিমিটেড (পূর্বে: এবি হাইটেক কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)

উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ইউটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড এর টাওয়ার সংখ্যা এবং অর্জিত বার্ষিক রাজস্ব ৪০% এর বেশি থাকায় ২৬৪ তম কমিশন সভায় ইউটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেডকে টাওয়ার শেয়ারিং সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা পরিচালনাকারী (SMP) ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে, ১৩/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮-এর প্রবিধান ৭ (১২) এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ অনুমোদিত নিয়ামক এবং শতকরা হার অনুযায়ী 'ইউটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিমিটেড'কে টাওয়ার শেয়ারিং সেবা সংশ্লিষ্ট বাজারের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ বাজারের ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনাকারী (SMP Operator) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়াও, গত ২৮/০৯/২০২২ তারিখে তাৎপর্যপূর্ণ বাজারের ক্ষমতা সম্পন্ন পরিচালনাকারী অপারেটর সংশ্লিষ্ট করণীয় বর্জনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৪। ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল’ সম্পর্কিত কার্যক্রম

৪.১। ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল’ গঠন

সরকার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে বিভিন্ন কার্যক্রম ও পদক্ষেপ গ্রহণ করায় দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। যার ফলে দেশের সকল পর্যায়ের মানুষ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি সেবা/ সুবিধা পাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ খাতের এ উন্নতির ফলে দেশের মানুষ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি সেবা সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মকাণ্ড সম্পাদনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক গভীর নির্ভরতা এবং সেই সঙ্গে বাড়ছে তথ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি। সাইবার নিরাপত্তার এ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বহুল ব্যবহারের ফলে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিটিআরসি কর্তৃক উক্ত সমস্যাসমূহ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে তা সমাধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

টেলিযোগাযোগ সেক্টরের সামগ্রিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বাহ্যিক সাইবার হামলা প্রতিহত, ম্যালওয়ার প্রতিহত, তথ্য সুরক্ষাকরণ, সাইবার নিরাপত্তা জোরদারকরণ, আইটি অবকাঠামো পরীক্ষাকরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা সহ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়েবসাইট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী, সামাজিক অবক্ষয়মূলক, পর্নোগ্রাফিক, অনলাইন জুয়া, ক্ষতিকর এপ্লিকেশন/গেমস সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে উস্কানীমূলক, উগ্রবাদী কনটেন্ট, বিভিন্নরকম আপত্তিকর কনটেন্ট সহ বিভিন্ন অপপ্রচার রোধে বিটিআরসি’র ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কর্তৃক উক্ত সেলে সার্বক্ষণিক জননিরাপত্তা/ রাষ্ট্র নিরাপত্তার ইস্যুতে বিভিন্ন কনটেন্ট অপসারণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত কনটেন্টসমূহ পর্যালোচনা করে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক উক্ত কনটেন্টসমূহ অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৪.২। জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় বিটিআরসি এবং টেলিযোগাযোগ লাইসেন্সধারী অপারেটরগণ সর্বদা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা ও বিচার বিভাগ ইত্যাদি দপ্তর/সংস্থাকে তদন্ত বা সংশ্লিষ্ট কার্যে সহায়তা প্রদান করে আসছে। এই ধরনের কাজের অংশ হিসেবে কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর), সাবস্কাইবারস অ্যাকুইজিশন ফর্ম, লোকেশন বেইজড ট্র্যাকিং, ভিওআইপি/অবৈধ টেলিযোগাযোগ সার্ভিস চিহ্নিতকরণ, অনিবন্ধিত সংযোগ সিম বিচ্ছিন্নকরণ ইত্যাদি কাজে এ বিভাগ হতে সহায়তা/তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে যাতে জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিঘ্ন না ঘটাতে পারে সে লক্ষ্যে আইনপ্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বিটিআরসি’র ‘ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল’ এর সাথে একত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

৪.৩। BTRC-Computer Security Incident Response Team (BTRC-CSIRT)

টেলিযোগাযোগ সেক্টরের সামগ্রিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসি ও টেলিযোগাযোগ সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission-Computer Security Incident Response Team (BTRC-CSIRT) নামক উচ্চ পর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। BTRC-CSIRT কমিটি বিটিআরসি’র লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটর এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের সাইবার নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতীয় নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ সাইবার অ্যাটাক পর্যবেক্ষণ ও এ বিষয়ে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৪.৪। সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট ও মনিটরিং

ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক সনাক্তকৃত কনটেন্ট এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হতে প্রাপ্ত কনটেন্ট সমূহ রিপোর্টিং, সংরক্ষণ এবং ডুপ্লিকেশন রোধসহ কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য Content Reporting Management System (CRMS) স্থাপন করা হয়েছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, গোয়েন্দা সংস্থা ও সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হতে প্রাপ্ত কনটেন্ট এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক সনাক্তকৃত কনটেন্ট এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের কাস্টমাইজড রিপোর্ট প্রস্তুতের জন্য বর্তমানে ব্যবহৃত CRMS সিস্টেম এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করে Dynamic Reporting, Application and Audit trails for Content Reporting সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল এবং Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission-Computer Security Incident Response Team (BTRC-CSIRT) এর কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে স্থাপিত সাইবার সিকিউরিটি মনিটরিং সেন্টারের আদলে বিটিআরসি'তে একটি মনিটরিং সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

৪.৫। নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ক কর্মশালা

সাইবার নিরাপত্তা মাস-অক্টোবর-২২ উপলক্ষে সাইবার নিরাপত্তায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১লা অক্টোবর ২০২২ তারিখে “অনলাইনে নিরাপদ থাকা সহজ” প্রতিপাদ্যটি জনসাধারণকে অবহিত করার লক্ষ্যে এসএমএস প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ‘অনলাইনে নিরাপদ থাকা সহজ’ এ প্রতিপাদ্য নিয়ে গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে কমিশনের তহাবধানে এবং সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন (সিসিএ ফাউন্ডেশন) এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ‘নিরাপদ ইন্টারনেট যুব কর্মশালা ২০২২’ নামক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিটিআরসি এবং ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে গত ৩১/১০/২০২২ তারিখে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ‘Cyber Security Awareness Among Internet Users’ নামক সেমিনার আয়োজন করা হয় যেখানে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র ২.১: নিরাপদ ইন্টারনেট যুব কর্মশালা ২০২২



চিত্র ২.২: ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

বিটিআরসি এবং সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ২২/০৫/২০২৩ তারিখে বিটিআরসি'র প্রধান সভা কক্ষে নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ক একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় শিশু ও অভিভাবকদের মাঝে ইন্টারনেটের ব্যবহার ও ইন্টারনেটের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কেমন সেই সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া উক্ত কর্মশালায় বিটিআরসি'র সকল বিভাগ/উইং/ডিরেক্টরেট এর কর্মকর্তা এবং মোবাইল অপারেটর, আইএসপি অপারেটর, এসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অব বাংলাদেশ (AMTOB) ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ISPAB) হতে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে।



চিত্র ২.৩: বিটিআরসি ও সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

৪.৬। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্তৃপক্ষের সাথে সভা এবং কর্মশালা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফেইক অ্যাকাউন্ট এর মাধ্যমে গুজব ও মিথ্যা তথ্যের অপপ্রচার করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফেসবুক, গুগল, টুইটার, টিকটক এবং ভিগো-লাইকি সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্তৃপক্ষসমূহের সাথে স্ব-শরীরে বা অনলাইনে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, আর্থিক জালিয়াতির সাথে জড়িত বিভিন্ন ভুয়া ই-কমার্স সাইটের পেইজ এবং অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত বিটিআরসি'র রিপোর্টকৃত লিংকসমূহ দ্রুততার সাথে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহের প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।



চিত্র ৩.৪: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কর্তৃপক্ষের সাথে অনুষ্ঠিত সভা ও কর্মশালা

গত ০১ বছরে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল কর্তৃক ১১২৩ টি পর্নোগ্রাফিক ওয়েবসাইট, ১১০০ টি অনলাইন বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট এবং বেটিং বা জুয়া খেলা সংক্রান্ত ৪৮ টি অ্যাপস বন্ধ করা হয়েছে। এছাড়া ৫৪৮টি পর্নোগ্রাফিক সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট এবং ১৬৯৭ টি জুয়া খেলা প্রচার, প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ সোশ্যাল মিডিয়া লিংক অপসারণ করা হয়েছে।

৫। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন-এর সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ উপরে উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে যার চুম্বক অংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

৫.১। এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকাভুক্তির কার্যক্রম

কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ কর্তৃক বিগত ৩০শে মে, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের (এসএমএস এগ্রিগেটর) তালিকাভুক্তির নির্দেশনা প্রদান করা হয়। A2P এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তালিকাভুক্তিকরণের আওতায় নিয়ে আসাই সরকারের মূখ্য উদ্দেশ্য। তালিকাভুক্তি ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সামগ্রিক ধারণার পাশাপাশি যোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে A2P এসএমএস সেবা প্রদানের অনুমোদন প্রদান করে থাকে। তালিকাভুক্তির মাধ্যমে এপ্লিকেশন টু পারসন (A2P) এসএমএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে নিবন্ধিত যেকোন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিকে এসএমএস সেবা প্রদান করতে পারবে। কমিশনের সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ গত ২৬/০৮/২০২১খ্রিঃ তারিখ থেকে A2P এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির সনদ প্রদান করে আসছে। উল্লেখ্য ৩০ জুন ২০২৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ১৪৯ টি A2P এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির সনদ ইস্যু করা হয়েছে। A2P তালিকাভুক্তির ফলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথা সরকার নন-ট্যাক্স রেভিনিউ শেয়ারিং আহরন করতে পারবে। বিভিন্ন ধরনের ফি যেমন: আবেদন ফি, নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং, প্রশাসনিক জরিমানা, বিলম্ব ফি ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। A2P এসএমএস এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তির সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে (www.btrc.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। গত ০৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে SMS Routing Architecture অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ অফনেট ও A2P SMS এর ক্লোর এবং সিলিং সহ ট্যারিফ সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়। বর্তমানে A2P SMS এগ্রিগেটর তালিকাভুক্তিকরণ সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। পরবর্তীতে তালিকাভুক্তির মেয়াদকাল (তিন বৎসর) শেষে তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ম-দক্ষতা, দক্ষতা এবং মার্কেট ডিম্যান্ড ইত্যাদি বিবেচনা করে এসএমএস এগ্রিগেটর প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৫.২। বিটিআরসি'র নিজস্ব অভিযোগ সেলে আগত অভিযোগসমূহ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় টেলিযোগাযোগ অপারেটরসমূহের নানাবিধ সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে অপারেটরসমূহের সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে গ্রাহক পর্যায়ে অভিযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অভিযোগ যথাযথভাবে গ্রহণ ও নিষ্পত্তির জন্য এক্সেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস অপারেটরসমূহের নিজস্ব গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টার রয়েছে। টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণকারীগণ তাদের সমস্যা সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র বা কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে অভিযোগ প্রদান করে থাকেন। উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিযোগ সমাধান করা না হলে বা সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারীকে অভিযোগ করে গ্রাহক

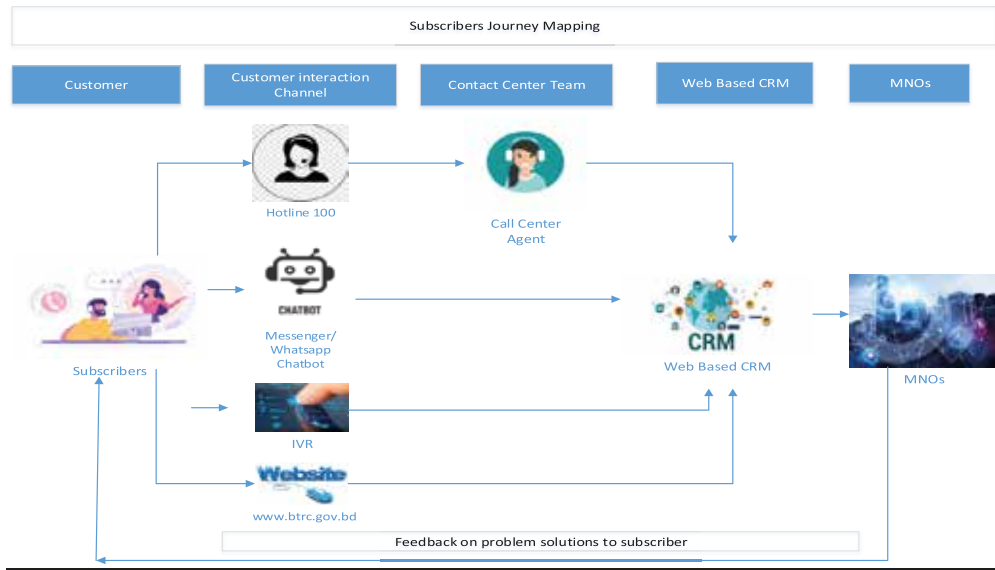
উপেক্ষিত হলে সমাধানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক কাস্টমার কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন করা হয়। শর্টকোড (১০০) এবং ওয়েব বক্স হতে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে স্বয়ংক্রিয় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। উক্ত শর্টকোডে সরাসরি কল করে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত গ্রাহকগণ টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট যে কোন অনিষ্পন্ন অভিযোগ অথবা পরামর্শ বিটিআরসির নিকট দাখিল করতে পারেন। শর্টকোড '১০০' এর মাধ্যমে বিটিআরসির অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতিটি একটি সমন্বয়যোগ্য সংযোজন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে প্রাপ্ত অভিযোগের তালিকা নিম্নে দেয়া হলোঃ

Category	Jul' 22	Aug' 22	Sep' 22	Oct' 22	Nov' 22	Dec' 22	Jan' 23	Feb' 23	Mar' 23	Apr' 23	May' 23	Jun' 23	Grand Total
Quality of service	640	762	606	489	478	372	491	572	313	287	433	379	5822
Data Speed	352	813	379	191	189	168	244	117	113	129	104	125	2924
Incoming & outgoing call / SMS related issue	128	151	94	75	82	54	66	67	91	63	57	60	988
Miscellaneous	90	93	44	83	64	48	55	59	82	63	70	69	820
Data Volume Issue	92	88	60	64	55	45	33	52	42	34	47	36	648
Value Added Service (VAS)	71	59	63	48	28	51	66	38	29	44	72	58	627
Sim Bar	55	99	50	67	41	24	24	25	21	13	19	29	467
Recharge/ Billing	37	26	41	39	30	25	31	41	49	43	42	30	434
Tariff Related Complain	41	33	34	47	18	27	45	22	38	24	40	50	419
Disconnected Call	33	44	30	34	39	30	37	34	21	40	17	33	392
MNP	46	45	33	50	23	26	22	27	19	28	27	25	371
Package Migration	21	39	26	22	20	33	17	28	26	24	34	26	316

Unlicensed ISP	15	13	22	23	9	14	15	12	10	11	11	13	168
Fraudulent Activities	15	7	7	10	15	10	22	18	12	16	14	14	160
Sim Registration	14	21	10	22	15	12	11	7	7	5	13	9	146
Sim Ownership	9	16	16	12	22	7	20	6	9	4	7	4	132
Unsolicited Calls/SMS	7	14	6	6	5	2	3	15	25	6	10	21	120
MFS/ Banking	5	2	3	28	14	15	6	1	2	4	9	4	93
License Issue	7	10	5	7	6	2	6	13	10	9	9	5	89
Test Call	4	9	6	7	4	4	2	8	5	3	4	11	67
Unauthorized Handset-NEIR	7	2	5	2	2	3	11	9	5	2	3	4	55
Quiz/ Prize/ Award issue	2	7	1	7	0	10	5	3	8	2	4	2	51
Social Media & Cyber Complaint	3	3	1	0	1	0	4	5	3	2	0	1	23
Others	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3
Grand Total	1694	2356	1542	1333	1162	982	1236	1179	940	857	1046	1008	15335

ছক ২.৩ : শর্টকোড '১০০' এর মাধ্যমে গৃহীত অভিযোগের পরিসংখ্যান

বিটিআরসি'র অভিযোগ গ্রহণের মাধ্যম



গৃহীত অভিযোগ ও প্রতিকার

Month	Complaint Received	Complaint Resolved	Complaint Pending	Resolution
Jul'22	1694	1386	308	81.82%
Aug'22	2356	1825	531	77.46%
Sep'22	1542	1304	238	84.57%
Oct'22	1333	1022	311	76.67%
Nov'22	1162	982	180	84.51%
Dec'22	982	810	172	82.48%
Jan'23	1236	959	277	77.59%
Feb'23	1179	870	309	73.79%
Mar'23	940	681	259	72.45%
Apr'23	857	580	277	67.68%
May'23	1046	705	341	67.40%
Jun'23	1008	685	323	67.96%
Grand Total	15335	11809	3526	77.01%

৫.৩। জনসচেতনতা সম্পর্কিত কার্যক্রম

জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক/সেবামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিটিআরসি'র সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি, আধা-সরকারি, সামরিক, স্বায়ত্তশাসিত, দপ্তর, সংস্থা, আন্তর্জাতিক, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষামূলক বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রাপ্ত অনুরোধ বিবেচনাকরতঃ গুরুত্বপূর্ণ (শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ে বিষয়াবলী/কার্যক্রম-এর ক্ষেত্রে) এসএমএস সারাদেশে/সকল গ্রাহকের নিকট বিনামূল্যে প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। এক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটরসমূহের পদত্ব সহযোগিতা ও ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা প্রশংসার দাবিদার। এছাড়াও মোবাইল অপারেটরসমূহ বিভিন্ন সময়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভয়েজ মেসেজ (Pre Call Notification/OBD call) প্রদান করে আসছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৫.৩.১। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ (Pre call Notification)

বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্বের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভাষণ থেকে উজ্জ্বল ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তাঁর এই ভাষণ জাতিকে অনুপ্রাণিত করে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। একটি ভাষণকে অবলম্বন করে স্বাধীনতার জন্য ৩০ লাখ বাঙালি জীবন উৎসর্গ ও কয়েক লাখ মা-বোন সন্তান বিসর্জন দেন। ৭১'এর মুক্তিযুদ্ধকালে এ ভাষণ (বঙ্গবন্ধু) রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অনুপ্রাণিত করে। এই একটি ভাষণ একটি জাতিরাষ্ট্র তথা বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে, যা বিশ্বে নজিরবিহীন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিস্মরণীয় ভাষণটি একটি ঐতিহাসিক দলিল। যা ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর বিশ্বসংস্থা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তার সঙ্গে 'মেরোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'-এ ভাষণটি সম্মানে সংগৃহীত হয়েছে। এই বছর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে সম্মান জানাতে এবং জাতির কাছে তুলে ধরতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা ও অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে Pre-call Notification হিসেবে ১লা মার্চ হতে ৭ই মার্চ পর্যন্ত ঐতিহাসিক ভাষণের বিশেষ অংশ “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম” প্রচারের জন্য সকল মোবাইল অপারেটরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ১লা মার্চ ২০২৩ হতে ৭ই মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সকল মোবাইল অপারেটরগণ Pre-call Notification হিসেবে বিশেষ অংশটি পরিচালনা করেছে।

৫.৩.২। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভয়েস বার্তা (OBD Call) প্রচার

প্রতি বছরের ন্যায় সরকারের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) হতে মোবাইল অপারেটরগণকে ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঈদ শুভেচ্ছা বার্তা (OBD Call) প্রচারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, পহেলা বৈশাখ ও স্বাধীনতা দিবসের বার্তা (OBD Call) প্রচারের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বিটিআরসি তার অধিক্ষেত্রিক কর্তৃত্ব ব্যবহার করে দেশের মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের মাধ্যমে জনগণের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Outbound Voice Call ও Bulk SMS প্রেরণে খুবই তৎপর ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। দেশের বৃহত্তম এ পরিসংখ্যানিক কর্মযজ্ঞে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) প্রশংসার দাবীদার।

৫.৪। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (SOF)

বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত এস.আর.ও. নং-৩৩১-আইন/২০২১ মূলে বিগত ২৬/১০/২০২১ খ্রিঃ তারিখে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বিধিমালা, ২০২১ অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ২১ (ক) এর বিধান অনুযায়ী দেশের টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সুবিধা বঞ্চিত এলাকার জনগোষ্ঠীর জন্য গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নসহ দুর্যোগ মোকাবেলা বা ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত বিশেষ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বর্ণিত তহবিলের অর্থ ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উক্ত তহবিলের আওতায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহে অর্থায়ন করা হয়েছে এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে।

১। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৩১৭.১২ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

২। বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৩১.৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বর্ণিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট- ১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন” প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ১৫.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৩। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ” প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৭৫.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৪। টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ প্রকল্প” বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ৭০.০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

৫। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর আওতাধীন “হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখের মধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পটি বাস্তবায়নে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডকে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল হতে সর্বমোট ৩৭৯.৮৭৯৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের আওতায় সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে “উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ” শীর্ষক নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে; যার প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৫১৯.৯৩ কোটি টাকা। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন পর্যন্ত ১.২৫ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

নিম্নে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের অগ্রগতি
১	সুবিধা বঞ্চিত প্রত্যন্ত অঞ্চলের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা ডিজিটালকরণ	০৪ আগস্ট ২০২০ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৮৩.২৫	৯৮%
২	টেলিযোগাযোগ সুবিধা বঞ্চিত এলাকাসমূহে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)	০১ জুলাই ২০১৮ - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩	৫০৪.৪৩৩১	৭৬%
৩	উপকূলীয়, পার্বত্য ও অন্যান্য দুর্গম এলাকায় টেলিটকের মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ	০১ ডিসেম্বর ২০২১ - ৩০ নভেম্বর ২০২৩	৫১৯.৯৩	৭.৯%
৪	হাওর ও বাওর প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wi-Fi) সম্প্রসারণ	০১ এপ্রিল ২০২০ - ৩০ জুন ২০২৪	৪৪৯.৯১	৮.৮৩%
৫	স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন	০১ অক্টোবর ২০১৮ - ৩০ এপ্রিল ২০২৩	৪৪.৪৪	১০০%
৬	বাংলাদেশের প্রত্যন্ত, দুর্গম ও উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন জনপদ ও স্থাপনায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সংযোগ স্থাপন	০১ জুলাই ২০২০ - ৩০ জুন ২০২৪	৪৪.২৪৬৫	৫২.৫%
৭	হাওর ও দ্বীপাঞ্চলে উচ্চ গতির মোবাইল ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন	০১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ - ৩১ মার্চ ২০২২	৩৭৯.৮৮	১০০%

৫.৫। আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট হাস

International Gateway (IGW) অপারেটরসমূহ সর্বদাই সরকার নির্ধারিত সীমার মধ্যে তাদের কল পরিচালনা করে থাকে। ব্যবসায়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবার সরাসরি কোন কারণ না থাকলেও সাম্প্রতিককালে এ ব্যবসায় অনেকে আগ্রহী হওয়ায় প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে IGW ব্যবসায়ের self-sustainability বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার সাথে সংগতি রাখতে গিয়ে IGW সমূহ বাংলাদেশে প্রতি মিনিট আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশনের চার্জ নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশ কম রেটে টার্মিনেট করছে, যা দীর্ঘমেয়াদে এই সেক্টরে টেকসই ব্যবসার পরিপন্থী। এমন পরিস্থিতির প্রকৃত কারণ অবৈধপথে কল-টার্মিনেট করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দেয়া। এধরনের অসম প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে IGW লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। উল্লিখিত কারণসমূহ বিবেচনা করে কমিশন হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে আন্তর্জাতিক কল টার্মিনেশন রেট সর্বনিম্ন ০.০০৪ মার্কিন ডলার/মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও সর্বনিম্ন কল টার্মিনেশন রেট ০.০০৪ মার্কিন ডলার/মিনিট এর ভিত্তিতে রেভিনিউ শেয়ার হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

৫.৬। Do Not Disturb (DND) সেবা চালুকরণ

মোবাইল অপারেটর সমূহ বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের প্রচারণা কাজে প্রমোশনাল এসএমএস প্রদান করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকগণের নিকট প্রমোশনাল এসএমএস প্রাপ্তি বিরক্তিকর বলে প্রতীয়মান হয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকগণ Do Not Disturb (DND) সেবা চালু করে প্রমোশনাল এসএমএস প্রাপ্তি বন্ধ করতে পারবেন। বিটিআরসি হতে মোবাইল অপারেটর সমূহকে প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার Do Not Disturb (DND) সেবা চালুকরণ পদ্ধতি জানিয়ে এ সংক্রান্ত এসএমএস প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। অপারেটরসমূহের DND সার্ভিসের কোডসমূহ যথাঃ গ্রামীনফোনের গ্রাহকগণ *১২১*১১০১#, বাংলালিংক এর গ্রাহকগণ *১২১*৮*৬#, রবির গ্রাহকগণ *৭# এবং টেলিটকের গ্রাহকগণ *১৫৫# ডায়াল করার মাধ্যমে তাদের Do Not Disturb (DND) সেবা চালু করতে পারবেন।

৫.৭। Cherish/Golden Number অনুমোদন

নির্দিষ্ট প্যাটার্ন সম্বলিত নম্বরসমূহকে Cherish/Golden Number বলা হয়ে থাকে। বিটিআরসি হতে Cherish/Golden Number সমূহের প্যাটার্ন এবং বিক্রয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মোবাইল অপারেটর সমূহকে প্রদান করা হয়েছে। যে কোন গ্রাহক সংশ্লিষ্ট অপারেটরের কাস্টমার কেয়ারে গিয়ে Cherish/Golden Number প্রাপ্তির আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও ইতোপূর্বে লক্ষ্য করা গেছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী উচ্চমূল্যে এধরনের নম্বর বিক্রয় করে থাকে যা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এ ধরনের অপরাধ রোধকল্পে বিটিআরসি হতে Cherish/Golden নম্বরসমূহ বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করে। গ্রাহকগণ মোবাইল অপারেটরসমূহের কাস্টমার কেয়ারসমূহে নাম্বার প্রাপ্তির সুযোগ বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে পরিচয় পত্রের নম্বর প্রদান করে আবেদন করে। অপারেটর হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে যাচাই-বাছাইপূর্বক গ্রাহককে Cherish/Golden নম্বরসমূহ বরাদ্দের অনুমোদন প্রদান করে।

Cherish/Golden নম্বরসমূহের প্রেক্ষিতে বিটিআরসির নির্দেশনা নিম্নরূপ:

(ক) অপারেটরসমূহ প্রতি মাসে বিটিআরসির অনুমোদন সাপেক্ষে একটি নির্ধারিত সংখ্যক Cherish/Golden Number বরাদ্দ করতে পারবে।

জন্য আবেদন করতে পারবে। গ্রাহকদেরকে কাস্টমার কেয়ার প্রতিনিধিগণ উক্ত মাসের নির্ধারিত সংখ্যক এর আওতায় থাকলে তা বরাদ্দের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। নতুবা পরবর্তী মাসে পুনরায় Cherish/Golden Number প্রাপ্তির জন্য কাস্টমার কেয়ারে আবেদন করতে পারবে।

(গ) একজন ব্যক্তি তাঁর NID এর বিপরীতে একটি অপারেটরের সর্বোচ্চ ০১ (এক) টি Cherish/Golden Number এর জন্য আবেদন করতে পারবে। মোবাইল অপারেটরগণ এক জন ব্যক্তির NID এর বিপরীতে ০১ (এক) এর অধিক Cherish/Golden Number বরাদ্দ করবে না।

(ঘ) Cherish/Golden Number বরাদ্দ প্রাপ্তির পর গ্রাহক পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে উক্ত Cherish/Golden Number এর মালিকানা পরিবর্তন করতে পারবে না।

(ঙ) Cherish/Golden Number আবেদন নীতিমালাটি সকলের অবগতির জন্য বিটিআরসি এবং মোবাইল অপারেটর সমূহের ওয়েবসাইট/অফিসিয়াল ফেইসবুক পেইজে প্রদর্শন করতে হবে।

৫.৮। কল ড্রপ হ্রাস এবং গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ প্রদান

সেলুলার মোবাইলফোন এর মাধ্যমে একজন গ্রাহক অপর একজন গ্রাহককে কল করে কল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কল চলাকালীন অবস্থায় কল কেটে গেলে তা কলড্রপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। কল ড্রপের ফলে কথোপকথন চলাকালে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের মনোসংযোগের ব্যঘাত ঘটে, সময়ের অপচয় হয়, গ্রাহক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, খারাপ নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। সর্বোপরি মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ে গ্রাহকের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। কল ড্রপ হ্রাস এবং গ্রাহককে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে বিটিআরসি সময়ে সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে গ্রাহককে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য মোবাইল

অপারেটরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করেছে। সম্প্রতি উক্ত নির্দেশনাটি আরও গ্রাহক বান্ধব করার লক্ষ্যে সিস্টেমস্ অ্যান্ড সার্ভিসেস বিভাগ কাজ করেছে। এপ্রেক্ষিতে, মোবাইল ফোন অপারেটরসমূহের গ্রাহকের কলড্রপ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি, ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা করতঃ কমিশনের অনুমোদনক্রমে গত ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে মোবাইল ফোনে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত অপারেটরদের জন্য নতুন নির্দেশিকা চালু করেছে বিটিআরসি। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ীঃ

ক) জবাবদিহিতা ও গ্রাহক সন্তুষ্টি নিশ্চিত করে সকল মোবাইল অপারেটর অভিন্ন USSD কোডের (*121*765#)মাধ্যমে একজন গ্রাহক পূর্ববর্তী দিন/ সপ্তাহ/ মাসিক অন-নেট কলড্রপের পরিমাণ জানতে পারবে যা ০১ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. থেকে কার্যকর হবে।

খ) অন-নেট কলড্রপের ক্ষেত্রে গ্রাহকের আর্থিক এবং মানসিক ক্ষতি বিবেচনায় ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ ও সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণ হিসেবে দৈনিক ১ম ও ২য় কল ড্রপের ক্ষেত্রে প্রতি কল ড্রপের জন্য ৩টি পালস (৩০ সেকেন্ড) এবং পরবর্তী ৩য় থেকে ৭ম কল ড্রপের ক্ষেত্রে প্রতিটি কলড্রপের জন্য ৪টি পালস (৪০ সেকেন্ড) গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদান করবে।



চিত্র ২.৫: ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত কল ড্রপ সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন বিষয়ক প্রেস ব্রিফিং এর একাংশ

কল ড্রপ সংক্রান্ত নতুন নির্দেশিকার বিষয়ে কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।

৫.৯। ব্রডব্যান্ড পলিসি বিষয়ক কর্মশালা

গত ১৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে দেশের ব্রডব্যান্ড সেবায় মানসম্পন্ন ও যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সাশ্রয়ে স্মার্ট ডিভাইস প্রাপ্তি তথা স্মার্টফোন, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইন্টারনেট সক্ষম পরিষেবার বিষয়ে একটি পরামর্শমূলক কর্মশালায় আয়োজন করেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। বিটিআরসির চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদারের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান। কর্মশালায় জানানো হয় যে, বিটিআরসি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহযোগিতায়

বাংলাদেশের জন্য সমন্বিত জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মশালায় সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে করণীয় বিষয়ে উপস্থাপনায় বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ বলেন, বর্তমানে দেশের প্রতিটি খাতেই ডিজিটাল রূপান্তর হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির মূল ভিত্তি হবে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নমেন্ট, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি। এছাড়া দেশে ২০১৩ সালে যেখানে স্মার্টফোন ব্যবহারকারী ছিল মাত্র ৪.০৭ শতাংশ ২০২২ সালে তা ৫৩.৬৮ শতাংশে এসে দাড়িয়েছে এবং বর্তমানে ১৫ টি কারখানায় স্থানীয়ভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদিত হচ্ছে যার বাৎসরিক বাজার মূল্য ১৫ হাজার কোটি টাকা যার মাধ্যমে ১ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে বলে তিনি জানান।



চিত্র ২.৬: 'সাশ্রয়ী মূল্যে স্মার্ট ডিভাইসের ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে করণীয়' শীর্ষক বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে ওয়ার্কিং সেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। গুপুগুলো নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন: (১) অভ্যন্তরীণ ডিভাইস উৎপাদন, সংযোজন ও বিতরণে সহায়তা এবং বাজার সম্প্রসারণে অর্থায়ন ও বিনিয়োগের সুযোগ (২) স্মার্ট ডিভাইস দেশের সর্বত্র সুলভে প্রাপ্তির লক্ষ্যে অনুকূল নিয়ন্ত্রক অনুশীলনসমূহ গ্রহণ (৩) লক্ষ্যযুক্ত, সুপারিকল্পিত কর এবং রাজস্ব নীতি প্রতিষ্ঠা করা যা ডিভাইসের বাজারে বৃদ্ধি এবং ক্রয় ক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে (৪) স্থানীয়ভাবে তৈরি স্মার্ট ডিভাইসের মাধ্যমে ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানে ইকোসিস্টেম তৈরি এবং স্থানীয় কনটেন্ট ব্যবহারে গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল রূপান্তর নিশ্চিত করা। এতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিটিআরসি, মোবাইল অপারেটরস, এনটিটিএন, আইএসপি, আইআইজিএবি, মোবাইল হ্যান্ডসেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ, তথ্যপ্রযুক্তিবিদগণ, শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণসহ মোট ৮০ জন আলোচনার মাধ্যমে বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের উপায়, অন্তরায় ও চ্যালেঞ্জের উপর নানাবিধ প্রশ্নাবলী উপস্থাপনসহ সুপারিশমালা প্রস্তুত করেন। যা পরবর্তী সেশনে আলোচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

৫.১০। ব্রডব্যান্ডের সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে

ডিজিটাল বাংলাদেশ এর রূপকল্প বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং দেশের আপামর জনসাধারণের দোরগোরায় উন্নত প্রযুক্তির সেবা পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে সরকার তার ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সরকারের এই অগ্রযাত্রায় অংশীদার হিসেবে সহজলভ্য উৎকৃষ্ট তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক ও কার্যকর সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশী সেবা গ্রহীতাদের ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করার জন্য এর কৌশলগত পদ্ধতির মাধ্যমে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে দেশে প্রথমবারের মত জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালার প্রণয়ন করা হয়। সমসাময়িক গতির সহজলভ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণে উক্ত জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০০৯ এ ১২৮ কেবিপিএস এর অধিক গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সময়ের পরিক্রমায় নিত্যানতন প্রযুক্তির আবির্ভাবে উচ্চ গতির ইন্টারনেটের আবশ্যিকতা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে তাই ব্রডব্যান্ডের সংজ্ঞা নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হয়:

“বর্তমানে ব্রডব্যান্ড বলিতে সাধারণভাবে উচ্চ গতিসম্পন্ন ডাটা আদান-প্রদান কে বোঝায় যাহা পূর্বের ডায়াল আপ (Dial-up) প্রযুক্তিকে প্রতিস্থাপন করিতেছে। ইন্টারনেট এর প্রচলিত গতির চাইতে বেশী গতিকে ‘ব্রডব্যান্ড’ (Broadband) বলিয়া অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এইরূপ একটি সার্বক্ষণিক ডাটা/ইন্টারনেট সেবা কে ‘ব্রডব্যান্ড’ (Broadband) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যাহার ন্যূনতম ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) ২০(বিশ) এমবিপিএস (Mbps), তবে ন্যূনতম ব্যান্ডউইডথ প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তনযোগ্য। গ্রাহকের নিকট এই ন্যূনতম ব্যান্ড উইডথ প্রাপ্তি, যাহা পরবর্তিতে বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিয়াছে, নিশ্চিত করিতে হইবে। ২০ (বিশ) এমবিপিএস হইতে কম ব্যান্ডউইডথকে ‘ন্যারোব্যান্ড’ (Narrowband) বলা হইবে”।

৫.১১ Vo-WiFi সেবার পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পাদন

ডিজিটাইজেশন এবং উন্নত গ্রাহক অভিজ্ঞতার জন্য উদ্ভাবনী সমাধান এবং পরিষেবাসমূহের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ শিল্প সাথে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। বর্তমানে গ্রাহকরা চান সাশ্রয়ী মূল্যে নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নত মানের নেটওয়ার্ক পাওয়ার প্রত্যাশা করেন। তাই, মোবাইল অপারেটররা তাদের নেটওয়ার্কগুলিকে বিদ্যমান 2G/3G এর সার্কিট-সুইচড নেটওয়ার্কগুলি থেকে LTE প্যাকেট-ভিত্তিক নেটওয়ার্কগুলিতে বিকশিত করছে এবং 2020 থেকে LTE এর মাধ্যমে ভয়েস (Vo-LTE) পরিষেবা প্রদান করছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবং বিশেষভাবে গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্নভাবে ভয়েস পরিষেবা অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির প্রয়াসে, গ্রামীণফোন তার গ্রাহকদের জন্য Vo-WiFi নামে একটি নতুন ধরনের নেটওয়ার্ক পরিষেবা চালু করার জন্য অনুমোদনের জন্য বিটিআরসির নিকট আবেদন করে, যা নগর এলাকায় বিশেষ করে মহানগরে দীর্ঘস্থায়ী নেটওয়ার্ক কভারেজ সমস্যাকে ইতিবাচকভাবে রূপ দেবে। উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম Vo-WiFi সেবা প্রদান শুরু হয়। পরবর্তীতে, সমগ্র বিশ্বের প্রায় ১০০ এর বেশি অপারেটর তাদের গ্রাহকদের অধিকতর নেটওয়ার্ক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত এই সেবাটি চালু করেছে।

Vo-Wifi সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় নিম্নরূপ:

- ঘরে কিংবা অফিসের অভ্যন্তরে যেখানেই মোবাইল টাওয়ারের নেটওয়ার্ক কভারেজ খারাপ, সেখানে Vo-Wifi প্রযুক্তির মাধ্যমে Wifi দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ/ভাল মানের কভারেজ প্রদান করা সম্ভব। ফলে ইনডোর নেটওয়ার্ক কভারেজ যথেষ্ট উন্নত হয়।
- অফ-লোডিং বা লোড ব্যালেন্সিং - ভয়েস এবং ডেটা ট্র্যাফিক মোবাইল ফোন টাওয়ারের নেটওয়ার্ক থেকে Wifi রাউটার এবং IP ভিত্তিক রাউটিং এর দিকে অফলোড বা স্থানান্তরিত হয়। ফলে, মোবাইল ফোন টাওয়ারগুলি আরও বেশি গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং বেশি পরিমাণে রোমিং / ভ্রমণ / চলন্ত গ্রাহকদের উন্নত গতির ডাটা ও ফলাফল দিতে সক্ষম হবে।
- মোবাইল হ্যান্ডসেটটি Wifi রাউটারের সাথে সংযুক্ত থাকায় মোবাইল ফোন টাওয়ারের সাথে সংযোগের চেয়ে হ্যান্ডসেটের ব্যাটারি খরচ কম হয়।
- VoLTE-এর ন্যায় VoWifi এর মাধ্যমে, গ্রাহক স্ট্রিমিং ভিডিও দেখার বা অনলাইন গেম খেলাকালীন ইত্যাদি সময়ে একই সাথে যেকোনো কলের উত্তর দিতে পারেন। যদি গ্রাহকের ভাল ইন্টারনেট সংযোগ সহ ওয়াইফাই সুবিধা থাকে, এটি ঘরের ভিতরে মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজ দুর্বল বা সমস্যা থাকলেও কল করার সুবিধা প্রদান করবে।
- Vo-Wifi এর ক্ষেত্রে VoLTE তে ব্যবহৃত 4G ডাটা নেটওয়ার্কের পরিবর্তে wifi নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হবে। উভয় ক্ষেত্রেই পরিষেবাটি একই অপারেটরের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক (core network) এর মধ্য দিয়েই পরিচালিত হবে। Vo-Wifi প্রযুক্তিতে নিরাপত্তা ও অনুমোদন নিশ্চিত করার জন্য MNO-কে দুটি নতুন মূল ফাংশনের (core function) নাম প্রবর্তন করতে হবে: ePDG এবং AAA।
- এই পরিষেবার জন্য AAA এবং ePDG অ্যাপ্লিকেশন চালু করতে হবে। এখানে, AAA অ্যাপ্লিকেশনটি গ্রাহকের গ্রামীণফোন ব্যবহারকারী নিশ্চিতকরণ এবং অনুমোদনের জন্য ব্যবহৃত হবে। অন্য দিকে, ePDG অ্যাপ্লিকেশন হল Wi-Fi গেটওয়ে। এটি গ্রামীণফোন নেটওয়ার্কের প্রবেশদ্বার। এটি নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত (end to end) ভিপিএন টানেল তৈরি করে। এক্ষেত্রে, কোন বাহ্যিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে না, কারণ এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো হোস্ট করার জন্য নিজস্ব/ব্যক্তিগত ক্লাউড ব্যবহার করবে।

গ্রামীণফোনের আবেদনের প্রেক্ষিতে, গত ১২/০৭/২০২২ তারিখে বিটিআরসির হতে Vo-Wifi সার্ভিসের প্রতিক্রিয়া, নিরাপত্তা, গ্রাহক উপযোগিতা সার্বিক দিক বিবেচনা করে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রামীণফোন লিমিটেডকে বিটিআরসির কার্যালয় এবং গ্রামীণফোনের প্রধান কার্যালয়ে (জিপি হাউস, বসুন্ধরা, ঢাকা) ০৩ মাসের জন্য Vo-Wifi এর পরীক্ষামূলক পরিচালনা করে Proof of Concept (POC) বিটিআরসির নিকট প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, বিটিআরসি'র

ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট রমনা ভবনে এবং জিপি হাউস, বারিধারায় POC সম্পন্ন করতঃ গ্রামীণফোনের POC রিপোর্ট বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত বিটিআরসি হতে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ০১/০৬/২০২৩ তারিখে এ বিষয়ে গ্রামীণফোনের প্রতিনিধি এবং ISPAB এর সাথে কমিটির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.১২। ISP ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ট্যারিফ প্রদান

বর্তমান সরকারের 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮' এর প্রতিশ্রুতি- “ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে” বাস্তবায়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত এবং গ্রাহকবান্ধব ইন্টারনেট ট্যারিফ প্রণয়নের নিমিত্ত ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক বিটিআরসি সারাদেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ট্যারিফ নির্ধারণ করে, যা ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। উল্লেখ্য ট্যারিফ প্রদানের সহিত গ্রাহক সেবা ও সেবার মান নিশ্চিত প্রয়োজনীয় 'Penalty' শর্ত সহ 'Grade of Service (GoS)' প্রদান করা হয়েছে, ফলে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি ও বজায় থাকবে। উক্ত জারিকৃত ট্যারিফের শর্তানুযায়ী সকল ISP প্রতিষ্ঠানকে কমিশন হতে প্রতিটি প্যাকেজ এবং উক্ত প্যাকেজের জন্য ট্যারিফ অনুমোদন নেবার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এপ্রেক্ষিতে সকল ISP প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কমিশন হতে সরকার নির্ধারিত ট্যারিফের অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.১৩। বেসরকারি IIG-দের ট্যারিফ প্রদান

সরকারের 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮' এর প্রতিশ্রুতি- “ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে” বাস্তবায়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত এবং গ্রাহক বান্ধব ইন্টারনেট ট্যারিফ প্রণয়নে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকল পক্ষের সম্মতিতে এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে বেসরকারি IIG-দের জন্য কমিশনকর্তৃক বিগত ১৪ আগস্ট, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে ট্যারিফ প্রণয়ন করা হয়। ট্যারিফের সহিত গ্রাহক সেবা ও সেবার মান নিশ্চিত প্রয়োজনীয় 'Penalty' শর্ত সহ Quality of Service & Experience-কে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি সেবার মানদণ্ড নির্ধারণে 'Grade of Service (GoS)' প্রদান করা হয়েছে। ট্যারিফটি ইতোমধ্যে বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে সকল অপারেশনাল বেসরকারি IIG প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কমিশন হতে সরকার নির্ধারিত ট্যারিফের অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.১৪। এনটিটিএন-দের ট্যারিফ প্রদান

সরকারের 'নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮' এর প্রতিশ্রুতি- “ইন্টারনেট ও মোবাইল ব্যবহারের মূল্য যুক্তিসঙ্গত পর্যায়ে নামিয়ে আনা হবে” বাস্তবায়নের জন্য একটি বাস্তবসম্মত এবং গ্রাহক বান্ধব ইন্টারনেট ট্যারিফ প্রণয়নে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সকল পক্ষের সম্মতিতে এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ইন্টারনেট সেবা প্রদানে বেসরকারি NTTN-দের জন্য কমিশন কর্তৃক বিগত ১৪ আগস্ট, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে ট্যারিফ প্রণয়ন করা হয়। ট্যারিফের সহিত গ্রাহক সেবা ও সেবার মান নিশ্চিত প্রয়োজনীয় 'Penalty' শর্ত সহ Quality of Service & Experience-কে বিবেচনায় নিয়ে প্রতিটি সেবার মানদণ্ড নির্ধারণে 'Grade of Service (GoS)' প্রদান করা হয়েছে। ট্যারিফটি ইতোমধ্যে বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে সকল অপারেশনাল বেসরকারি NTTN প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে কমিশন হতে সরকার নির্ধারিত ট্যারিফের অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.১৫। অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি-টিভি) পরিচালনার অনাপত্তি প্রদান

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে বিগত ০৭-১১-২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্রথমবারের মত ১৪টি প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি-টিভি) পরিচালনা করার নিমিত্ত শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন করা হয় এবং নিবন্ধনের শর্ত নং- (৬) 'প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিটিআরসিসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০' এবং 'ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন ২০১৮' সমূহের ধারা মোতাবেক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বা ভবিষ্যতে ডোমেইন বন্ধ বিবেচনা করে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন (আইপি-টিভি) হিসাবে নিবন্ধিত সকল প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে বিটিআরসি হতে অনাপত্তি/এনওসি প্রদান করা হচ্ছে।

৫.১৬। IP Based Video Program and Video-on-Demand (VoD) সেবা প্রদান

ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিভিশন সার্ভিস (IPTV) এর মাধ্যমে টেলিভিশন সম্প্রচারসমূহ ও অন্যান্য ভিডিও কন্টেন্টসমূহ TCP/IP প্রটোকল ব্যবহার করে Browser বা Application এর মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকল ধরনের IP ভিত্তিক ডাটা সার্ভিস (Streaming Service, IPTV, Video-on-Demand ইত্যাদি) ইন্টারনেট এবং টেলিযোগাযোগ ডাটা সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবে এবং আইএসপি (ISP) অপারেটররা এ ধরনের সকল সেবা প্রদান করতে পারবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, কমিশন সকল ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP) লাইসেন্সধারী অপারেটররা কেবলমাত্র কমিশনের অনুমতি সাপেক্ষে Streaming Service, IPTV, Video-on-Demand ইত্যাদি সেবা প্রদান করতে পারবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন/আইপি টেলিভিশন/অনলাইন রেডিও নিবন্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশন হতে প্রদত্ত আইপি (IP) ভিত্তিক ডাটা সার্ভিস হিসেবে IPTV সার্ভিস এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিবন্ধনকৃত অনলাইনভিত্তিক টেলিভিশন (টিভি-আইপি) এর নাম অনুরূপ যা সাধারণ জনগণের মনে বিভ্রান্তির উদ্বেক করে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ার প্রেক্ষিতে কমিশন হতে ISP লাইসেন্সী গ্রাহকদের জন্য অনুমোদিত আইপি ভিত্তিক ডাটা সার্ভিস হিসেবে 'IPTV' সার্ভিস এর নাম পরির্তন করে IP Based Video Program নামে সেবা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে ISP-সমূহের অনুকূলে পূর্বের প্রদানকৃত IPTV নামে সেবা প্রদানের অনুমোদন বাতিল করতঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে নতুন করে আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সিস্টেমস্ এন্ড সার্ভিসেস বিভাগ থেকে শর্তসাপেক্ষে পরীক্ষামূলকভাবে IP Based Video Program এবং Video-on-Demand সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী ISP অপারেটর কর্তৃক IP Based Video Program বা Video on Demand (VoD) সেবা প্রদানের নিমিত্ত কমিশন হতে একটি নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.১৭। বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum আয়োজন

বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (BIGF) ও বিটিআরসি'র যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৬-২৭ আগস্ট, ২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২য় বারের মতো ইন্টারনেট বিশ্বের অংশীজনের অংশগ্রহণে 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum আয়োজিত হয়। বিগত ২৬ আগস্ট, ২০২২ তারিখে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং বিআইজিএফ'র চেয়ারম্যান হাসানুল হক ইনু অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে শুরু হওয়া 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার মহোদয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান জনাব সুরত রায় মৈত্র উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, Bangladesh Internet Governance Forum (BIGF) ইন্টারনেট সেবা, সেবা সংক্রান্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি, ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত জাতিসংঘের একটি সংস্থা যা Internet Governance Forum (IGF) সহ APNIC, SENF ও ICANN সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। IGF/BIGF-এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নিয়মিতভাবে বাংলাদেশে School শিক্ষার্থীদের জন্য bdSIG, যুব সমাজের জন্য Youth IGF সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও, BIGF ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের সাথে কাজ করে থাকে।

ঢাকার CIRDAP International Conference Centre (CICC), Chameli House, 17 Topkhana Road-এ দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এবারের 2nd Bangladesh Youth Internet Governance Forum-এ বিটিআরসি'র বিভিন্ন বিভাগের মোট ২২ জন কর্মকর্তাসহ প্রায় ১৮০ (একশত আশি) জন ফেলো অংশগ্রহণ করেন। বর্ণিত আয়োজনে সর্বস্তরের তরুণদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আইওটি, ব্লকচেইন, ডাটা মাইনিং ও ডাটা গভর্নেন্স এর মতো এমার্জিং টেকনোলজি ব্যবহার করে গুড গভর্নেন্স, স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট গভর্নেন্স, স্মার্ট সোসাইটি ও স্মার্ট ইকোনমি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালে বাংলাদেশকে সত্যিকারের স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে সে সকল টেকনোলজি নিয়ে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হয়। আয়োজিত কর্মশালার কিছু স্থির চিত্র:



চিত্র-১



চিত্র-২



চিত্র-৩



চিত্র-৪

৫.১৮। “ইন্টারনেটকে শিশুদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতন করতে বিটিআরসি ও সিসিমপুর যৌথভাবে ‘প্যারেন্টাল ম্যানুয়াল’ প্রকাশ সংক্রান্ত

ইন্টারনেটকে শিশুদের জন্য নিরাপদ করার লক্ষ্যে অভিভাবকদের সচেতন করতে যৌথভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ও সিসিমপুর। ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আগে থেকেই প্যারেন্টাল গাইডলাইন বাধ্য করেছিল বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এবার সিসিমপুরের সঙ্গে যৌথভাবে ‘প্যারেন্টাল ম্যানুয়াল’ প্রকাশ করেছে বিটিআরসি। বিগত ১৭ ফেব্রুয়ারি অমর একুশে বইমেলা-২০২৩ এ শিশু চহরের সিসিমপুর কিডস কর্নার মঞ্চে অভিভাবকদের জন্য এই নির্দেশিকার উদ্বোধন করেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর সিকদার মহোদয়। শিশুদের জন্য ইন্টারনেটে ঝুঁকির নানা দিক চিহ্নিত করার পাশাপাশি অভিভাবকেরা কীভাবে এসব বিষয় থেকে সন্তানদের নিরাপদে রাখবেন, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে দেশের বিভিন্ন স্কুলে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য এটি প্রস্তুত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকাশিত প্যারেন্টাল ম্যানুয়ালটি বিটিআরসির ওয়েবসাইট ও সিসিমপুরের অ্যাপেও পাওয়া যাবে। আয়োজিত অনুষ্ঠানের কিছু স্থির চিত্র:



চিত্র-১



চিত্র-২

৫.১৯। গণশুনানি-২০২২

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ধারা ৮৭ (১) এ গণশুনানি ও উহার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত ধারা অনুযায়ী কমিশন প্রয়োজনবোধে গণশুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়াও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনায়, প্রত্যেক দপ্তর/ সংস্থার অধীনে গণশুনানির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উল্লেখিত আইন অনুযায়ী যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে গণশুনানি আয়োজন করা হয়েছে। “টেলিযোগাযোগ সেবা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম” শীর্ষক গণশুনানি ৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে চট্টগ্রামস্থ রেডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ হোটেলে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘জুম’ এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত গণশুনানিতে বিটিআরসি’র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বপ্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের মহাপরিচালকগণ অনলাইনে নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এছাড়াও টেলিযোগাযোগ সংশ্লিষ্ট সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, ফোন ব্যবহারকারী, ভোক্তা অধিকার সংস্থা, পেশাজীবী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মোবাইল ফোন গ্রাহক এ্যাসোসিয়েশন, বিটিআরসি’র লাইসেন্সধারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তাদের এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সাধারণ ভোক্তাগণ গণশুনানিতে উপস্থিত ছিলেন। গণশুনানি আয়োজনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর

বিটিআরসি’র ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করেছিলেন অসম্পূর্ণ নিবন্ধন ৫৫৫ জনসহ সর্বমোট ৮৪৮ জন। সঠিক প্রক্রিয়ায় নিবন্ধনকারী মোট ২৯৩ জন এর মধ্যে সশরীরে ১৮২ জন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ‘জুম’ এ ৯৪ জন এবং উপস্থিতির মাধ্যম উল্লেখ বিহীন এর সংখ্যা ছিল ১৭ জন। সঠিক নিবন্ধনকারীর মধ্যে সশরীরে ৩২ জন, জুম প্ল্যাটফর্মে ১২ জনকে চূড়ান্তনির্বাচন করা হয়। চূড়ান্ত নির্বাচিত নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীর মধ্যে সশরীরে ৯ জন, ‘জুমে’ ৫ জন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ফেসবুক লাইভে অংশগ্রহণকারীর মধ্যে ০৪ জনসহ মোট ১৮ জনের প্রশ্নের জবাব প্রদান করা হয়। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রেরিত প্রশ্নসমূহের মধ্যে মোবাইল অপারেটরদের দুর্বল নেটওয়ার্ক ও ইন্টারনেট স্পিড, বিভিন্ন প্যাকেজ (ভয়েস, ডাটা ব্যান্ডেল) এবং উহার মূল্য সম্পর্কে অভিযোগ ছাড়াও পে পার ইউজ, সাইবার অপরাধ, মোবাইল ফোনে হামকি, ফেসবুক ব্যবহারে নিরাপত্তা, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস, ফাইভ-জি, অ্যামেচার রেডিও সার্ভিস, মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি, মোবাইল অপারেটরদের কল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টেলিকম সেবা প্রদানকারী লাইসেন্সিদের সেবা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত ছিল। গ্রাহকদের উত্থাপিত প্রশ্ন এবং সম্পূর্ণক অন্যান্য সকল বিষয়সমূহ সময় স্বল্পতার কারণে উত্তর প্রদান করা সম্ভব না হলেও সময়ে সময়ে গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য প্রদান করবে মর্মে কমিশন কর্তৃক গণশুনানিতে উপস্থিত সকলকে জানানো হয়।



চিত্র ২.৭: গণশুনানি-২০২২ অনুষ্ঠানের ছবি

৫.২০। তথ্য অধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আন্তর্জাতিকভাবেও ২৮ সেপ্টেম্বর পালন করা হয় তথ্য অধিকার দিবস। সরকার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে কারণ জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা হলে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সংবিধিবদ্ধ সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে। দুর্নীতি হ্রাস পাবে ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে গৃহীত উদ্যোগসমূহ

প্রশিক্ষণ: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে কমিশনের সকল বিভাগ/শাখা হতে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে মোট ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রতি গ্রুপে ৩৫ জন করে ০৩ (তিন) টি গ্রুপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বর্ণিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উপসচিব (টেলিকম) অতিরিক্ত দায়িত্ব জনাব এম.এম. তারিক কে মনোনয়ন প্রদান করা হয় এবং তিনি উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এসএস বিভাগের মহা-পরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি মহোদয় প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিটিআরসি'র তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা এসএস বিভাগের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মিরাজুল ইসলাম প্রশিক্ষণের বিষয়ে সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন।



চিত্র ২.৮: তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ

তথ্য প্রদান: কমিশন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নির্ধারিত ছক মোতাবেক তথ্য চেয়ে নাগরিক আবেদনের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা উপ-পরিচালক (এসএস) জনাব মো: মিরাজুল ইসলাম এর মাধ্যমে উক্ত তথ্যের জবাব নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদান করা হয়।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম: তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ এবং কার্যক্রমের অংশ হিসাবে কমিশনের সাথে সংশ্লিষ্ট মোবাইল অপারেটরসমূহ, অ্যাসোসিয়েশন অফ মোবাইল টেলিকম অপারেটরস অফ বাংলাদেশ (এমটব), আইজিডব্লিউ অপারেটরস ফোরাম (আইওএফ), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (আইএসপিএবি), অ্যাসোসিয়েশন অফ আইসিএক্স অপারেটর অফ বাংলাদেশ (এআইওবি), ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (আইআইজিএবি), এসএমএস এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস প্রোভাইডার অফ বাংলাদেশ (এসআইএসপিএবি) ও ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ভিটিএসপিএবি)-কে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।

স্পেকট্রাম বিভাগ

১। ভূমিকা

প্রযুক্তির ক্রমবিকাশের সাথে সাথে বেতার-যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ব্যাপকতা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে অনায়াসে তথ্য স্থানান্তর করা হয়ে থাকে। ট্রান্সমিটার এর মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ প্রয়োজনীয় তথ্য সমেত মডুলেশন (Modulation) করত: সিগন্যাল আকারে উৎস হতে গন্তব্যের দিকে প্রেরণ করা হয় এবং রেডিও রিসিভার এন্টেনার সাহায্যে উক্ত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর পুনরায় ডিমডুলেশন করত: প্রয়োজনীয় তথ্য পুনরুদ্ধার করা হয়। কৃত্রিমভাবে তৈরিকৃত বেতার তরঙ্গ মোবাইল টেলিযোগাযোগ, বেতার যোগাযোগ, সম্প্রচার, রাডার ও অন্যান্য দিকনির্দেশনা ব্যবস্থা, কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে যোগাযোগ, তারবিহীন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইত্যাদি অসংখ্য কাজে ব্যবহৃত হয়। বেতার তরঙ্গ (Spectrum) আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রায় অপরিহার্য হয়ে ওঠা মোবাইলফোন এর মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ

ব্যবহার করে আমরা প্রতিনিয়ত মোবাইল কল, এসএমএস, ও ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করে থাকি। প্রচলিত বিনোদন যন্ত্র তথা রেডিও, টেলিভিশন-এর জন্য অডিও ও ভিডিও তথ্য প্রেরণে ইহা প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হচ্ছে। স্যাটেলাইট যোগাযোগ, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি), মহাকাশ ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, জিপিএস ট্র্যাকিং, বিমান ও নৌযানের যোগাযোগ, প্রভৃতি নানাবিধ সেক্টরে বেতার তরঙ্গ ব্যবহৃত হচ্ছে। ৫ম প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি চালু হলে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় তরঙ্গের ব্যবহার নিশ্চিতরূপে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। বেতার তরঙ্গ (Spectrum) একটি অতি মূল্যবান, সীমাবদ্ধ এবং সীমিত জাতীয় সম্পদ। দেশ ও দেশের বাহিরে এ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার (গবেষণা, ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়পূর্বক বিটিআরসির স্পেকট্রাম বিভাগ নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে কার্যক্রম পরিচালনা করছে:



২। এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্পেকট্রাম বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

ক্রম	বিবরণ
০১	5G তরঙ্গ নিলাম/ গাইডলাইন প্রণয়ন/ পরীক্ষামূলকভাবে চালুকরণ।
০২	তরঙ্গের মূল্য নির্ধারণে রেট লিস্ট হালনাগাদকরণ।
০৩	রেডিও ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতির মান নির্ধারণের জন্য টেস্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেশন ল্যাব স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।
০৪	WRC-2023 এর মাধ্যমে রেডিও রেগুলেশন সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাবনা উপস্থাপন।
০৫	মোবাইল অপারেটরদের লাইসেন্সিং গাইডলাইন ইউনিফিকেশন কার্যক্রম।
০৬	মোবাইল হ্যান্ডসেট কারখানার উৎপাদিত হ্যান্ডসেটের মান নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত কারখানা পরিদর্শন এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ
০৭	শুধুমাত্র 3G প্রযুক্তি সম্মিলিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের স্থানীয়ভাবে উৎপাদন/সংযোজন এবং আমদানি বন্ধকরণ।
০৮	ল্যান্ডিং রাইটস নীতিমালা সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
০৯	BWA সেবা প্রদানের লক্ষ্যে BIEL এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করা হয়, যা গ্রামীণফোন ও রবি'র অনুকূলে বরাদ্দের প্রক্রিয়া চলমান।
১০	স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটির সুপারিশ ও কমিশন সভার অনুমোদনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি/ স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দকরণ।
১১	তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
১২	অ্যামেচার রোডও লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ।

৩। স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা বিভাগের কার্যক্রমের পরিধি

তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কাজ কমিশনের এই শাখা করে থাকে। নিম্নে স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট শাখার কার্যক্রমসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. বেতার ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ এবং রেট লিস্ট অনুসরণে বেতার ফ্রিকোয়েন্সির মূল্য নির্ধারণ করা।
২. বরাদ্দকৃত বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ এবং উহা বাতিল বা সংশোধন করা।
৩. বেতার যন্ত্রপাতি বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতির ব্যাপারে প্রয়োজ্য কারিগরি মান নির্ধারণ এবং সংশ্লিষ্ট কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ ইস্যু করা।
৪. বিভিন্ন লাইসেন্সধারী ও সংস্থার ব্যবহার্য বেতার যন্ত্রপাতি ও সেবার জন্য বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের পদ্ধতি ও সময়সীমা নির্ধারণ করা।
৫. বেতার ফ্রিকোয়েন্সি আন্তর্জাতিক ও বহুমুখী ব্যবহারের সমন্বয় সাধন ও উহার খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন, এবং উহা অনুমোদনের জন্য কমিশনের নিকট উপস্থাপন করা।
৬. বিভিন্ন ব্যান্ডে বেতার ফ্রিকোয়েন্সির যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নততর তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যান্ডসমূহ ব্যবহারের বিষয় পুনরীক্ষণ করা।
৭. বরাদ্দকৃত বেতার তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন ও প্রবিধানের বিধানাবলী পালিত হচ্ছে কিনা তা পরিবীক্ষণ এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে কোন কিছু করণীয় থাকলে সে বিষয়ে কমিশনের নিকট সুপারিশ করা।
৮. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বেতার তরঙ্গ বরাদ্দ বা বাতিল করা।

৯. বরাদ্দকৃত বেতার তরঙ্গে পরিচালিত বেতারযন্ত্রের কাস্টম ছাড়পত্র প্রদান ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।
১০. বেতারযন্ত্র আমদানি বা উৎপাদনের প্রয়োজনীয় সনদপত্র প্রদান।
১১. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট সনদ ইস্যু করা।
১২. ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল প্রস্তুতকরণ এবং সময়ের সাথে তা সংস্কারকরণ।
১৩. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সহ সকল স্যাটেলাইট ও টেরেস্ট্রিয়াল রেডিও কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রদানে তরঙ্গ বরাদ্দ করা।
১৪. Direct to Home (DTH) সেবা প্রদানের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ এবং আর্থস্টেশন ও বেতার যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান।
১৫. এছাড়া Automated Spectrum Management System (ASMS) স্থাপন প্রক্রিয়াকরণ, NOC Automation and IMEI Database System (NAID) প্রণয়ন, National Equipment Identity Register (NEIR) চালু, ইত্যাদি।

৪। ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান

বেতার তরঙ্গ (Spectrum) একটি মূল্যবান সীমিত জাতীয় সম্পদ, তথাপি এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের পরিসর ব্যাপক। পৃথিবীর সকল দেশেই বেতার তরঙ্গের চাহিদা অনেক বেশী। কিন্তু একই তরঙ্গ বিভিন্ন দেশে বা বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা হলে তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় প্রযুক্তি ভিত্তিক তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি দেশেরই একটি সুনির্দিষ্ট তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা থাকে। উক্ত পরিকল্পনাই ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) নামে পরিচিত। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পরে ২০০৪ সালে বিশ্ব-ব্যাংকের সহায়তা পুষ্ট “স্ট্রিংদেনিং দি রেগুলেটরি ক্যাপাসিটি অব বিটিআরসি” নামক প্রকল্পের অর্থায়নে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইন্টারকানেস্ট কমিউনিকেশনস এর সাহায্যে প্রথমবারের মত ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু প্রযুক্তির পরিবর্তনের কারণে এবং

বেতার তরঙ্গের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১০ সালে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক অপর একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হেলিয়াস টেকনোলজি লিঃ এর সহায়তায় ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান সংশোধন করা হয়েছে। পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আইটিইউ’র বিশেষজ্ঞের সহায়তায় তৃতীয় বারের মত এনএফএপি সংস্কার করা হয়। সেই সময়ে ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যানকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান থেকে ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল কে পৃথক করা হয়। আইটিইউ এর রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী এনএফএপি’তে ৯ কিলোহার্জ থেকে ২৭৫ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ ব্যান্ডকে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে এনএফএপিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করার মাধ্যমে তরঙ্গের যথাযথ ও যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে।

নিচে ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিলের কিছু তথ্য তুলে ধরা হল:

890-942 MHz

Allocation to services by ITU			National	Usage
Region 1	Region 2	Region 3	Allocations	
790-862 FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.316B 5.317A BROADCASTING 5.312 5.319			758-890 (CIVIL) FIXED MOBILE <u>5.313A</u> 5.317A	1. FD-IMT in the bands: 703 – 748 MHz (UL) paired with 758 – 803 MHz (DL), 806 – 821 MHz (DL) paired with 847 – 862 MHz (UL) and 824 – 845 MHz (UL) paired with 869 – 890 MHz (DL)
862-890 FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.317A BROADCASTING 5.322	806-890 FIXED MOBILE 5.317A BROADCASTING	5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320	5.311A 5.320 BGD06	2. Non-IMT IoT in the band 863 – 868 MHz 3. Reserved band 824 – 825 MHz paired with 869 – 870 MHz (GOVT) 4. Duplex operation mode PMR in the band 821 – 824 MHz paired with 866 – 869 MHz 5. Radio microphones and other similar SRDs in 470 – 786 MHz 6. Non-specific SRD in 863 – 876 MHz 7. Alarm application SRD in 868.6– 869.7MHz 8. Tracking, Tracing and Data Acquisition; and TTT (Transport and Traffic Telematics) types SRD in 870-875.6 MHz
5.319 5.323	5.317 5.318			
890-942 FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.317A BROADCASTING 5.322 Radiolocation 5.323	890-902 FIXED MOBILE except aeronautical mobile 5.317A Radiolocation 5.318 5.325	890-942 FIXED MOBILE 5.317A BROADCASTING Radiolocation 5.327	890-942 (CIVIL) FIXED MOBILE 5.317A BGD06	1. FD-IMT in the band 890 – 915 MHz paired with 935 – 960 MHz 2. Non-IMT IoT in the band 915 – 918 MHz 3. Non-specific SRD in 915 – 921 MHz

৫। তরঙ্গ বরাদ্দ সংক্রান্ত কার্যক্রম

তরঙ্গ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত দরখাস্ত ফরম পূরণ পূর্বক সকল প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ কমিশনে আবেদন করতে হয়। পরবর্তীতে উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে এনএফএপি পর্যালোচনা করে তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়ে মতামতের জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন, ২০০১ এর ৫৬(১) ধারা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিটিআরসি'র প্রতিনিধিসহ ১৩ (তের) সদস্য নিয়ে গঠিত স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটি (এসএমসি) এর সভায় উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনার উক্ত কমিটির আহবায়ক ও মহাপরিচালক, স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য-সচিব। এসএমসি সভার সুপারিশক্রমে বিষয়টি কমিশন সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ অনুযায়ী তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদানের একক এখতিয়ার কমিশনের। কমিশনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আবেদনকারীর অনুকূলে প্রয়োজনীয় ফি আদায়ে D/N জারি ও পরিশোধের ভিত্তিতে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ৩ আগস্ট ২০২২, ১০ নভেম্বর ২০২২ এবং ১২ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে ০৩ (তিন) টি এসএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। টেরেস্ট্রিয়াল টেলিযোগাযোগ সেবা

আইটিইউ কর্তৃক প্রণীত রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী স্পেস রেডিও কমিউনিকেশন বা রেডিও এ্যান্টেননিমি ব্যতীত অন্য সকল ধরনের বেতার যোগাযোগ টেরেস্ট্রিয়াল বেতার যোগাযোগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল টেরেস্ট্রিয়াল রেডিও কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রচলিত রয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৬.১। 2G ও 3G সেলুলার মোবাইল সার্ভিস

গত শতাব্দির শেষ দশকে দেশে সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসের প্রবর্তনের সময় থেকে ৮২৫-৮৪৫/৮৭০-৮৯০, ৮৮৫-৮৯০/৯৩০-৯৩৫, ৮৯০-৯১৫/৯৩৫-৯৬০ ও ১৭১০-১৭৮৫/১৮০৫-১৮৮০ মেগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ 2G প্রযুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকগণ ভয়েজ কল এর পাশাপাশি নিম্নগতির ডাটা সার্ভিস ব্যবহার করতে পারেন। উচ্চগতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসকে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে 3G প্রযুক্তির দ্বারা সেবা প্রদানের জন্য ০৫ (পাঁচ) টি মোবাইলফোন অপারেটর এর অনুকূলে ১৯২০-১৯৮০/২১১০-২১৭০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৩৫ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার ফলে অধিকাংশ 3G মোবাইলফোন অপারেটর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তাদের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সক্ষম হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের সকল জেলা শহর সহ অন্যান্য অঞ্চলেও 2G মোবাইলফোন সেবার পাশাপাশি 3G মোবাইলফোন সেবাও পাওয়া যাচ্ছে। 3G গ্রাহকগণ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সহ মোবাইলে টিভি দেখা, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও অন ডিমান্ড সেবা গ্রহণ করছেন।

৬.২। দেশে 4G/এলটিই-এডভান্স সার্ভিসের প্রবর্তন

বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ বিবেচনা করে বাংলাদেশেও 4G/এলটিই-এডভান্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রণীত গাইডলাইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত অপারেটরগণ প্রথম পর্যায়ে লাইসেন্স প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে সকল বিভাগীয় শহরে, দ্বিতীয় পর্যায়ে ২৪ (চব্বিশ) মাসের মধ্যে ৩০ শতাংশ জেলা শহরে এবং তৃতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ৩৬ (ছত্রিশ) মাসের মধ্যে দেশের সকল জেলা শহরে 4G/এলটিই-এডভান্স নেটওয়ার্ক স্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, দেশের জনসাধারণ যেন সর্বোত্তম 4G/এলটিই-এডভান্স প্রযুক্তির সর্বোত্তম সেবা গ্রহণ করতে পারে সে লক্ষ্যে ৯০০, ১৮০০ এবং ২১০০ মেঃহাঃ ব্যান্ডের অবরাদ্দকৃত তরঙ্গ অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে এ সকল ব্যান্ডের নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। গত ৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি প্রতিযোগিতামূলক অকশন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিলামে নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ১৫ বছরের জন্য এই তরঙ্গের মূল্য ভ্যাট সহ ৯৬৫.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, বাংলাদেশি টাকায় যার পরিমাণ ৮,১৮৭.৫৩/- কোটি টাকা। এছাড়াও গত ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নিলামে গ্রামীণফোন লিমিটেড ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৬০.০০ মেগাহার্টজ, রবি আজিয়াটা

লিমিটেড ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৬০.০০ মেগাহার্টজ, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৪০.০০ মেগাহার্টজ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৩০.০০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দ গ্রহণ করেছে। ১৫ বছরের জন্য যার মূল্য ১.২৩৫ (ভ্যাট ব্যতীত) বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি টাকায় ১০ হাজার ৬৪৫.৭০ কোটি টাকা। 2G/3G এর পাশাপাশি 4G/এলটিই-এডভান্স সেবা প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে দেশের শহর অঞ্চলের ন্যায় দুর্গম অঞ্চল সমূহও হাইস্পিড মোবাইল ব্রডব্যান্ড সেবার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

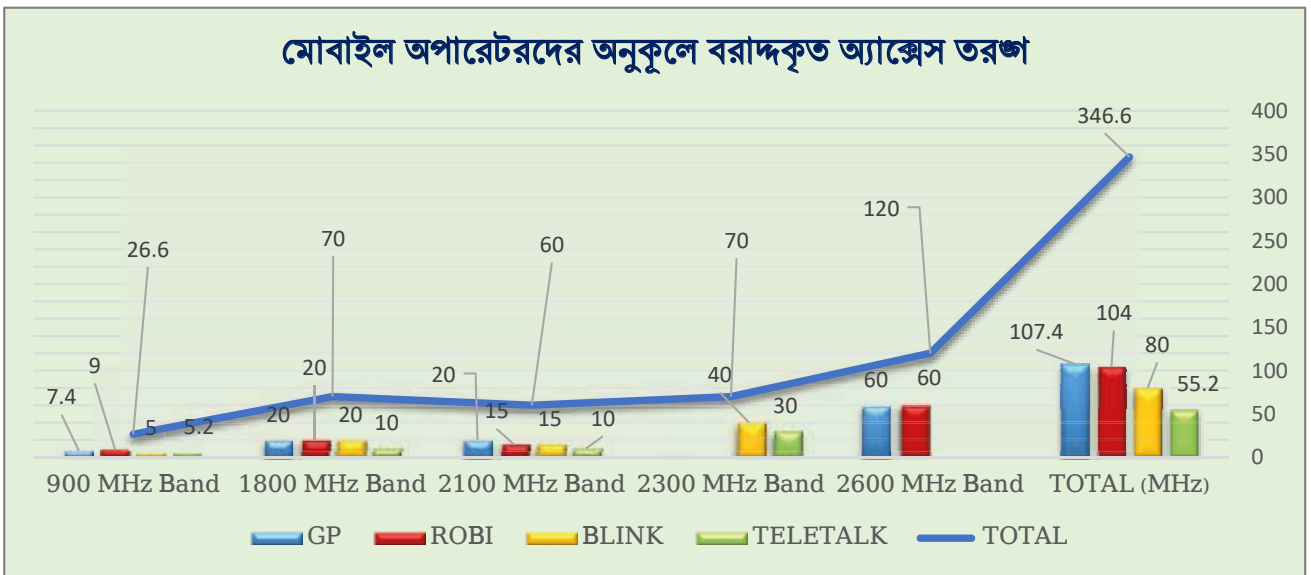
৬.৩। IMT ব্যান্ডে Technology Neutrality সুবিধা প্রদান

দেশের মোবাইলফোন অপারেটরদের অনুকূলে ইতোপূর্বে বরাদ্দকৃত IMT ব্যান্ডে Technology Neutrality সুবিধা অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ-বছরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। Technology Neutrality সুবিধা প্রদানের ফলে তরঙ্গের Spectral efficiency বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অপারেটরসমূহ স্বল্প বিনিয়োগে একই ব্যান্ডে উচ্চতর প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সেবা গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে পারছে।

৬.৪। মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অ্যাকসেস তরঙ্গের বর্তমান অবস্থা

৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে সর্বশেষ আইএমটি তরঙ্গ নিলামের পর বাংলাদেশে বর্তমানে অপারেশনাল ৪ (চার) টি মোবাইল অপারেটর এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গের পরিমাণ প্রায় ৩৫০ মেগাহার্টজ। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন করে কোন তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয় নাই। এক্ষণে, অপারেটরভেদে তরঙ্গের পরিমাণ নিম্নরূপ:

মোবাইল অপারেটর	৯০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড-এ বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (মে:হা:)	১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড-এ বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (মে:হা:)	২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড-এ বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (মে:হা:)	২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড-এ বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (মে:হা:)	২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড-এ বরাদ্দকৃত তরঙ্গ (মে:হা:)	মোট (মে:হা:)
গ্রামীণফোন	৭.৪	২০.০	২০.০	০.০	৬০.০	১০৭.৪
রবি আজিয়াটা	৯.০	২০.০	১৫.০	০.০	৬০.০	১০৪.০
বাংলালিংক	৫.০	২০.০	১৫.০	৪০.০	০.০	৮০.০
টেলিটক	৫.২	১০.০	১০.০	৩০.০	০.০	৫৫.২
মোট (মেঃহাঃ)	২৬.৬	৭০.০	৬০.০	৭০.০	১২০.০	৩৪৬.৬

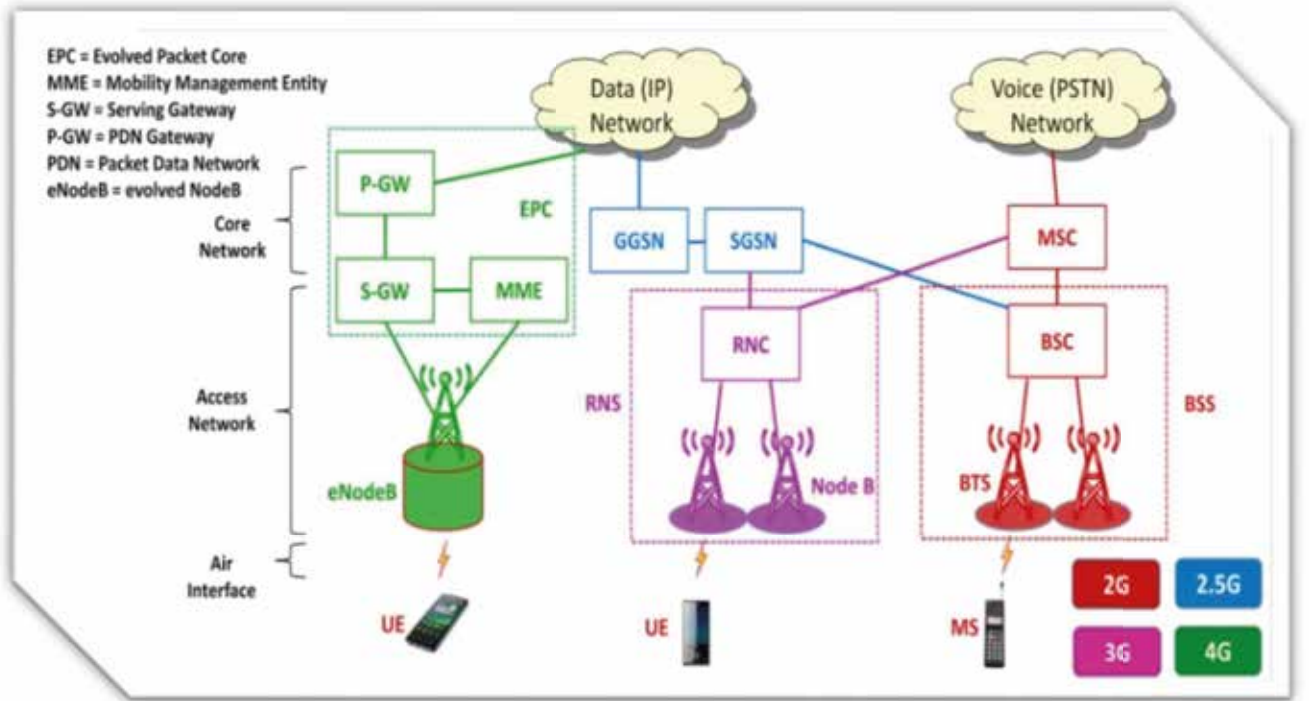


লেখচিত্র ৩.১ : বিভিন্ন ব্যান্ডে অপারেটরভিত্তিক তরঙ্গের অবস্থা

৬.৫। বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ ও বর্তমান অবস্থা এবং 5G বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি

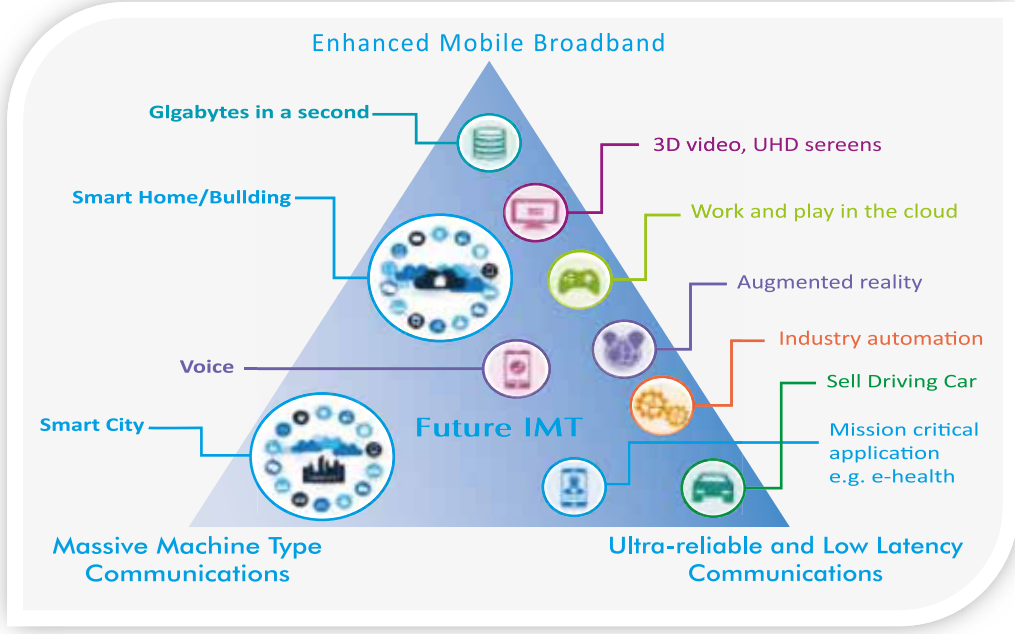
বাংলাদেশে মোবাইল প্রযুক্তির শুরুর দিকে তথা ১৯৯৬ সালে জনসাধারণের মাঝে সুলভ মূল্যে এবং দ্রুত মোবাইল ফোনের সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে তিনটি অপারেটরকে বিনা মূল্যে 2G তরঙ্গ প্রদান করা হয়। ২য় প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে গ্রাহকগণ ভয়েজ কল এর পাশাপাশি নিম্নগতির ডাটা সার্ভিস ব্যবহার করতে পারতেন। উচ্চগতি সম্পন্ন মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিসকে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সালে 3G প্রযুক্তির দ্বারা সেবা প্রদানের জন্য ০৫ (পাঁচ) টি মোবাইলফোন অপারেটরের অনুকূলে প্রথমবারের মত প্রতিযোগিতামূলক নিলামের মাধ্যমে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়। 3G গ্রাহকগণ উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার সহ মোবাইলে টিভি দেখা, ভিডিও কনফারেন্সিং, ভিডিও অন ডিমান্ড সেবা গ্রহণ করছেন।

২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে দেশের মোবাইলফোন অপারেটরদের অনুকূলে ইতোপূর্বে তরঙ্গে প্রযুক্তি নিরপেক্ষতার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে তরঙ্গের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং অপারেটরসমূহ স্বল্প বিনিয়োগে একই ব্যান্ডে অনুমোদিত প্রযুক্তি সেবা প্রদানের সুযোগ পায়। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান বিকাশ বিবেচনা করে বাংলাদেশেও 4G/এলটিই-এডভান্স সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তারিখে গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত ও দূর্গম অঞ্চলের জনসাধারণের জন্য হাইস্পিড মোবাইল ব্রডব্যান্ড সার্ভিস ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।



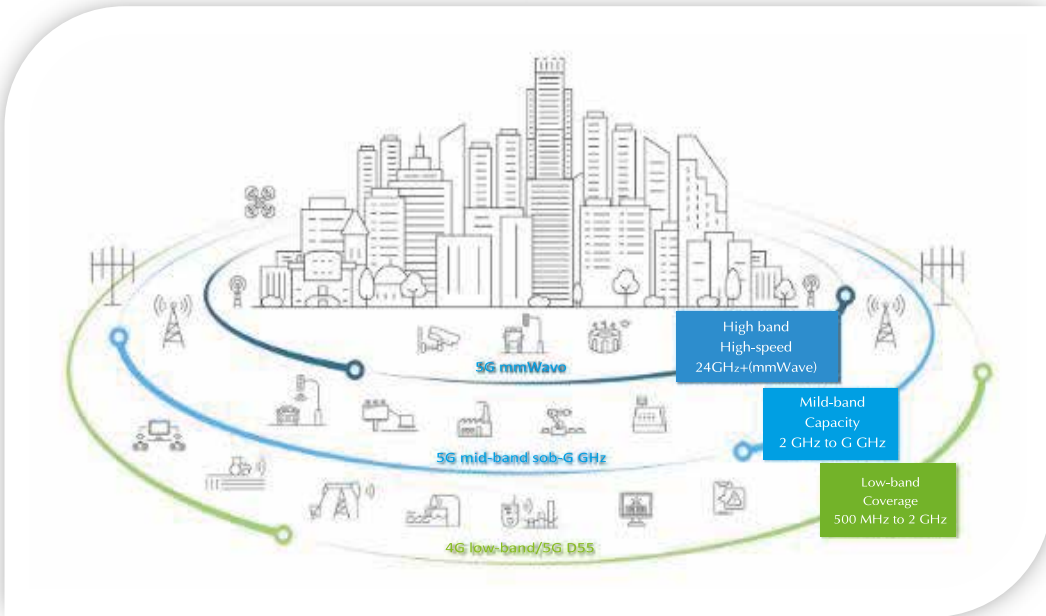
লেখচিত্র ৩.২: মোবাইল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার

বিশ্বের বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক ও প্রযুক্তি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো 5G তথা মোবাইল ব্রডব্যান্ড, আইওটি এবং অধিক নির্ভরযোগ্য ও নিম্নতর বিলম্বের নেটওয়ার্ক তৈরির ধারণাগুলোর প্রায়োগিক দিকসমূহ বিবেচনায় নিয়ে নানামুখী সেবার বাণিজ্যিক বাস্তবায়নে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন যাকে “৪র্থ শিল্পবিপ্লব (4IR)” হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল বহু দেশ ইতোমধ্যে বাণিজ্যিকভাবে ও পরীক্ষামূলকভাবে 5G চালু করেছে।



লেখচিত্র ৩.৩: 5G সেবার হাই লেভেল ভিশন

৮ মার্চ ২০২১ তারিখে একটি প্রতিযোগিতামূলক অকশন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ১৮০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৭.৪ মেগাহার্টজ ও ২১০০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ২০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ৫ বছর ৭ মাস ০২ দিনের জন্য গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংকের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ইহা অদ্যাবধি বাংলাদেশের সফলতম তরঙ্গ নিলাম, যেখানে নিলামে প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ তরঙ্গ পরিকল্পনা মাফিক বরাদ্দ করা গেছে। ২০১৮ সালে 4G চালুর পর হতে ধাপে ধাপে 4G মোবাইল সেবার মানকে সর্বোচ্চ উৎকর্ষতায় উন্নীত করতে সর্বশেষ তরঙ্গ নিলাম ছিল একটি মাইলফলক, যা বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের মোবাইল ইকোসিস্টেমের স্ট্যান্ডার্ডকে উন্নত করেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের মোবাইল প্রযুক্তি তথা 5G চালুর দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

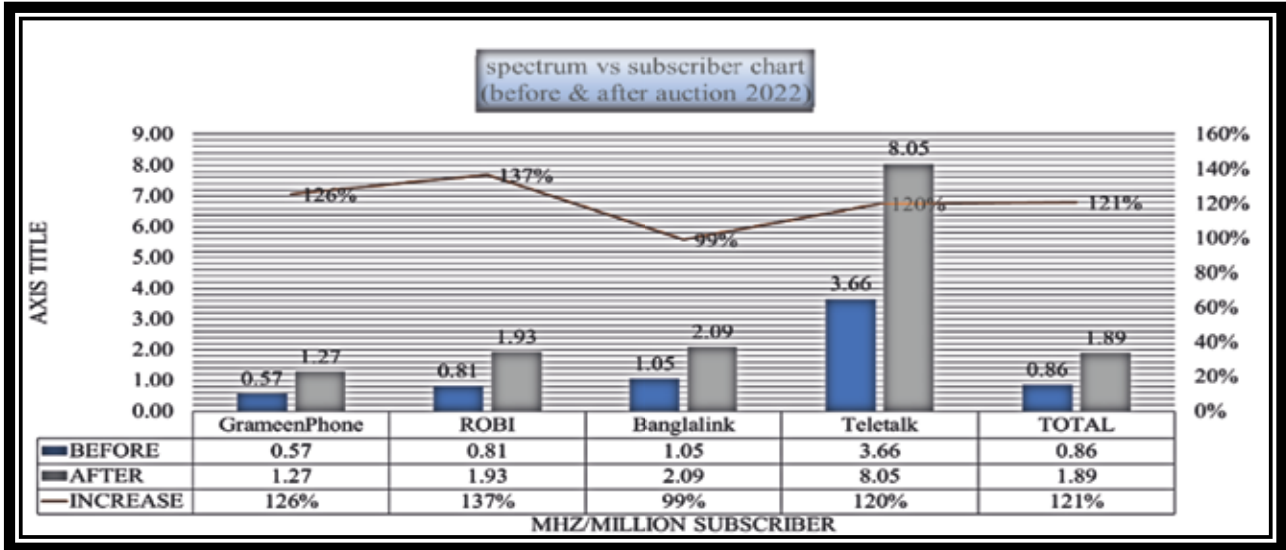


লেখচিত্র ৩.৪: 5G তরঙ্গ ব্যান্ড ব্যবস্থাপনা/ বণ্টন (হাই কাভারেজ ও লো ক্যাপাসিটি; মিডিয়াম ক্যাপাসিটি ও মিডিয়াম কাভারেজ এবং লো কাভারেজ ও হাই ক্যাপাসিটি)

বাংলাদেশে 5G সেবা চালুর জন্য ২.৩ গিগাহার্টজ, ২.৬ গিগাহার্টজ ও ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ড ৩টি নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের সকল মোবাইল অপারেটর প্রতিনিধিগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার কমিশন কর্তৃক ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১০০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজের ১০টি ব্লক) এবং ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের বরাদ্দযোগ্য ১২০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজের ১২টি ব্লক) এর তরঙ্গ নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে গ্রামীণফোন লিমিটেড ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৬০.০০ মেগাহার্টজ, রবি আজিয়াটা লিমিটেড ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৬০.০০ মেগাহার্টজ, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৪০.০০ মেগাহার্টজ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড ২.৩ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে ৩০.০০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দ গ্রহণ করেছে। অপারেটররা ২.৩ গিগাহার্টজ ও ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে 4G সেবা প্রদান শুরু করেছে।

২০২২ এর তরঙ্গ নিলামের পর উল্লেখযোগ্য রাজস্ব অর্জনের পাশাপাশি বাংলাদেশে মোবাইল অপারেটরদের মোট অ্যাক্সেস তরঙ্গের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় ১২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা মোবাইল সেবার মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, বর্তমানে ২.৩ গিগাহার্টজ, ২.৬ গিগাহার্টজ ও ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে বরাদ্দযোগ্য তরঙ্গের মোট পরিমাণ ৩৭০ মেগাহার্টজ। এছাড়া, ৭০০ মেগাহার্টজ ও ৮৫০ মেগাহার্টজ ব্যান্ড হতেও তরঙ্গ বরাদ্দের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যা মোবাইল সেবার মান বৃদ্ধিতে বাজার চাহিদা অনুযায়ী যথাসময়ে বরাদ্দ করা হবে

মোবাইল অপারেটর →	গ্রামীণফোন	রবি	বাংলালিংক	টেলিটক	মোট
২০২২ এর নিলামের পূর্বে তরঙ্গের পরিমাণ (MHz)→	৪৭.৪	৪৪.০	৪০.০	২৫.২	১৫৬.৬
২০২২ এর নিলামের পর তথা ২০২২-২৩ অর্থবছরে তরঙ্গের পরিমাণ (MHz)→	১০৭.৪	১০৪.০	৮০.০	৫৫.২	৩৪৬.৬



লেখচিত্র ৩.৫: ২০২২ এর স্পেকট্রাম নিলামের পর তথা ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রতি মিলিয়ন গ্রাহকে স্পেকট্রাম বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১২১ শতাংশ

উল্লেখ্য, মোবাইল হ্যান্ডসেটের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে মানসম্পন্ন মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন/সংযোজন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সহজলভ্যকরণ, জাতীয় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্ত স্থানীয়ভাবে 2G, 3G ও 4G মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদন করা হচ্ছে, যা সমায়ানুগভাবে 5G সেট প্রস্তুতেও সক্ষম হবে। পাশাপাশি, মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যন্ত্রপাতি স্থানীয়ভাবে সংযোজন ও উৎপাদন কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা বিভিন্ন সেলুলার ও নন-সেলুলার আইওটি ডিভাইস দেশে উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

5G'র ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত অ্যাকসেস তরঙ্গের অ্যাভেইলেবিলিটি ও ব্যাকহল ফাইবারের পাশাপাশি পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহারের অনুমতি, অফশোর ক্লাউড সুবিধা, রোল আউট বাধ্যবাধকতা, নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা, প্রভৃতির কথা বিবেচনায় নিয়ে এবং ইন্ডাস্ট্রির সাথে মত বিনিময় করে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন ও লাইসেন্সের খসড়া করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কমিশনের সুপারিশক্রমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আংশিক 5G সেবা অতিশীঘ্রই চালু করা সম্ভব, তবে, 5G'র পূর্ণাঙ্গ সেবা পেতে ভাটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিগুলোর (যেমন: চিকিৎসা, শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি, শিল্প-কারখানা, বন্দর, ইত্যাদি) রেডিনেস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় 5G প্রযুক্তির ইকোসিস্টেম ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সেক্টর নির্বাচন করার বিষয়ে কমিশন হতে তদারকি করা হচ্ছে। একইসাথে, ২.৩ ও ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ডে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ উন্নততর 4G সেবা প্রদানে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহের রেডিনেসের পাশাপাশি 4G সেবার মান উন্নয়নের পর, আগামী ২০২৪-২৫ সালের মধ্যে 5G সেবা বাণিজ্যিকভাবে চালু করা হবে।

৬.৬। ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ) সেবা

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে ২০০৮ সালে ২.৩ এবং ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড হতে Broadband Wireless Access (BWA) সার্ভিস লাইসেন্সধারী Augere Wireless Broadband Limited ও Banglalion Communications Limited কে ৩৫ মেগাহার্টজ করে এবং ২০১৩ সালে Bangladesh Internet Exchange Ltd. কে ২.৬ গিগাহার্টজ ব্যান্ড থেকে ৪০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়। শুরুতে এই সেবা জনপ্রিয়তা পেলেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার দ্রুততম সময়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তিতে ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস পায়। পরবর্তীতে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক BWA সেবা প্রদানের জন্য বরাদ্দকৃত তরঙ্গ দীর্ঘদিন অব্যবহৃত ও গ্রাহকশূণ্য থাকায় এবং লাইসেন্স ফি, বরাদ্দকৃত তরঙ্গের চার্জ, রেভিনিউ ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব দীর্ঘদিন পরিশোধ না করায় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ০৩ টি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করা হয়। বাতিলকৃত তরঙ্গের মধ্যে ৭০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত নিলামের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৬.৭। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিটিআরসি হতে বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। বরাদ্দপ্রাপ্ত তরঙ্গের মাধ্যমে আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মূলত ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের (ব্যাংক, দূতাবাস ইত্যাদি) তথ্য-যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত তার-ভিত্তিক মূল সংযোগের বিকল্প হিসেবে ওয়্যারলেস সংযোগের প্রয়োজন হয়ে থাকে, যা এরূপ ওয়্যারলেস আইএসপি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদান করা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (আইটিইউ) কর্তৃক বিশ্বব্যাপী 5G প্রযুক্তির জন্য নির্ধারিত ব্যান্ডসমূহের মধ্যে অন্যতম ৩.৫ গিগাহার্টজ তরঙ্গ ব্যান্ড হতে বিগত বছরগুলোতে বিভিন্ন আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছিলো। 5G প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা বিবেচনায় সরকারি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হতে ইতঃপূর্বে বরাদ্দকৃত ৩.৫ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার (Spectrum Refarming) করা হয়েছে। বর্তমানে সর্বমোট ০৪ (চার) টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তরঙ্গ বরাদ্দ রয়েছে যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রাহক পর্যায়ে ওয়্যারলেস ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে থাকে। বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	তরঙ্গের ধরণ	বরাদ্দকৃত তরঙ্গ
১.	এক্স-নেট লিঃ	এক্সেস	৫৫০০-৫৫৬০/ ৫৬০০-৫৬৬০ মেগাহার্টজ (১২০ মেগাহার্টজ)
২.	এডিএন টেলিকম লিঃ	এক্সেস	৫৬৭০-৫৬৮৫ মেগাহার্টজ (১৫ মেগাহার্টজ)
		মাইক্রোওয়েভ	১০১৬১/১০৫১১ মেগাহার্টজ (১০.৫ মেগাহার্টজ)
		মাইক্রোওয়েভ	১৮০৩০/১৯০৪০ মেগাহার্টজ (১৩.৭৫ মেগাহার্টজ)
৩.	বাংলাদেশ ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লিঃ	এক্সেস	৮০৬-৮১৬/ ৮৪৭-৮৫৭ মেগাহার্টজ (২০ মেগাহার্টজ)
৪.	বিডিকম অনলাইন লিঃ	এক্সেস	৫৬৬০-৫৬৭০ মেগাহার্টজ (১০ মেগাহার্টজ)

উপরোক্ত লাইসেন্স ব্যান্ডের পাশাপাশি আইএসপি লাইসেন্সের আওতায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ডাটা-সংযোগের জন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে আইএসএম ব্যান্ডের (২.৪০০-২.৪৮৩ গিগাহার্টজ এবং ৫.৭২৫-৫.৮৭৫ গিগাহার্টজ) তরঙ্গও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

৬.৮। ইন্টারনেট অব থিংস (IoT)

সাম্প্রতিককালে ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। প্রযুক্তির এই ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষের ক্ষেত্রে সর্বশেষ সংযোজন হিসেবে ইন্টারনেট অব থিংস (IoT) কে উল্লেখ করা যায়। IoT ডিভাইস সমূহ SIM (Subscriber Identity Module) যুক্ত অথবা SIM বিহীন সেন্সর (Sensor) ডিভাইস। উক্ত সেন্সরসমূহ ডাটা সংগ্রহের জন্য মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে অথবা SRD (Short Range Device), ISM (Industrial, Scientific & Medical) তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। SIM যুক্ত IoT ডিভাইসের পাশাপাশি SIM বিহীন IoT ডিভাইসসমূহ ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্ল্যান (এনএফএপি) অনুযায়ী এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের IoT ডিভাইসের বিস্তার আলোচনা করে ৪৩৩.০৫-৪৩৪.৭৯ মেগাহার্টজ, ৮৬৬-৮৬৮ মেগাহার্টজ, ৯১৫-৯২৫ মেগাহার্টজ, ২৪০০-২৪৮৩.৫ মেগাহার্টজ, ৫৭২৫-৫৮৭৫ মেগাহার্টজ তরঙ্গসমূহকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি স্পেকট্রাম বিভাগ থেকে বাংলাদেশে IoT ডিভাইস আমদানির নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

IoT ডিভাইস আমদানিকারক হিসেবে তালিকাভুক্তি

IoT ডিভাইস বাণিজ্যিকভাবে আমদানিকারক ও সরবরাহকারী হিসেবে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ এবং উক্ত সনদ বার্ষিকভাবে নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসসহ আবেদন করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে ডকুমেন্ট যাচাই বাছাই করে কমিশন প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দল প্রেরণ করবে। পরিদর্শক দলের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তালিকাভুক্তি ফি বাবদ সরকারি রাজস্ব পরিশোধের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা+১৫% ভ্যাটসহ একটি ডিম্যান্ড নোট জারি করা হবে। উক্ত ডিম্যান্ড নোটে উল্লেখিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধ সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্ণিত তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, ব্যবহারকারী নিজে IoT ডিভাইস আমদানি অনাপত্তি পত্র (NOC) গ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তি ফি প্রদান করে তালিকাভুক্তি সনদ গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা নেই। তবে ১৫% ভ্যাট সহ আবেদন প্রক্রিয়াকরণ ফি ও আবেদন ফরম ফি বাবদ যথাক্রমে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা প্রদান করতে হবে। IoT ডিভাইস আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ০১ (এক) বছর মেয়াদে তালিকাভুক্তি সনদ প্রদান করা হয়। যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। বর্তমানে ৭৪ টি আইওটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে যার মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০ টি আইওটি প্রতিষ্ঠানকে সনদ প্রদান করা হয়েছে।

৬.৯। আইএসএম রেডিও সার্ভিস

দেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী ১৩.৫৫৩-১৩.৫৬৭ মেগাহার্টজ, ২৬.৯৫৭-২৭.২৮৩ মেগাহার্টজ, ৪০.৬৬-৪০.৭০ মেগাহার্টজ, ২.৪০-২.৪৮৩ গিগাহার্টজ এবং ৫.৭২৫-৫.৮৫০ গিগাহার্টজ ব্যান্ডের তরঙ্গ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) এর কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য এই তরঙ্গ সমূহকে ডি-রেগুলেটেড ব্যান্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু টেলিযোগাযোগের জন্য এই তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে বিটিআরসি থেকে অনুমতি প্রদান করা হয়ে থাকে। টেলিকম অপারেটর, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, সরকারি/বেসরকারি অফিস, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক রেডিও লিংকের জন্য এই তরঙ্গ শেয়ারড ভিত্তিতে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারগণ কর্তৃক ২.৪০-২.৪৮৩ গিগাহার্টজ তরঙ্গ বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশন হতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক ও মেডিকেল (আইএসএম) এর কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত নির্দেশিকায় শুধুমাত্র ২.৪-২.৪৮৩ ও ৫.৭২৫-৫.৮৫০ গিগাহার্টজ তরঙ্গ দ্বারা সার্ভিস প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় স্বল্প পাল্লা এবং কম শক্তিসম্পন্ন বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে যার ফলে ব্যবহার ইচ্ছুক আবেদনকারী এই ব্যান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। কমিশন থেকে মোট ১৩৭টি প্রতিষ্ঠানকে আইএসএম ব্যান্ডে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন ১১টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

৬.১০। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস (PMR)

প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস যাকে সংক্ষেপে “পিএমআর” বলা হয়ে থাকে। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও ইংল্যান্ডে প্রাইভেট মোবাইল রেডিও, উত্তর আমেরিকায় ল্যান্ড মোবাইল রেডিও নামেও পরিচিত, যা মূলতঃ মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত বেতার যোগাযোগের পদ্ধতি। প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিস একটি দ্বি-মুখী বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা। ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) রেগুলেশন ও বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী এইচএফ (৩-৩০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ড ও ভিএইচএফ (৩০-৩০০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ডের তরঙ্গ প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিসে ওয়াকি-টকির জন্য নির্ধারিত। তাছাড়া ইউএইচএফ (৩০০-৩০০০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ডের কিছু অংশও প্রফেশনাল মোবাইল রেডিও সার্ভিসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

সরকারি নিরাপত্তা সংস্থা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি)-এ কতিপয় তরঙ্গ ব্যান্ড আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, কোস্ট গার্ড, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক দেশ ও দেশের মানুষের নিরাপত্তা বিধান ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এই বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে থাকে। বর্তমানে এই সার্ভিসের জন্য ১২.৫ কিলোহার্টজ তরঙ্গ ব্যান্ডইউইডথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন ব্যান্ডে আনুমানিক ৩০০ টি প্রতিষ্ঠানকে এই সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া আছে যার মধ্যে পূর্বের ২৭৫টি প্রতিষ্ঠানসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন ২৫ টি প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৬.১১। রেডিও সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস (SBR)

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কম দূরত্বে কম কাভারেজে ব্যবহারের জন্য যে রেডিও সার্ভিস দেয়া হয় তা হলো সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস। ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি)-এ তরঙ্গ ব্যান্ড হিসাবে সিটিজেন ব্যান্ডের জন্য ২৬-২৭ মেগাহার্টজ ও এসবিআর অর্থাৎ শর্ট বিজনেস রেডিও এর জন্য ২৪৫-২৪৬ মেগাহার্টজ তরঙ্গ শেয়ারড বেসিসে রিপিটার ছাড়া শুধুমাত্র ওয়াকিটকি টু ওয়াকিটকি যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই সার্ভিসের জন্য ১২.৫ কিলোহার্টজ তরঙ্গ ব্যান্ডইউইথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এই ব্যান্ডে আনুমানিক ৯৯৯ টি প্রতিষ্ঠানকে এই সার্ভিসের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া আছে যার মধ্যে পূর্বের ৮৬২টি প্রতিষ্ঠানসহ ২০২২-২৩ অর্থবছরে নতুন ১৩৭ টি প্রতিষ্ঠানকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৬.১২। পিএমআর এবং সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস-এর ব্যবহার

কার্যকর, নিরবিচ্ছিন্ন ও নিরাপদ যোগাযোগের জন্য বেতার তরঙ্গ ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সরকারের নিরাপত্তা সংস্থাসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাতিসংঘ মিশন, দূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেস/রিপিটার ও ওয়াকি-টকি নামক বেতার যন্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে, বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই এইচএফ ব্যান্ড, ভিএইচএফ ব্যান্ড ও ইউএইচএফ ব্যান্ডে বেস ও রিপিটারসহ ওয়াকিটকি ব্যবহার করে থাকে। এছাড়াও ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল অনুযায়ী ০২টি প্রতিষ্ঠানকে রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট এর কাজ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে ভিএইচএফ ব্যান্ডে তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। দেশের বেশির ভাগ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে সিটিজেন ব্যান্ড রেডিও/শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস অনুমোদন দেয় হয়। এই সব প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কালো রং বাদে ওয়াকিটকি ব্যবহার করে থাকে। নিম্নলিখিত সুবিধার জন্য দিন দিন পিএমআর এর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে :

১. পয়েন্ট টু পয়েন্ট এবং পয়েন্ট টু মাল্টিপয়েন্ট যোগাযোগ ব্যবস্থা
২. গোপনীয়তা রক্ষা
৩. পুশ-টু টক সুবিধা
৪. বিস্তৃত কভারেজ এরিয়া।
৫. নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা
৬. এইচএফ, ভিএইচএফ ও ইউএইচএফ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ডে ব্যবহার
৭. সর্বোপরি নিরাপদ যোগাযোগ।

৭। টেরেস্ট্রিয়াল ব্রডকাস্টিং

৭.১। টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং

দেশে একমাত্র টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। এই সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি ভিএইচএফ ব্যান্ডে ১৭৪-২৩০ মেগাহার্টজ তরঙ্গ ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য, অধিক সুবিধা সম্পন্ন ডিজিটাল ব্রডকাস্টিং সিস্টেম বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে প্রবর্তন হচ্ছে এবং এনালগ ব্রডকাস্টিং সিস্টেম অবলুপ্ত হচ্ছে। ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে তরঙ্গ দক্ষতা অধিক হওয়ায় সমপরিমাণ তরঙ্গে অধিক সংখ্যক টেলিভিশন চ্যানেল প্রদান করা যায়। এছাড়া ভবিষ্যতে এনালগ ব্রডকাস্টিং সিস্টেম নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এ সকল যন্ত্রপাতির উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে বাংলাদেশে এনালগ থেকে ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেমে সুইচ ওভারের লক্ষ্যে বিটিআরসি ইউএইচএফ ব্যান্ডে ৫২২-৬১৪ মেগাহার্টজ তরঙ্গ সংরক্ষণ করেছে এবং বিটিভি ইতোমধ্যে ডিজিটাল (Digital) টেরেস্ট্রিয়াল কার্যক্রম শুরু করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এই তরঙ্গ ব্যবহার করে ডিজিটাল টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং সিস্টেম এর মাধ্যমে ছবি ও শব্দের উন্নততর মান, ইন্টারএক্টিভিটি, ভিডিও অন ডিম্যান্ড এবং ডাটাকাস্টিংসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করতে সক্ষম হবে।

৭.২। টেরেস্ট্রিয়াল এফএম রেডিও ব্রডকাস্টিং

বেতার সম্প্রচার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ, সহজলভ্য ও টেকসই গণযোগাযোগ মাধ্যম যার মাধ্যমে খুব সহজেই দেশের প্রান্তিক জনসাধারণের কাছে জরুরী খবর, সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সংবাদ সরাসরি পৌঁছে দেয়া সম্ভব। বেতার সম্প্রচারের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ মূলক কর্মকান্ডের পক্ষে জনমত তৈরি, বিভিন্ন গুজব ও কুসংস্কার সম্পর্কে সচেতনতা, জঞ্জিবাদ বিরোধী প্রচারণা, গণশিক্ষার প্রসার ঘটানো, শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও খেলাধুলা সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়া অতিসহজ সাধ্য হয়েছে। এসকল উদ্দেশ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক এফএম বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে লাইসেন্স প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে এফএম রেডিও

সম্প্রচারের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী ৮৭.৫-১০৮ মেগাহার্টজ ব্যান্ড হতে তরঙ্গ প্রদান করা হয়, যা 'এফএম ব্যান্ড' নামে পরিচিত। এফএম ব্যান্ডে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রচারের জন্য ২০০ কিলোহার্টজ করে তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়া আছে এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২০০ কিলোহার্টজ করে তরঙ্গ খালি রাখা আছে, যা গার্ডব্যান্ড হিসেবে কাজ করেছে। ফলে এফএম ব্যান্ডে সর্বমোট ৫১টি স্লটে তরঙ্গ প্রদান করা সম্ভব হবে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বেতার এবং বেসরকারি খাতসহ মোট ২৮টি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান-কে এফএম রেডিও সম্প্রচারের জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

৭.৩। টেরেস্ট্রিয়াল কমিউনিটি রেডিও ব্রডকাস্টিং

নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানে বসবাসকারী, সমধর্মী কিছুলোক আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন জনগোষ্ঠীকে তথ্যসেবা প্রদান করার মাধ্যমে জীবন-বিকাশের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনার নীতিমালা-২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ২০ (বিশ) টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (এনএফএটি) অনুযায়ী তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি রেডিওসমূহ শুধুমাত্র নির্দিষ্ট অঞ্চলে সেবা প্রদান করবে সেজন্য বর্তমানে এফএম (৮৭.৫-১০৮.০ মেগাহার্টজ) ব্যান্ড হতে তিনটি স্লটে তরঙ্গ যার প্রতিটির ব্যান্ডউইডথ ২০০ কিলোহার্টজ করে, পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে, সেগুলো হলো ৯৮.৮০ মেগাহার্টজ, ৯৯.০০ মেগাহার্টজ এবং ৯৯.২০ মেগাহার্টজ।

কমিউনিটি রেডিও'র ক্ষেত্রে ট্রান্সমিটারের আউটপুট পাওয়ার সাধারণত ১০০ ওয়াট এবং কভারেজ এরিয়া ১৭ কিলোমিটার হয়ে থাকে। কমিউনিটি রেডিও'র সুফলের আওতায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এর ট্রান্সমিটারের আউটপুট

পাওয়ার ১০০ ওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ২৫০ ওয়াট করা হয়েছে। আউটপুট পাওয়ার বৃদ্ধি করার ফলে কমিউনিটি রেডিও'র কভারেজ এরিয়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরও বেশি জনগণকে এর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৮। স্যাটেলাইট সেবা

৮.১। দেশে বিদ্যমান স্যাটেলাইট সেবা

আইটিইউ কর্তৃক প্রণীত রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী যে সকল রেডিও কমিউনিকেশনে এক বা একাধিক স্পেস স্টেশন বা রিফ্লেক্টিং স্যাটেলাইট বা মহাকাশে অবস্থিত অন্য কোন ধরনের বস্তুর ব্যবহার হয় তাকে স্পেস রেডিও কমিউনিকেশন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উক্ত সংজ্ঞার আলোকে দেশে বিদ্যমান স্যাটেলাইট রেডিও কমিউনিকেশন সার্ভিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

৮.২। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তরঙ্গ বরাদ্দকরণ

১২ই মে ২০১৮, ভোর ০২:১৪ ঘটিকায় বাংলাদেশের প্রথম জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট' উৎক্ষেপণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের সাথে সাথে বাংলাদেশ যেমন বিশ্বে ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে একই সাথে দেশে তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।



১১৯.১ ডিগ্রী পূঃ দ্রাঃ অরবিটাল স্লটে অবস্থিত এই স্যাটেলাইটে ১৪ (চৌদ্দ) টি সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার এবং ২৬ (ছাব্বিশ) টি কেইউ-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার রয়েছে। স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপিত হওয়ার পর এর অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেতার তরঙ্গের প্রয়োজন হবে বিধায়, গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের সাথে স্পেকট্রাম বিভাগের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রকল্পকে গ্রাউন্ড স্টেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন জানানোর পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে গত ১০/০৪/২০১৭ তারিখে একটি পত্রের মাধ্যমে কমিশনকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, তরঙ্গ বরাদ্দের লক্ষে রেডিও কমিউনিকেশন যন্ত্রপাতির লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্র, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইকরণ ফি, যন্ত্রপাতির সম্ভাব্য অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য/নেটওয়ার্ক প্ল্যান প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় হতে কমিশনের নিকট জমা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রকল্প হতে গ্রাউন্ড স্টেশন দু'টি পরিচালনার জন্য আবেদনকৃত তরঙ্গ সমূহের অধিকাংশ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থার নিকট বরাদ্দ দেওয়া

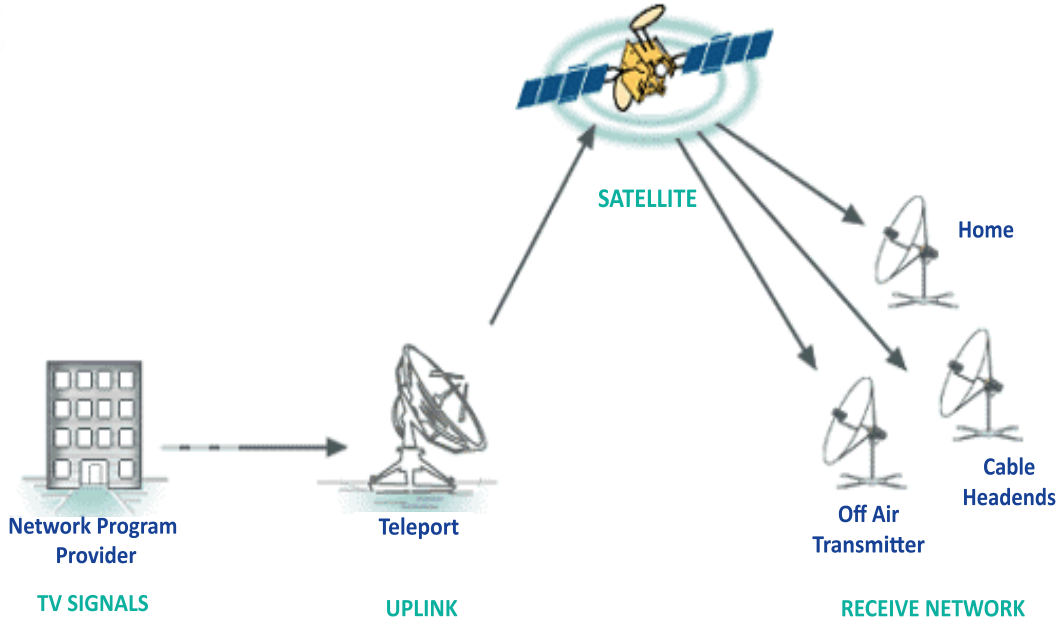
আছে। স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক এ সকল সংস্থার নিকট থেকে তরঙ্গ বাতিল করে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর গ্রাউন্ড স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় তরঙ্গ বরাদ্দের লক্ষ্যে গত ০৯/০৮/২০১৭, ২০/০৮/২০১৭, ০৭/০৯/২০১৭ এবং ১৭/০৯/২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্প কর্তৃক আবেদনকৃত তরঙ্গ যে সকল সরকারি-বেসরকারি মোবাইলফোন, পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক (পিএসটিএন) এবং ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ) অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দ দেয়া আছে সে সকল অপারেটরের প্রতিনিধিদের সাথে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের প্রতিনিধি'র উপস্থিতিতে টেরেস্টেরিয়াল এবং স্যাটেলাইট সার্ভিস সহ আবেদনকৃত বিভিন্ন তরঙ্গ, বাংলাদেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন প্লান অনুযায়ী যে সকল সার্ভিসের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা আছে এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর অনুকূলে তা বরাদ্দের ক্ষেত্রে যাবতীয় কারিগরি দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর অপারেশনাল কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের অনুকূলে তাদের আবেদনকৃত তরঙ্গ বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশের লক্ষ্যে একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করে ৭৫তম স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সভায় উপস্থাপন করা হলে সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে আবেদনকৃত তরঙ্গ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সার্ভিসের সাথে শেয়ারিং এর মাধ্যমে বরাদ্দের জন্য কমিশনের নিকট সুপারিশের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে কমিশনের ২১০তম সভায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট প্রকল্পের অনুকূলে তাদের আবেদনকৃত তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়ে ৭৫তম এসএমসি সভার সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

স্যাটেলাইট এর নাম	বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১	
কক্ষপথের অবস্থান	১১৯.১ ডিগ্রি পূর্ব	
ট্রান্সপন্ডারের বিবরণ	সি-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার-১৪	কেইউ-ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার-২৬
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড	সি-ব্যান্ড ৪৫০০-৪৮০০ মেগাহার্ত ৬৭২৫-৭০২৫ মেগাহার্ত	কেইউ-ব্যান্ড ১২৭৫০-১৩২৫০ মেগাহার্ত ১৪৫০০-১৪৮০০ মেগাহার্ত ১০৭০০-১০৯৫০ মেগাহার্ত ১১২০০-১১৪৫০ মেগাহার্ত ১১৭০০-১২০০০ মেগাহার্ত

আরও উল্লেখ্য, দেশের দ্বীপ অঞ্চলে নিরবিচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে ২০/০৭/২০২২ তারিখে সরকার তথা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিএল) কর্তৃক সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাবীন “স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে দ্বীপ এলাকায় নেটওয়ার্ক স্থাপন” প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ২৯১ (দুইশত একানব্বই) টি ভি-স্যাটের স্টেশন চার্জ মওকুফ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

৮.৩। স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে বেসরকারিভাবে স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং এর লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এর অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে বিটিআরসি হতে সংশ্লিষ্ট স্যাটেলাইট টেলিভিশনকে তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়।



চিত্র ৩.১: স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং

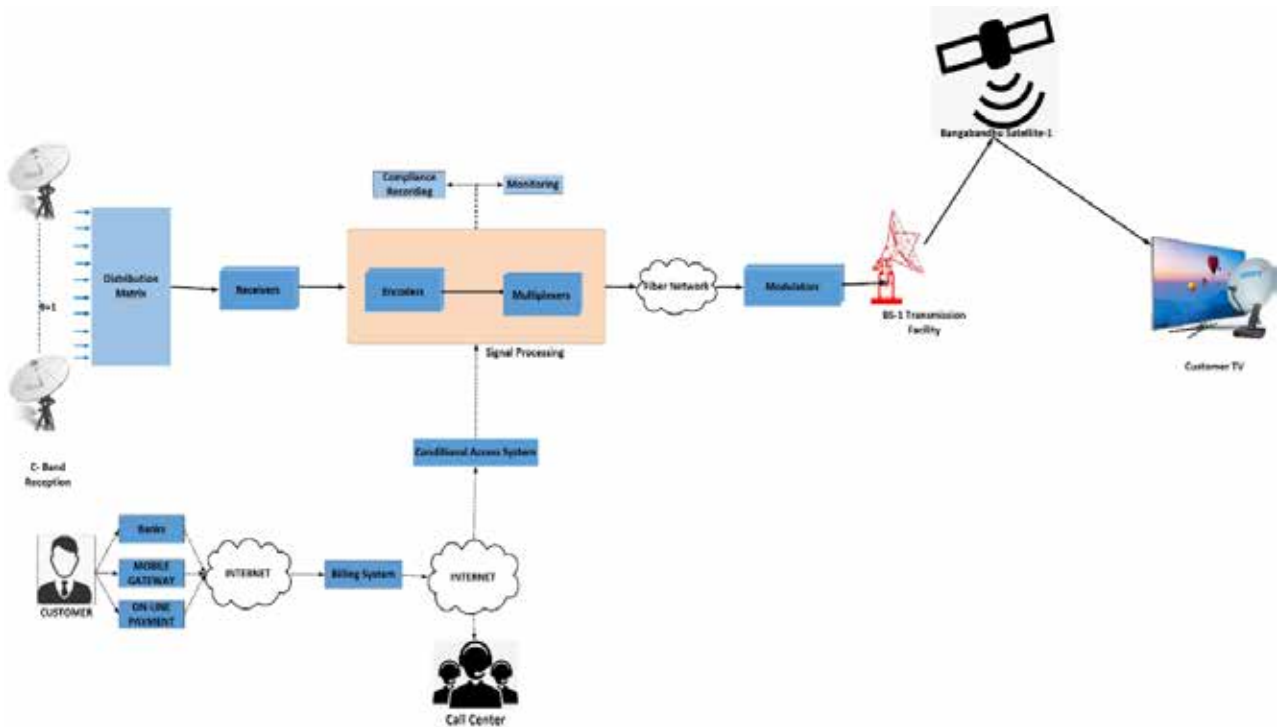
এখন পর্যন্ত ৩৯টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন এর অনুকূলে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট তরঙ্গ ৬৭২৫-৭০২৫/৪৫০০-৪৮০০ মেগাহার্স ব্যান্ডে ৪/৫/৬ মেগাহার্স এর স্যাটেলাইট এর আপলিংক/ডাউনলিংক তরঙ্গ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পূর্বে মোট ৩৮টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন ছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রীণ মাল্টিমিডিয়া লিঃ (গ্রীণ টিভি) নামে ১টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের অনুমোদন প্রদান করা হয়। বর্তমানে মোট ৩৯টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮.৪। Direct to Home (DTH) সার্ভিস

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সম্প্রচারিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান ক্ষুদ্রাকৃতির ডিশ এ্যান্টেনার মাধ্যমে প্রান্তিক ক্যাবল অপারেটরের মত মধ্যবর্তী কোন মাধ্যমের সহায়তা ব্যতীত গ্রহণ করার পদ্ধতিই হলো Direct to Home (DTH)। এক্ষেত্রে ডিটিএইচ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন স্যাটেলাইট হতে গ্রহণ করে তার সাথে চুক্তিবদ্ধ স্যাটেলাইটে প্রেরণ করে, যা পরবর্তীতে গ্রাহকরা ক্যাবল অপারেটরের পরিবর্তে সরাসরি ক্ষুদ্রাকৃতির ডিশ এ্যান্টেনা/রিফ্লেকটর সেট এর মাধ্যমে গ্রহণ করে সেট-টপ বক্স এর সাহায্যে উপভোগ করতে পারে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় হতে এই সেবা প্রদানকারীর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদানের পর বিটিআরসি হতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তরঙ্গ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

গত ১২-১১-২০১৩ তারিখে ডাইরেস্ট টু হোম (DTH) সেবা প্রদানের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় থেকে বেসরকারি পর্যায়ে বেঞ্জিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এবং বায়ার মিডিয়া লিমিটেড-কে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে অত্র কমিশন হতে গত ২৬-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে বেঞ্জিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড (আকাশ) এর অনুকূলে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে তরঙ্গ বরাদ্দ এবং আর্থ স্টেশন ও বেতার যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। বিটিআরসি হতে অনুমতি প্রাপ্তির পর বেঞ্জিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম আরম্ভ করলেও অপর প্রতিষ্ঠানটি তাদের সম্প্রচার কার্যক্রম আরম্ভ করতে না পারায় তাদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বেঞ্জিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড এর অনুকূলে পূর্বের বিদেশী স্যাটেলাইট হতে বরাদ্দকৃত তরঙ্গ বাতিল করে গত ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিটিএইচ সেবা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ হতে Ku ব্যান্ডে ১৮০ মেঃহাঃ তরঙ্গ (যার প্রতিটির ব্যান্ডউইথ ৩৬ মেঃহাঃ) বরাদ্দকরণ পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে বেঞ্জিমকো কমিউনিকেশন্স লিমিটেড কর্তৃক গাজীপুরে তাদের নিজস্ব আর্থ স্টেশন স্থাপন করে এবং বিটিআরসির অনুমোদনক্রমে বর্তমানে নিম্নোক্ত তরঙ্গ প্রাপ্ত হয়ে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

আপলিংক ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (মেগাহার্স)	ব্যান্ডউইডথ (মেগাহার্স)	ডাউনলিংক ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (মেগাহার্স)	ব্যান্ডউইডথ (মেগাহার্স)
১২৮৩৭-১২৮৭৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬	১০৭৮৭-১০৮২৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬
১২৮৭৭-১২৯১৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬	১০৮২৭-১০৮৬৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬
১২৯১৭-১২৯৫৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬	১০৮৬৭-১০৯০৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬
১৩০৪৭-১৩০৮৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬	১১২৪৭-১১২৮৩ মেঃহাঃ (Vertical)	৩৬
১২৯১৭-১২৯৫৩ মেঃহাঃ (Horizontal)	৩৬	১০৮৬৭-১০৯০৩ মেঃহাঃ (Horizontal)	৩৬



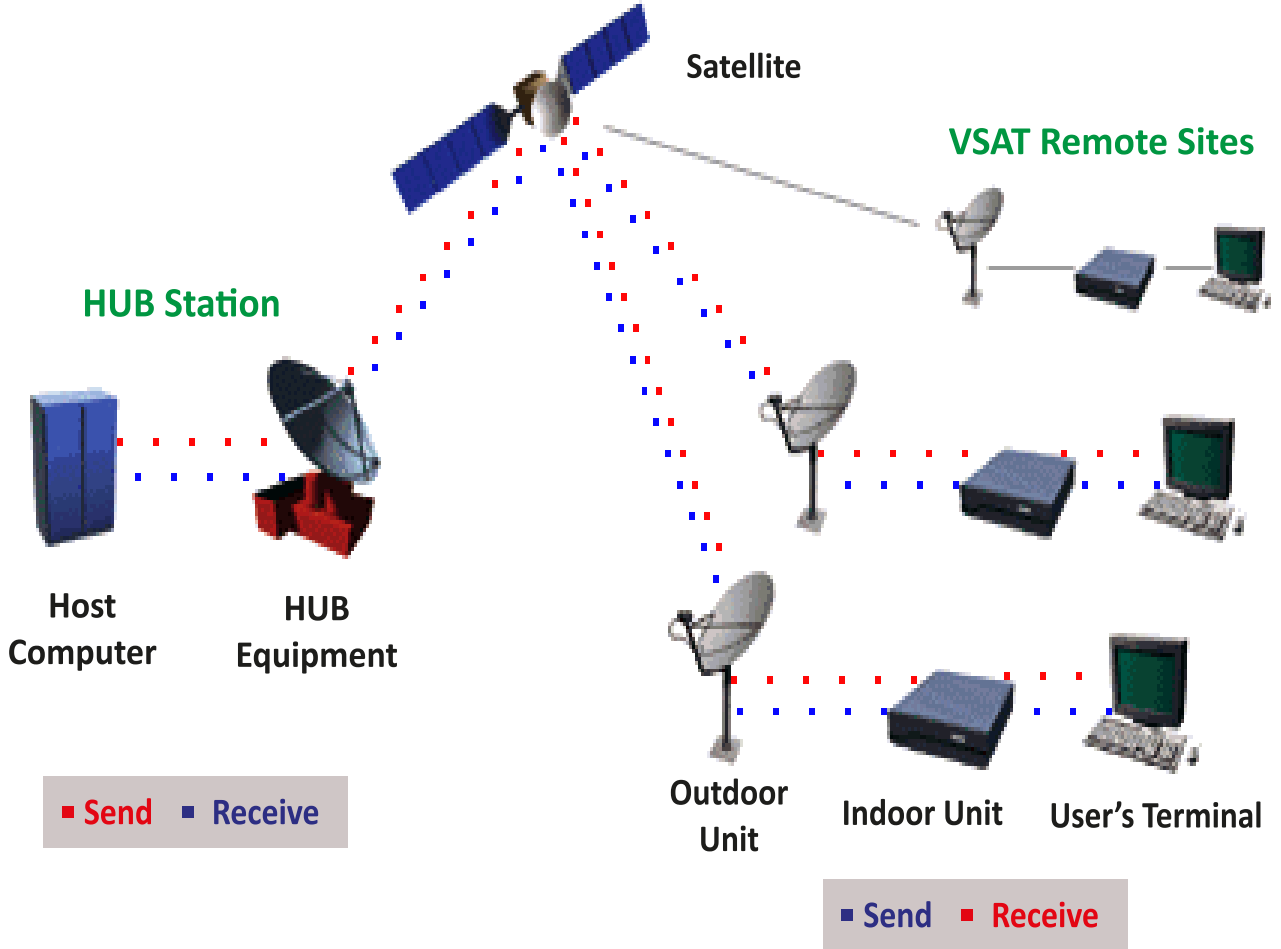
চিত্র ৩.২: ডিটিএইচ নেটওয়ার্ক ব্লক ডায়াগ্রাম

ডিটিএইচ এর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে গ্রাহকগণ টেলিভিশনে উন্নত মানের ছবি ও শব্দ উপভোগ করে থাকেন। এই প্রযুক্তিতে গ্রাহকগণ স্ব স্ব সেট-টপ-বক্স ব্যবহার করে সরাসরি স্যাটেলাইট হতে সম্প্রচার গ্রহণ করে থাকেন। বিধায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং যে সকল অঞ্চলে কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব নয় সে সকল অঞ্চলের জনসাধারণ টেলিভিশন সম্প্রচার উপভোগ করতে পারবেন। বর্তমানে ডিটিএইচ সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৫.৬১ লক্ষ অতিক্রম করেছে এবং এই সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ডিটিএইচ সেবা সংশ্লিষ্ট খাত হতে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে তরঙ্গ চার্জ বাবদ ১৫.১৪ কোটি টাকা এবং মুসক বাবদ ২.২৭ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ১৭.৪১ কোটি টাকা রাজস্ব আহরিত হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সেবা সংশ্লিষ্ট খাত

৮.৫। ভিস্যাট সার্ভিস

ভিস্যাট (Very Small Aperture Terminal) একটি স্যাটেলাইট নির্ভর টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা। সাধারণত ভূমিতে অবস্থিত এক বা একাধিক গ্রাউন্ড স্টেশন, Geostationary Earth Orbit এ অবস্থিত কোন স্যাটেলাইটে Relay এর মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। সাধারণত টেরেস্ট্রিয়াল যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ভিস্যাট সিস্টেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে টেরেস্ট্রিয়াল টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভব নয় সে সকল অঞ্চলে ভিস্যাট নেটওয়ার্ক বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ভিস্যাট নেটওয়ার্ক ভ্যালুএ্যাডেড স্যাটেলাইট নির্ভর সার্ভিস প্রদান করে যার মাধ্যমে ইন্টারনেট, ডাটা, ল্যান, ভয়েস/ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া সম্ভব এবং শক্তিশালী, বিশ্বস্থ প্রাইভেট এবং পাবলিক নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা ও প্রদান করে। ভিস্যাট প্রোভাইডার (হাবলাইসেন্স) লাইসেন্সধারী স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন এর মাধ্যমে গ্রাহককে যেমন দূতাবাস, কর্পোরেট অফিস, ব্যাংক, ব্রাঞ্চ ইত্যাদিকে সেবা প্রদান করে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে ০৩ (তিন) টি ভিস্যাট প্রোভাইডার (হাবলাইসেন্স), ০১ (এক) টি ভিস্যাট প্রোভাইডার লাইসেন্স এবং ১২ (বার) টি ভিস্যাট ইউজার, লাইসেন্সধারী সংস্থা আছে। নিম্নে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা দেওয়া হলো:

নিম্নে বাংলাদেশে প্রচলিত ভিস্যাট নেটওয়ার্ক এর একটি চিত্র উপস্থাপন করা হলো:



চিত্র ৩.৩: ভিস্যাট নেটওয়ার্ক

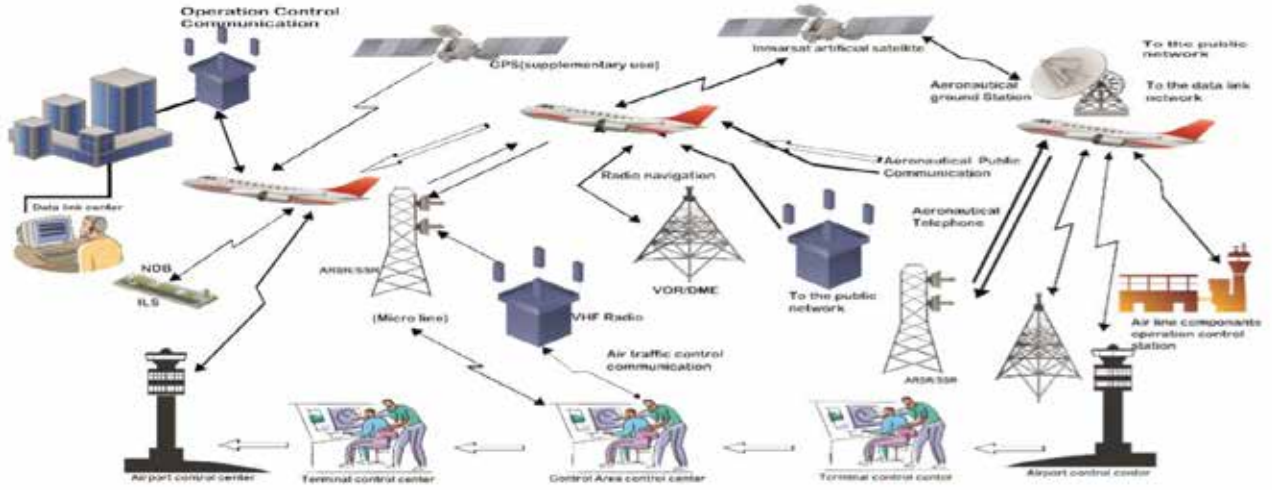
৮.৬। ল্যান্ডিং রাইটস নীতিমালায় বর্ণিত ফি/চার্জ সংশোধন ও তা বাস্তবায়ন বিষয়ক কার্যক্রম

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বাংলাদেশের লোকাল স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলসমূহ সম্প্রচার করা হলেও বিদেশি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলসমূহ বিদেশি স্যাটেলাইট দ্বারা বাংলাদেশে সম্প্রচার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভূখন্ডে বিদেশি স্যাটেলাইটের কভারেজ দ্বারা টেলিভিশন সম্প্রচার বা অন্য কোনো স্যাটেলাইট রেডিও সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করা হলে ল্যান্ডিং রাইটস নীতিমালার আওতায় প্রয়োজনীয় ফি/চার্জ প্রদানকরতঃ ল্যান্ডিং রাইটস অনুমতি গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ল্যান্ডিং রাইটস নীতিমালা প্রনয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বর্ণিত নীতিমালার কতিপয় ফি/চার্জ বেশি থাকার কারণে বিদেশি স্যাটেলাইট চ্যানেলসমূহ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট টেলিভিশন সম্প্রচার করতে আগ্রহী নয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটকে ব্যবসাবান্ধব করা এবং বিদেশি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ যাতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহার করে সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে আগ্রহী হয়, সেই লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ফি/চার্জ কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিটিআরসি'র প্রস্তাবনার উপর গত ২০/১২/২০২২

তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগে ল্যান্ডিং রাইটস গাইডলাইনে বর্ণিত ফি/চার্জ সংশোধন বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে গত ০৭/০৩/২০২৩ তারিখ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ হতে গত ১৮/০৫/২০২৩ তারিখে উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে, উক্ত সভার কার্যবিবরণী অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরতঃ পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া, ডিস্ট্রিবিউটর লাইসেন্সপ্রাপ্ত মিডিয়া কেয়ার লিমিটেড ও যাদু ভিশন লিমিটেড প্রতিষ্ঠান দু'টিকে ডিম্যান্ড নোট প্রেরণ করা হয়। ডিম্যান্ডনোটের অর্থ পরিশোধের সর্বশেষ তারিখ ৩১/০৩/২০২৩ উল্লেখ থাকলেও অদ্যাবধি তা পরিশোধ করা হয়নি। বিষয়টি জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে একাধিকবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। সুতরাং, ল্যান্ডিং রাইটস নীতিমালায় বর্ণিত ফি/চার্জ সংশোধন ও তা বাস্তবায়ন এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৯। এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিস

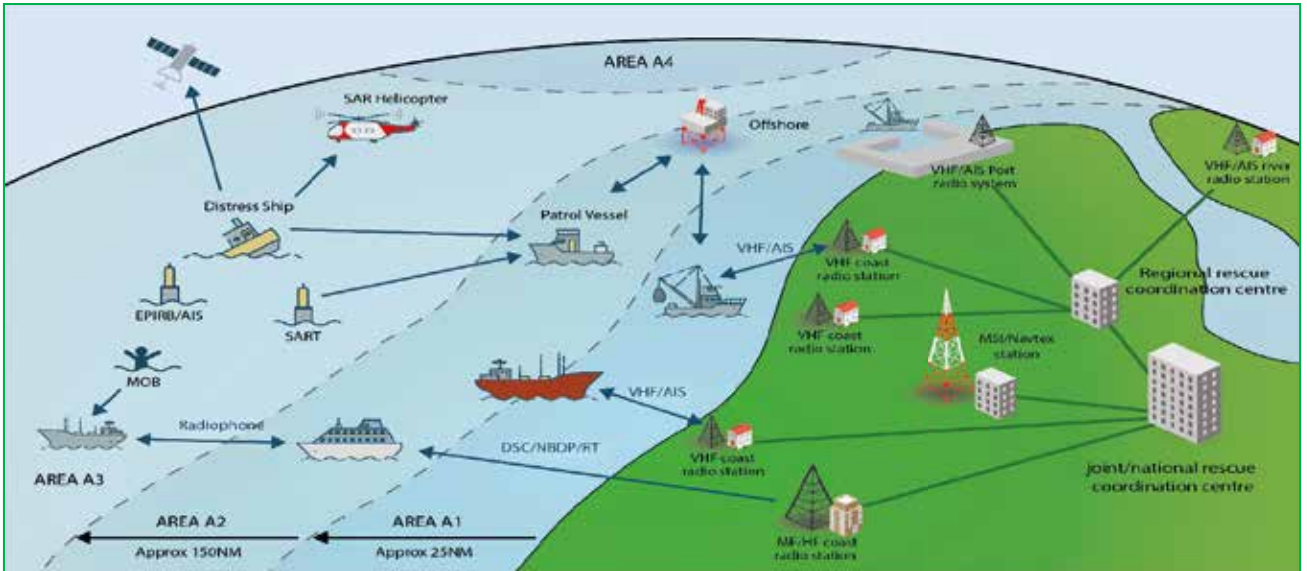
দেশের ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি এ্যালোকেশন (এনএফএপি) অনুযায়ী ভিএইচএফ ব্যান্ডের ১০৮.০০০ মেগাহার্স থেকে ১১৭.৯৭৫ মেগাহার্স এবং ১১৮.০০ মেগাহার্স থেকে ১৩৬.০০ মেগাহার্স তরঙ্গ সাধারণত এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এয়ারক্রাফট সমূহ আকাশে উঠা-নামা ও চলাচল কার্যক্রম নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার জন্য এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং একইভাবে গ্রাউন্ড টু এয়ার কমিউনিকেশনের প্রয়োজন পড়ে। এছাড়া এয়ারক্রাফট এবং গ্রাউন্ডস্টেশনে আন্তঃ যোগাযোগের জন্যও উক্ত তরঙ্গসমূহ ব্যবহার করা হয়। এই তরঙ্গসমূহ এ্যারোনটিক্যাল ব্যান্ড হিসাবে পরিচিত। বর্ণিত তরঙ্গ সমূহের মধ্যে ইনস্ট্রুমেন্টাল ল্যান্ডিং সিস্টেমের (আইএলএস) জন্য ১০৮.০০০ মেগাহার্স থেকে ১১৭.৯৭ মেগাহার্স এবং এয়ার টু এয়ার, এয়ার টু গ্রাউন্ড এবং একইভাবে গ্রাউন্ড টু এয়ার কমিউনিকেশনের জন্য ১১৮.০০ মেগাহার্স থেকে ১৩৬.০০ মেগাহার্স তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এছাড়া ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন (আইটিইউ) এর রেডিও রেগুলেশন অনুযায়ী ৯৬০.০০ মেগাহার্স থেকে ১২১৫.০০ মেগাহার্স পর্যন্ত তরঙ্গ এয়ারক্রাফটের গতিপথ ঠিক রাখা এবং দূরত্ব পরিমাপ করার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেশীয় এয়ারলাইনস সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত সরকারি রাজস্ব কমিশনকে পরিশোধের মাধ্যমে প্রতিটি এয়ারক্রাফটের অনুকূলে কলসাইন ও বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের লাইসেন্স বরাদ্দ নিয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিসের জন্য ৩৮ (আটত্রিশ) টি লাইসেন্সধারী সংস্থা আছে।



চিত্র ৩.৪ এয়ারোনটিক্যাল টেলিযোগাযোগ এর চিত্র

১০। মেরিটাইম রেডিও সার্ভিস

সরকার ঘোষিত ব্লু ইকোনমি (Blue Economy) এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা, আয় বাড়ানো এবং সর্বোপরি পরিবেশে সঞ্চয়-বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। বাংলাদেশের জলসীমায় পণ্য ও যাত্রী পরিবহণে এবং সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের কাজে বেশ কিছু নৌযান নিয়োজিত রয়েছে। এই সকল নৌযান সমূহ নিয়মিতভাবে মৎস্য সম্পদ আহরণ সহ দেশের সার্বিক রাজস্ব আহরণে ভূমিকা রাখছে। দেশের পণ্য আমদানি-রপ্তানির শিল্পের বিশাল একটি অংশ নির্ভরশীল এই নৌযান সমূহের উপর। আর এই নৌযান সমূহের নিরাপদ চলাচলের অন্যতম অনুষঙ্গ হলো মেরিটাইম রেডিও কমিউনিকেশন এবং উক্ত রেডিও কমিউনিকেশনের জন্য কমিশন কলসাইন, তরঙ্গ এবং রেডিও লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে যেকোন ধরনের বেতার যন্ত্রপাতি এবং তরঙ্গ ব্যবহারের পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।



চিত্র ৩.৫: মেরিটাইম রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেম

দেশের অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চলাচলের জন্য নিরাপত্তা ও যোগাযোগের স্বার্থে যে সকল নৌযান ন্যাশনাল ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালোকেশন টেবিল (NEAT) অনুযায়ী বেতারযন্ত্র ব্যবহার করে তারাই মেরিটাইম সার্ভিসের

আওতাভুক্ত। কমিশনের মেরিটাইম সেবার গ্রাহক সাধারণত ০৩ (তিন) ধরণেরঃ ১. সমুদ্রগামী নৌযান, ২. অভ্যন্তরীণ নৌযান, ৩. ফিশিং ট্রলার/ মাছ ধরার নৌযান।



চিত্র ৩.৬: বাংলাদেশি সমুদ্রগামী নৌযান



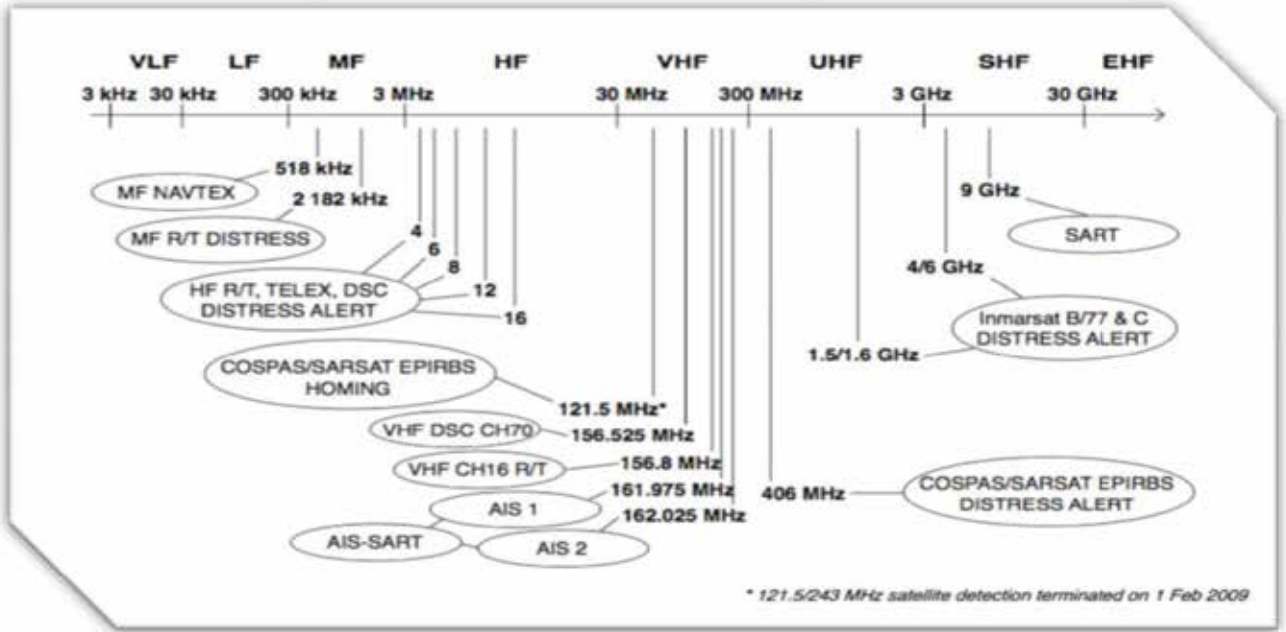
চিত্র ৩.৭: বাংলাদেশি অভ্যন্তরীণ নৌযান



চিত্র ৩.৮: বাংলাদেশি মৎস্য আহরণকারী নৌযান

মেরিটাইম সার্ভিসের জন্য বিটিআরসি'র কার্যক্রম

ক্রম	বিষয়	সেবার বিবরণ
১	তরঙ্গ বরাদ্দকরণ	আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনের অ্যাপেন্ডিক্স ১৭ ও ১৮ তে বর্ণিত এইচএফ ও ভিএইচএফ ব্যান্ডের তরঙ্গ মেরিটাইম সার্ভিসের জন্য সংরক্ষিত। মেরিটাইম শেয়ার্ড তরঙ্গ: MF/HF (415-526 KHz, 2065-2107 KHz, 2170-2194 KHz, 4000KHz-4438KHz, 4144-4357 KHz, 6200-6525 KHz, 8100-8815 KHz, 12230- 13200 KHz, 16360-17410 KHz,18780-18900 KHz, 19680-19800 KHz, 22000-22855 KHz, 25070-25210 KHz (3KHz Bandwidth Channel Each) and VHF Shared Marine (156 -157.45 MHz, 161.9375-162.15 MHz (25KHz Bandwidth Channel Each) মেরিটাইম অপারেশনের নিমিত্তে ডিসটেম্প-কলিং ও সেফটি সার্ভিসের জন্য ফিল্ড ২১৮২ কিলোহার্জ ও ১৫৬.৮০০ মেগাহার্জ তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এইচএফ ব্যান্ডের আওতাভুক্ত ৪১১৬ ও ৮২০৭ কিলোহার্জ (ব্যান্ডউইথ ৩ কিলোহার্জ) এবং ভিএইচএফ মেরিন ব্যান্ডের আওতাভুক্ত ১৫৬.৩২৫ ও ১৫৭.৩৭৫ মেগাহার্জ (ব্যান্ডউইথ ২৫ কিলোহার্জ) ক্যারিয়ার তরঙ্গ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
২	কলসাইন (Call Sign) প্রদান	আইটিইউ রেডিও রেগুলেশনের অ্যাপেন্ডিক্স ৪২ অনুযায়ী অন্যান্য সকল দেশের মতো বাংলাদেশে বিদ্যমান নৌযানের জন্য কলসাইন (Call Sign) প্রদান করা হয়, যা ৫ (পাঁচ) ডিজিটের একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি নম্বর। বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত কলসাইন সিরিজ S2A-S2Z, S3A-S3Z এবং উক্ত সিরিজ মোতাবেক কমিশন হতে মেরিটাইম সেবার জন্য কলসাইন প্রদান করা হয়ে থাকে।
৩	লাইসেন্স প্রদান	নৌযানস্ব যোগাযোগ বেতারযন্ত্রের জন্য কমিশন হতে “LICENCE TO OPERATE RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT” প্রদান করা হয়ে থাকে।
৪	কলসাইন, লাইসেন্স এবং মেরিটাইম শেয়ার্ড তরঙ্গ প্রাপ্ত নৌযান	২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৬৩টি সহ বিটিআরসি হতে অদ্যাবধি ৬৪৩টি নৌযানের জন্য কলসাইন, লাইসেন্স এবং মেরিটাইম শেয়ার্ড তরঙ্গ প্রদান করা হয়েছে।
৫	সেবার কার্য পদ্ধতি	সমুদ্রগামী নৌযান সমূহ এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলকারী নৌযান সমূহের জন্য কমিশন হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র/মতামত ব্যতিরেকে কলসাইন, তরঙ্গ ও রেডিও লাইসেন্স ইস্যু করে থাকে। সমুদ্রগামী নৌযানের জন্য কমিশন হতে Call Sign দ্রুততম সময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। যাতে বিটিসিএল হতে MMSI (Maritime Mobile Service Identity) নম্বর প্রাপ্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কালক্ষেপণ ও আর্থিক ক্ষতি না হয়। ফিশিং নৌযানের জন্য নিবন্ধনের শুরুতেই প্রযোজ্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র/মতামত গ্রহণ করা সহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নিমিত্ত রেজিস্ট্রেশন এর পূর্বে নিরাপত্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডিজিএফআই) ছাড়পত্র গ্রহণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম পূরণ পূর্বক নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম এ আবেদন করতে হবে।



চিত্র ৩.৯: মেরিটাইম শেয়ার্ড তরঙ্গ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী, বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে যেকোন ধরনের বেতার যন্ত্রপাতি এবং তরঙ্গ ব্যবহারের পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সমুদ্রগামী নৌযান সমূহ এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচলকারী নৌযান সমূহের জন্য কমিশন হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র/মতামত ব্যতিরেকে কলসাইন, তরঙ্গ ও রেডিও লাইসেন্স ইস্যু করে থাকে। তবে, শুধুমাত্র মৎস্য আহরণকারী নৌযানের ক্ষেত্রে বিটিআরসি হতে কলসাইন, তরঙ্গ ও রেডিও লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা সংস্থা হতে উল্লিখিত ফিশিং ট্রলারের জন্য তরঙ্গ বরাদ্দের বিষয়ে নিরাপত্তা ছাড়পত্র/মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই শিল্পের আর্থিক গুরুত্ব বিবেচনা করে আরো দ্রুততম সময়ের মধ্যে আবেদনকারী নৌযানের অনুকূলে কমিশন হতে প্রযোজ্য কলসাইন, তরঙ্গ এবং মেরিটাইম লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে।

সমুদ্রগামী নৌযানের জন্য কমিশন হতে Call Sign দ্রুততম সময়ে প্রদান করা হয়ে থাকে। যাতে বিটিসিএল হতে MMSI (Maritime Mobile Service Identity) নম্বর প্রাপ্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের কোন কালক্ষেপণ ও আর্থিক ক্ষতি না হয়। ফিশিং নৌযানের জন্য নিবন্ধনের শুরুতেই প্রযোজ্য নিরাপত্তা ছাড়পত্র/মতামত গ্রহণ করা সহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজ দ্রুততম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার নিমিত্ত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর পর কোন মালিক নৌবাণিজ্য দপ্তর চট্রগ্রামে ফিশিং ট্রলার রেজিস্ট্রেশন করতে আগ্রহী হলে রেজিস্ট্রেশন এর পূর্বে নিরাপত্তা (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও ডিজিএফআই) ছাড়পত্র গ্রহণের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্রগ্রাম এ আবেদন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় ও ডিজিএফআই হতে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ফিশিং ট্রলার সমূহকে রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, বিটিআরসি হতে অদ্যাবধি ৬৪৩টি নৌযানের জন্য কলসাইন, লাইসেন্স এবং মেরিটাইম শেয়ার্ড তরঙ্গ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৬৩টি নৌযানের জন্য কলসাইন, লাইসেন্স এবং মেরিটাইম শেয়ার্ড তরঙ্গ প্রদান করা হয়েছে।

১১। ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিস (VTS):

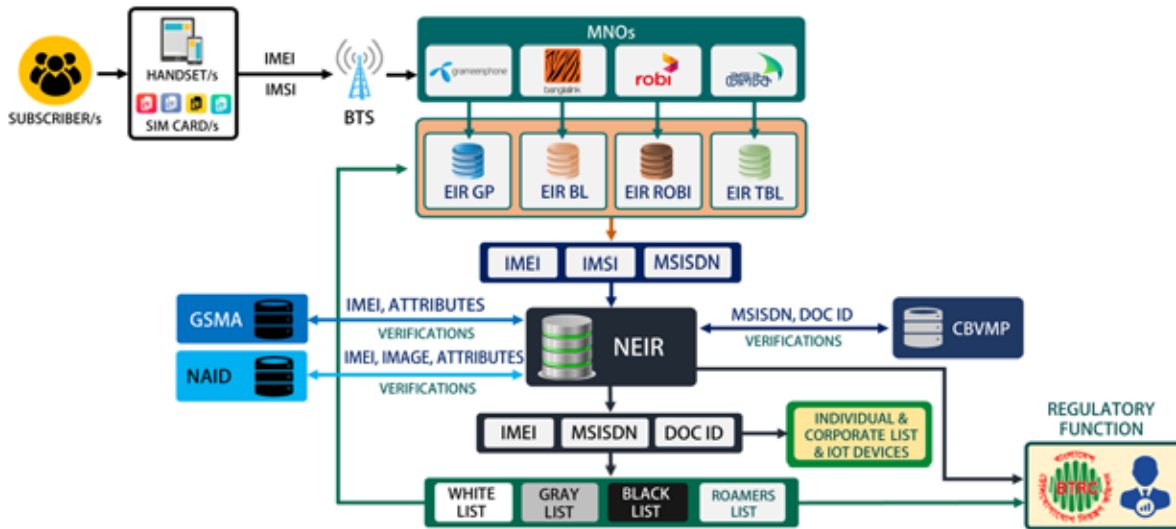
গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) এবং অন্যান্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে যানবাহনের রিয়েল-টাইম অবস্থান এবং যানবাহন সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য ট্র্যাক করার প্রযুক্তি হলো ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিস (VTS)। এটি জিপিএস ট্র্যাকিং সিস্টেম নামেও পরিচিত। সাধারণত আমাদের দেশে সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত এর পরিবহন সমূহকে চুরি, ছিনতাই এর মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধে ট্র্যাকিং করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে এই সার্ভিসটির ব্যবহার কিছু দিন আগে শুরু হয়। বর্তমানে ১৪টি কোম্পানি এই সেবা প্রদান করছে।

GPS Tracking Technology



১২। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনআইআইআর)

মোবাইল হ্যান্ডসেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে গ্রাহকের জাতীয় পরিচিতি ও নিবন্ধিত সিম কার্ডের সাথে ট্যাগিং করে প্রতিটি মোবাইল সেট নিবন্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সেবা গ্রহণ/প্রদান নিশ্চিত করা, অবৈধভাবে উৎপাদিত/আমদানিকৃত সকল মোবাইল সেটের ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আহরণ নিশ্চিত করা, ব্যবহৃত মোবাইল সেটের চুরি ও অবৈধ ব্যবহার রোধ করা এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনআইআইআর) সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায়, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস ২০০৮ এর সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক সফল দরদাতা হিসেবে 'সিনেসিস আইটি লিঃ' এর অনুকূলে এনআইআইআর সিস্টেম স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং বিটিআরসি'র পক্ষে হতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে গত ২৫/১১/২০২০ তারিখে এ বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়।



গ্রাহকের হ্যান্ডসেট ইআইআর এনআইআইআর সিবিভিএমপি

গত ০১/০৭/২০২১ ইং তারিখে এনইআইআর সিস্টেমটি বাস্তবায়নপূর্বক পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। পরবর্তীতে কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী গত ০১/১১/২০২১ ইং তারিখে সকল মোবাইল হ্যান্ডসেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধনের পাশাপাশি চুরি হওয়া মোবাইল ফোন বিটিআরসি/পুলিশ/মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক কর্তৃক অভিযোগের ভিত্তিতে ব্লক করা ও পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা রেখে এনইআইআর সিস্টেম পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা হয়।

১৩। বেতার যন্ত্র আমদানি-রপ্তানি, উৎপাদন, সংযোজন ও বাজারজাতকরণ

১৩.১। রেডিও ইকুইপমেন্ট ভেন্ডর তালিকাভুক্তি

বিটিআরসি প্রতিষ্ঠা হবার পূর্বে BTTB বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ খাত নিয়ন্ত্রণ করত। তৎকালীন সময়ে BTTB Wireless Telegraphy Act, 1993 As Adapted by the Bangladesh order, 1972, এর মাধ্যমে ‘License to Possess wireless Telegraphy Apparatus such as Transmitters, Components, etc. নামে লাইসেন্স প্রদান করত। উপর্যুক্ত লাইসেন্সধারী কোন প্রতিষ্ঠান মোবাইলফোন এর ছাড়পত্র চেয়ে আবেদন করলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ধীন তরঙ্গ ও বেতারের কার্যালয় হতে ছাড়পত্র প্রদান করা হত। পরবর্তীতে বিটিআরসি প্রতিষ্ঠা হবার পরে ২০০৩ সাল থেকে তৎকালীন BTTB হতে প্রদত্ত লাইসেন্স বিটিআরসি হতে “ডিলার পজেশন এবং রেডিও কমিউনিকেশন ভেন্ডর লাইসেন্স” নামে নবায়নে প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়। তবে ঐ সময় মূল লাইসেন্সের ফর্ম চূড়ান্ত ছিলনা বিধায় প্রদত্ত পত্রকেই সাময়িক লাইসেন্স হিসাবে বিবেচনা করা হত। পরবর্তীতে ২য় বিশেষ কমিশন সভা-২০০৮ এ ডিলার পজেশন ও ভেন্ডর লাইসেন্সের মূল ফর্মটি অনুমোদন করা হয় এবং ২০০৮ সাল থেকে মূল লাইসেন্সটি প্রদান শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ (সংশোধনী- ২০১০) এর আওতায় লাইসেন্স প্রদানের প্রবিধান না থাকায় ১০২তম কমিশন সভায় লাইসেন্সের পরিবর্তে লাইসেন্সের পূর্ব শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে তালিকাভুক্তি (Enlisted) করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ‘Radio Equipment Importer & Vendor Enlistment Certificate’ এর আওতায় মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট/অন্যান্য বেতারযন্ত্র আমদানিকারকদের নিবন্ধিত করা হয়। উক্ত সনদের মাধ্যমে সকল বেতার যন্ত্র তথা HF, VHF, UHF, Walkie-Talkie, Base/Repeater, Cellular Mobile Phone, Fixed Wireless Phone ইত্যাদি যন্ত্রপাতি আমদানীর অনুমতির জন্য প্রদান করা হয়। নিম্নের ছকে তালিকাভুক্তির সংখ্যা উপস্থাপন করা হল:

তালিকাভুক্তির নাম	পূর্ববর্তী সংখ্যা	২০২২-২০২৩ সাল
রেডিও ইকুইপমেন্ট ইমপোর্টার এবং ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট	৩৯১	১৬

১৩.২। রেডিও ইকুইপমেন্ট ইমপোর্টার ও ভেন্ডর আমদানিকারক হিসাবে তালিকাভুক্তি এবং নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি

Radio Equipment Importer & Vendor আমদানিকারক হিসাবে এনলিস্টমেন্ট সনদ গ্রহণ এবং উক্ত সনদ বার্ষিকভাবে নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসসহ আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রেরিত তথ্যাদি সঠিকভাবে বিবেচিত হলে কমিশন প্রতিষ্ঠানটির অফিস পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শক দল প্রেরণ করবে। পরিদর্শক দলের সন্তোষজনক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এনলিস্টমেন্ট ফি বাবদ সরকারি রাজস্ব পরিশোধের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা + ১৫ % ভ্যাট সহ একটি ডিম্যান্ড নোট জারী করা হবে। উক্ত ডিম্যান্ড নোটে উল্লেখিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধ সাপেক্ষে আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্ণিত এনলিস্টমেন্ট সনদ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য, Radio Equipment Importer & Vendor আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ০২ (দুই) বছর মেয়াদে এনলিস্টেড সনদ প্রদান করা হয়। তবে প্রতি ০১ বছর পূর্ণ হওয়ায় পর হালনাগাদ সকল কাগজ-পত্রাদি জমা দিতে হবে। সকল বেতারযন্ত্র আমদানিকারক সংস্থাসমূহকে ০২ (দুই) বৎসরের মেয়াদ সমাপ্ত হবার ০২ (দুই) মাস পূর্বে প্রয়োজনীয় হালনাগাদ সকল কাগজপত্রসহ ‘Radio Equipment Importer & Vendor’ ‘Certificate’ নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে প্রেরিত তথ্যাদি সঠিকভাবে বিবেচিত হলে বিটিআরসি হতে একবারে দুই বছরের জন্য ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) + ১৫ % ভ্যাট সহ একটি ডিম্যান্ড নোট জারী করা হবে। উক্ত ডিম্যান্ড নোটে উল্লেখিত সরকারি রাজস্ব পরিশোধ সাপেক্ষে আবেদনকারীকে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বর্ণিত এনলিস্টমেন্ট সনদ নবায়ন করা হবে।

১৩.৩। স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ

বর্তমান সরকারের গৃহীত ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে দেশে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও টেলিযোগাযোগ নির্ভর সেবার উপর নির্ভরতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিভিন্ন সেবা ব্যবহারের অন্যতম সহজ ও জনপ্রিয় মাধ্যম মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট। মোবাইল হ্যান্ডসেট কেবল যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমই নয়, মোবাইল এখন আমাদের নিত্যদিনের বিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, চাকরি-বাকরি এমনকি গবেষণার হাতিয়ারও। নানা প্রয়োজনে আমাদের জীবনের অপরিহার্য অংশ হওয়ার পাশাপাশি মোবাইল ফোন উৎপাদন-বিক্রয়, মোবাইল ফোন সার্ভিস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ কয়েক লাখ কোটি টাকার বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। দেশে বছরে শুধু হ্যান্ডসেটের বিক্রিই ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বলে জানিয়েছেন খাত সংশ্লিষ্টরা।

মোবাইল হ্যান্ডসেটের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশে মানসম্পন্ন মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন/সংযোজন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাওয়া রোধ, নতুন উৎপাদনশীল শিল্প স্থাপন, জাতীয় কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিমিত্ত বিটিআরসি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে নেতৃত্বের ভূমিকা রেখেছে। স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদন শিল্পে কমিশনের কার্যক্রম নিম্নরূপঃ

ক্রম	বিষয়	কার্যক্রমের বিবরণ
১	নির্দেশিকা জারি	সরকারের নির্দেশনায় বিটিআরসি আগস্ট ২০১৭ সালে “স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা” (১ম সংস্করণ-ডিসেম্বর ২০১৮) জারি করে।
২	স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন/সংযোজন পদ্ধতি	স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের জন্য এখন পর্যন্ত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সর্বমোট ১৫টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হয়ে SKD-Semi Knock Down পদ্ধতিতে সংযোজন এবং CKD-Complete Knock Down/Surface Mount Technology-SMT পদ্ধতিতে উৎপাদন করে বাজারজাত করে আসছে।
৩	দেশীয় ব্র্যান্ডধারী প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য ODM পদ্ধতির প্রবর্তন	দেশীয় ব্র্যান্ডধারী মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সমূহের Original Design Manufacturer (ODM) পদ্ধতিতে স্থানীয় এ’ ক্যাটাগরী Enlistment সনদধারী এবং ‘বি’ ক্যাটাগরী Enlistment সনদধারী প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে তাদের চাহিদা এবং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট তৈরি করার সুযোগ রয়েছে।
৪	বিনিয়োগ ও জনবল	এ শিল্পে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় ২০০০(দুই হাজার) কোটি টাকা এবং এই শিল্পে নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ১১,০০০ জন প্রায়।
৫	প্রণোদনা	সরকার স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন/সংযোজনে ট্যাক্স/ভ্যাট অব্যাহতিসহ নানা প্রণোদনা প্রদান করেছে।
৬	২০২২-২৩ অর্থবছরে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের পরিসংখ্যান	বর্তমানে দেশে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের এই শিল্পের মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১,৫৭,৮৪,৯৭৬টি 2G ফিচারফোন, ৭,৪৮০টি 3G স্মার্টফোন, ৬৭,১৩,৮৯৩টি 4G স্মার্টফোন, ১৫,৫০৪টি 5G স্মার্টফোন সহ সর্বমোট ২,২৫,২১,৮৫৩টি মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট উৎপাদন করে বাজারজাত করা হয়, যা দেশের মোট চাহিদার সিংহভাগ।

স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন সংযোজন/উৎপাদনের কারখানার কার্যক্রমের কিছু চিত্র:



১৩.৪। শুধুমাত্র 3G প্রযুক্তি সম্মিলিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের স্থানীয়ভাবে উৎপাদন/সংযোজন এবং আমদানি বন্ধকরণ

Mobile Phone Handset Manufacturer and Vendor Enlistment” ও “Radio Equipment Importer and Vendor Enlistment” সনদধারী কিছু প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র 3G সম্মিলিত স্মার্ট ফোন বা ট্যাব স্থানীয়ভাবে উৎপাদন/সংযোজন এবং আমদানি করে আসছিল। যা সরকারের 4G গ্রাহকের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে বাঁধাগ্রস্ত করছিল। এ প্রেক্ষিতে, কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ হতে বিগত ৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে শুধুমাত্র 3G প্রযুক্তি সম্মিলিত মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট স্থানীয়ভাবে উৎপাদন/সংযোজন এবং আমদানি বন্ধ করত: 2G/3G/4G প্রযুক্তির হ্যান্ডসেট উৎপাদন/আমদানি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়, যা গত ০১ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে কার্যকর হয়েছে।

১৪। স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার কার্যক্রমের বিবরণ

তরঙ্গ একটি অতি মূল্যবান ও সীমিত জাতীয় সম্পদ হওয়ায় এর সুষ্ঠু ও যথাযথ ব্যবহার খুবই জরুরী। তরঙ্গের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সুষ্ঠু তরঙ্গ ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়যোগী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগের অধীনে স্পেকট্রাম মনিটরিং শাখার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী ও ব্যবহারকারী অনুকূলে বিটিআরসি কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গ যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভবপর হচ্ছে। এছাড়াও, বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী সংস্থা যেমনঃ মোবাইল ফোন অপারেটর, এফএম রেডিও অপারেটর, সরকারি সংস্থা ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যাসমূহের সমাধান করা হচ্ছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের কভারেজ নিশ্চিতকরণ, ক্রস বর্ডার ইন্টারফেরেন্স সনাক্তকরণ ও দূরীকরণে মনিটরিং শাখা হতে নিয়মিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে তরঙ্গের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি তরঙ্গ বরাদ্দকরণ পরবর্তী তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমসমূহ কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। স্পেকট্রাম মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিটিআরসি'তে ০৩ (তিন) টি ভেন্ডরের যন্ত্রপাতি রয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

(০১) TCI International Inc. নামক যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ২০০৯ সালে ০৬ (ছয়) টি ফিক্সড মনিটরিং সিস্টেম, ০৫ (পাঁচ) টি মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম এবং ০১ (এক) টি পোর্টেবল মনিটরিং সিস্টেম ক্রয় করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ২০ কিলোহার্জ হতে ৩ গিগাহার্জ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়। সিস্টেমটির মাধ্যমে দেশের সর্বত্র তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যা সমাধানে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

(০২) স্পেকট্রাম মনিটরিং সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৭ সালে Narda Safety Test Solutions GmbH নামক জার্মানি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে IDA2 মডেলের ১০ (দশ) টি হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস ক্রয় করা হয়। ঢাকা স্টেশনে ০৫ (পাঁচ) টি এবং চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রংপুর ও বগুড়া স্টেশনে ০১ (এক) টি করে এই হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস রয়েছে। এ সকল মনিটরিং যন্ত্রের মাধ্যমে ৯ কিঃহাঃ থেকে ৬ গিঃ হাঃ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও দিক নির্ণয় (Direction Finding) করা যায়। সিস্টেমটির মাধ্যমে অতি সহজে এবং দ্রুত সময়ে দেশের সর্বত্র বিভিন্ন তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতাজনিত সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

narda 



(০৩) Ministry of Science and ICT, Republic of Korea এর আওতাধীন Central Radio Management Service (CRMS) নামক সরকারি সংস্থার সরকারি সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় Onpoom Co. Ltd. নামক ভেভরের মাধ্যমে বিটিআরসি'র অনুকূলে ২০১৯ সালে ০১ (এক) টি ফিক্সড মনিটরিং স্টেশন এবং ০২ (দুই) টি পোর্টেবল মনিটরিং স্টেশন প্রদান করা হয়। এ সকল যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ২০ মেগাহার্টজ হতে ৬ গিগাহার্টজ পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ করা যায়।

TCI 

TCI International Inc. USA

narda
Safety Test Solutions
an  Technologies Company

Narda Safety Test Solutions
GmbH, Germany



Central Radio Management
Service (CRMS),
Ministry of ICT, Korea



তরঙ্গ ব্যবহারকারী বিভিন্ন টেলিকম লাইসেন্সধারী সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগ, তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং সাপ্তাহিক তরঙ্গ পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ব্যান্ডে তরঙ্গ পরিবীক্ষণ ও অবৈধ ট্রান্সমিটার সনাক্তকরণ স্পেকট্রাম বিভাগের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সফলভাবে এরূপ মোট ৩৮টি তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

(ক) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী বিলোনিয়া স্থলবন্দর এলাকায় সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী বিলোনিয়া, ফেনী স্থলবন্দর এলাকায় সার্বক্ষণিক মোবাইল নেটওয়ার্ক সার্ভিস নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক গত ২৪ হতে ২৫ আগস্ট, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং NARDA IDA-২ হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, বর্ণিত এলাকায় মোবাইল অপারেটরের কভারেজ ও সিগন্যাল স্ট্রেন্থ দুর্বল থাকায় স্থল বন্দরে নিরাপত্তা কার্যক্রমে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি সংস্থা সমূহের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে এবং স্থানীয় জনসাধারণের জরুরী মোবাইল যোগাযোগে বিঘ্ন ঘটছে। সাধারণত সীমান্ত এলাকায় বিটিএস স্থাপনের ক্ষেত্রে বিটিএস এর ন্যূনতম টাওয়ারের উচ্চতা শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এলাকা কভার করার মত Antenna Angle, Antenna Tilt করা হয় এবং Transmission Power Output ও TA (Time in Advance) Technology এর মান সীমিত করে যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। পরবর্তীতে উক্ত এলাকায় মোবাইল অপারেটর কর্তৃক Pico Cell/Small Cell BTS স্থাপনের মাধ্যমে বর্ণিত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।



চিত্র ৩.১০: বিলোনিয়া স্থলবন্দর এলাকায় সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

(খ) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া ও পাটগ্রাম জেলার বুড়িমারি স্থলবন্দর এলাকায় সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী পঞ্চগড় জেলার তেতুলিয়া ও পাটগ্রাম জেলার বুড়িমারি স্থলবন্দর সীমান্ত এলাকায় গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিঃ ও বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ এর অনুকূলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গে প্রতিবন্ধকতার উৎস সনাক্তকরণ ও নিরসনে কমিশনের তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক গত ২২ হতে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রাম মনিটরিং ডিভাইস Narda IDA-2 হতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং আগত সিগন্যাল সমূহের ফ্রিকুয়েন্সি অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত টাওয়ার হতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তরঙ্গ পরিচালনার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যা গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিঃ ও বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ এর মোবাইল নেটওয়ার্কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। পরবর্তীতে বর্ণিত ০২ (দুই) টি এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্কের ফ্রিকুয়েন্সি বর্ডার ইন্টারফেয়ারেন্স সমস্যা সমাধানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য এবং ভারতের সমস্ত মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্ক ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি ও ভারতের টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ বিষয়ক তৎপরতা চলমান রয়েছে।



চিত্র ৩. ১১ : সীমান্তবর্তী এলাকায় সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

(গ) এনটিএমসি'র অনুকূলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত তরঙ্গ সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার (এনটিএমসি) এর অনুকূলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত ইউএইচএফ ব্যান্ড (৪১০.৪২৫ মেঃ হাঃ ও ৪২০.৪২৫ মেঃ হাঃ) তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনের নিমিত্তে কমিশন স্পেকট্রাম বিভাগ কর্তৃক গত ২৪/০১/২৩ ও ৩১/০১/২৩ এবং ০৫/০২/২৩ইং তারিখ তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা কর হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে এনটিএমসি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৪১০.৪২৫ মেঃ হাঃ ও ৪২০.৪২৫ মেঃ হাঃ তরঙ্গ ব্যান্ডে অপ্রত্যাশিত নয়জের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বর্ণিত তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনে এনটিএমসি কর্তৃক ব্যবহৃত ইউএইচএফ রিপটার রিসেট এবং ওয়াকি-টকি'র চ্যানেল ও ফ্রিকোয়েন্সি নতুন করে টিউনিং করা হয়। পরবর্তীতে বর্ণিত তরঙ্গে আর কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত/অপ্রত্যাশিত নয়জের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।



চিত্র ৩.১২: এনটিএমসি'তে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

(ঘ) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বরিশাল রাডার ইউনিটে সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বরিশাল রাডার ইউনিটে আকাশ প্রতিরক্ষার সার্বিক কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত লং রেঞ্জের রাডারের মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সির (১২৫০-১৪০০ মেঃ হাঃ) ইন্টারফেরেন্সের উৎস সনাক্তকরণ ও দূরীকরণের জন্য উক্ত এলাকায় ১১/০১/২০২৩ইং হতে ১৩/০১/২০২৩ইং পর্যন্ত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (বরিশাল রাডার ইউনিট) কর্তৃক স্থাপিত আকাশ প্রতিরক্ষা রাডার চালু ও বন্ধ অবস্থায় TCI মনিটরিং সিস্টেম ও Narda IDA-2 হ্যান্ডহেল্ড মনিটরিং ডিভাইস দ্বারা তরঙ্গ পরিবীক্ষণকালীন কোনও অপ্রত্যাশিত তরঙ্গের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। পরবর্তীতে বিটিআরসির তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দল ও রাডারটির প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইতালির Leonardo কোম্পানির বিশেষজ্ঞ দলের মতামত অনুযায়ী রাডারটি পুনরায় টিউনিং করা হয়েছে। তৎপরবর্তী, বর্ণিত রাডারটিতে ব্যবহৃত তরঙ্গে অদ্যাবধি কোন অপ্রত্যাশিত তরঙ্গের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি।



চিত্র ৩.১৩: বরিশাল রাডার ইউনিটে সম্পাদিত তরঙ্গ পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশবিশেষ

(ঙ) বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত (৯০০ মেঃ হাঃ, ১৮০০ মেঃ হাঃ ও ২১০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ড) তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

দেশের বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে কমিশন কর্তৃক বরাদ্দকৃত (৯০০ মেঃ হাঃ, ১৮০০ মেঃ হাঃ ও ২১০০ মেঃ হাঃ ব্যান্ড) তরঙ্গ ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা নিরসনের নিমিত্ত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে বিটিআরসি'র হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইস দ্বারা তরঙ্গের তথ্য বিশ্লেষণ ও Direction Finding করে তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার উৎস সমূহ নির্ণয় করে বিভিন্ন অফিস/মার্কেট/বাসা বাড়ীর ছাদে স্থাপিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী Repeater/Booster এর সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুমোদনহীন এ সকল Repeater/Booster এর কারণে মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে বরাদ্দকৃত তরঙ্গে সৃষ্ট তরঙ্গ প্রতিবন্ধকতার সমস্যা বিটিআরসি'র তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক সমাধান করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকা হতে আইন শৃংখলা বাহিনীর সহায়তায় অনুমোদনহীন এ সকল Repeater/Booster, জ্যামার, ওয়াকি-টকি জব্দ করা হয়েছে। বিটিআরসির তরঙ্গ পরিবীক্ষণ দল কর্তৃক নিয়মিত এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা চলমান রয়েছে।



চিত্র ৩.১৪: প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অনুমোদনহীন বেতার যন্ত্রপাতি জব্দকরণে মনিটরিং দলের কার্যক্রম

১৫। একনজরে স্পেকট্রাম বিভাগের অংশীজনের হালনাগাদ তালিকাঃ

ক্র. নং	ক্যাটাগরি	লাইসেন্সের সংখ্যা
০১	সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিস	০৪
০২	পিএসটিএন সার্ভিস	০১
০৩	ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এ্যাক্সেস সার্ভিস	০০
০৪	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)	০৪
০৫	টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং	০১
০৬	স্যাটেলাইট টেলিভিশন ব্রডকাস্টিং	৩৯
০৭	এফএম রেডিও ব্রডকাস্টিং	২৮
০৮	কমিউনিটি রেডিও ব্রডকাস্টিং	২০
০৯	পাবলিক মোবাইল রেডিও সার্ভিস	৩০০
১০	শর্ট বিজনেস রেডিও সার্ভিস	৯৯৯
১১	মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান	১৫
১২	এ্যারোনটিক্যাল রেডিও সার্ভিস	১৩২
১৩	মেরিটাইম রেডিও সার্ভিস	৬৪৩

১৪	ভিস্যাট	০৩
১৫	বেতার যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তিপত্র জারিকরণ/ রেডিও ইকুইপমেন্ট ইম্পোর্টার এন্ড ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান	৪০৭
১৬	ডিটিএইচ (DTH)	০১
১৭	ইন্টারনেট অফ থিংস (IOT)	৭৪

১৬। রেডিও কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডি এন্ড রিসার্চ

স্পেকট্রাম বিভাগের এই শাখাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বেতার তরঙ্গ একটি সীমাবদ্ধ এবং সীমিত জাতীয় সম্পদ। এই সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য এবং সমন্বয়যোগ্য বেতারযন্ত্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এই শাখাটি International Telecommunication Union (ITU), Asia Pacific Telecommunity (APT) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি নিয়মিতভাবে World Radio Conference (WRC) তে যোগদান করছে। উল্লেখ্য, WRC হলো ITU কর্তৃক আয়োজিত তরঙ্গ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ কনফারেন্স, যা আগামী ১৩ নভেম্বর ২০২৩ হতে ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উক্ত সভায় নতুন তরঙ্গ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ, রেডিও রেগুলেশন সংশোধন ইত্যাদি সংক্রান্ত তরঙ্গ ব্যবস্থাপনার গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। তরঙ্গ ব্যবহারে বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে WRC-২০২৩ এর পূর্ব প্রস্তুতিমূলক সভা সমূহে অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশের পক্ষে স্পেকট্রাম বিভাগের রেডিও কমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ডি এন্ড রিসার্চ শাখা হতে এজেন্ডা উপস্থাপন করা হয়।

১৭। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমান সময় এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে টেলিকম শিল্পের বিকাশকে অগ্রগামী ও ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত স্পেকট্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণা, স্পেকট্রাম পলিসি গবেষণা, এবং বেতার যন্ত্রপাতির গুণমান নির্ধারণের সুবিধার্থে বিটিআরসি একটি রেডিও ইকুইপমেন্ট টেস্ট অ্যান্ড সার্টিফিকেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বিটিআরসি'র মনিটরিং সিস্টেম এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যান্ড রিসিভার ফিল্টার, ইন্টারনেট ম্যাপিং সুবিধা, ফিল্ড স্ট্রিংথ ম্যাপিং সুবিধা, অটোমেটিক ইন্টারফেরেন্স ডিটেকশন (এলার্ম ফাংশন), TDOA (Time Difference of Arrival) & Hybrid Geolocation, Dual Polarization সহ অত্যাধুনিক মনিটরিং সুবিধাসম্বলিত যন্ত্রপাতি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বিটিআরসি'র বিদ্যমান স্পেকট্রাম মনিটরিং সিস্টেম যুগোপযোগী ও আরো আধুনিকায়নের জন্য ৯ কিঃহাঃ থেকে ৮ গিঃহাঃ সক্ষমতা সম্বলিত মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং টেরেস্ট্রিয়াল মনিটরিং সিস্টেমের পাশাপাশি নতুন ভাবে UAV (Unmanned Aerial Vehicle) মনিটরিং সিস্টেম, Airband মনিটরিং সিস্টেম, স্যাটেলাইট মনিটরিং সিস্টেম সংযোজন করার বিষয়ে পরিকল্পনা রয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং
এন্ড
অপারেশন্স
বিভাগ

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন বিভাগ

টেলিকম সেক্টরের বিভিন্ন সিস্টেম স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ, টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এবং এর সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন (ইএন্ডও) বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। অপারেটরগণের পরিচালনা ব্যবস্থা পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ, অপারেটরগণের প্রতিবেদন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাই এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে এ বিভাগ লাইসেন্সিং নীতিমালার কারিগরি প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে। ইএন্ডও বিভাগ গেটওয়ে অপারেটর এবং এএনএস (ANS) অপারেটরগণের ভয়েস ও ডেটা ট্রাফিক এবং ব্যান্ডউইথ বন্টন পর্যবেক্ষণ করে এবং যথাযথ রাজস্ব আদায়ে কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS) এর মানদণ্ড নির্ধারণ, লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত সেবার মান পরিবীক্ষণ এবং উক্ত মান যাতে কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত মানের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা ইএন্ডও বিভাগ নিশ্চিত করে থাকে। এছাড়া, এই বিভাগ মানব দেহ এবং পরিবেশের উপর BTS এবং High Frequency'তে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি হতে ক্ষতিকারক Electromagnetic Field (EMF) এর Exposure এর বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন এবং Radiation পরিমাপের

কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কলসেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য ইএন্ডও বিভাগ এর নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগ কলসেন্টার শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইএন্ডও বিভাগ দেশব্যাপী বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে Web Based Interactive Geographic Information System (GIS) Map প্রস্তুত করেছে। এ বিভাগ টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ বিষয়ক নির্দেশনা জারি করে এবং আন্তঃসংযোগ বিষয়ক বিভিন্ন বিরোধের নিষ্পত্তি করে থাকে। এই বিভাগ নন-রেডিও যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য অনাপত্তি পত্র প্রদান করে। এছাড়াও ইএন্ডও বিভাগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ সূচক নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন বিভাগ টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নম্বর বা সংখ্যা সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী বিভিন্ন গেটওয়ে এবং ANS অপারেটরদের প্রয়োজনানুযায়ী নম্বর বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এ বিভাগ দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামো নির্মাণ পর্যবেক্ষণ এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে থাকে।

ইএন্ডও বিভাগের কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

১। 3G ও 4G প্রযুক্তির প্রসার

3G'র দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ দেশের চারটি মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানকে 4G লাইসেন্স প্রদান করে। লাইসেন্স পাওয়ার পর পরই গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংক দেশের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় 4G সেবা চালু করে। উল্লেখ্য, বিটিআরসি গত ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে নিলামের মাধ্যমে 4G তরঙ্গ বরাদ্দ দেয়। সরকার তরঙ্গ নিরপেক্ষতা সুবিধা প্রদান করায় মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠানসমূহ 4G নেটওয়ার্ক বিস্তারে উক্ত সুবিধা ব্যবহার করছে।

4G লাইসেন্স এর Rollout Obligation সংক্রান্ত শর্ত পূরণ ও ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহ দ্রুত গতিতে সারা দেশে 4G নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল বিভাগীয় এবং জেলা শহরে ও অধিকাংশ উপজেলায় 4G সেবা চালু রয়েছে। এ লক্ষ্যে অপারেটর সমূহ জুন'২০২৩ পর্যন্ত মোট ৫৪৮৪১ টি 4G e-NodeB স্থাপন করেছে। দেশে 4G গ্রাহক সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন'২০২৩ পর্যন্ত 4G গ্রাহক সংখ্যা ৯৩.৮৬৩ মিলিয়ন এ উন্নীত হয়েছে।

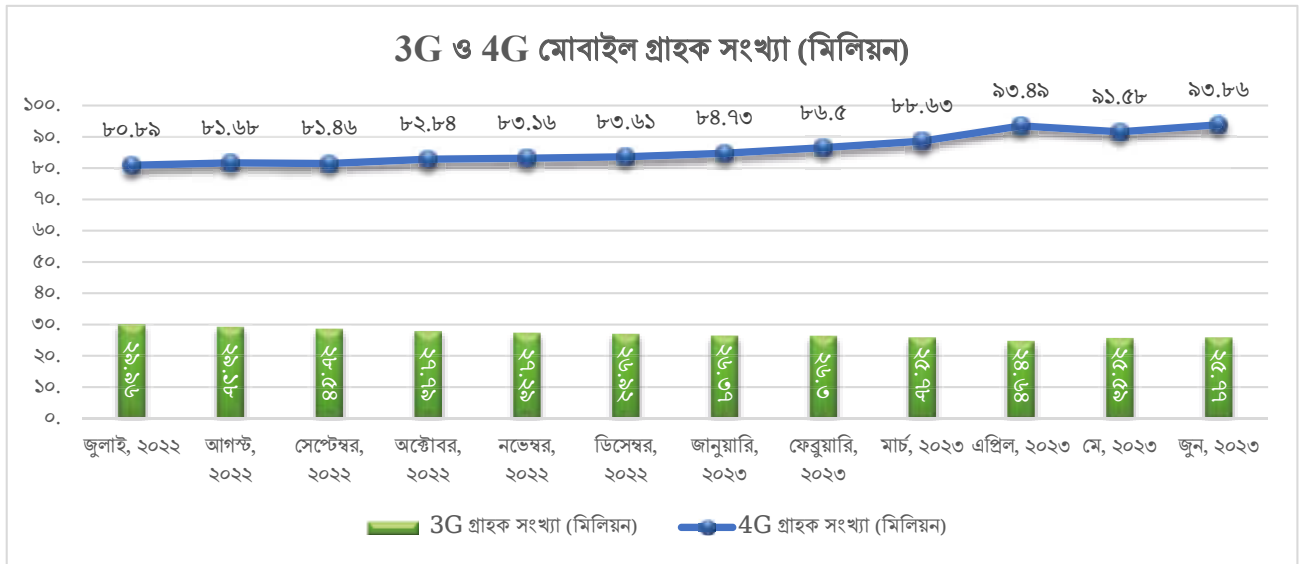
গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে 3G নিলামের মাধ্যমে ৪টি বেসরকারি মোবাইল ফোন অপারেটরকে 3G লাইসেন্স দেয়া হয়। টেলিটক বাংলাদেশ অক্টোবর, ২০১২ থেকে গ্রাহক পর্যায়ে এই সেবা দিয়ে আসছে। 3G'র তুলনায় 4G অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিধায়, এর মাধ্যমে দ্রুত গতির ও উন্নতমানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। তৎপ্রেক্ষিতে, বর্তমানে চারটি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরই 3G'র তুলনায় 4G নেটওয়ার্ক বিস্তারের লক্ষ্যে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। এর ফলে ক্রমশই 3G'র তুলনায় 4G গ্রাহক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, জুন, ২০২৩ পর্যন্ত দেশে সর্বমোট ২৫.৭৬৮ মিলিয়ন 3G গ্রাহক রয়েছে।

উল্লেখ্য, সরকার তিনটি মোবাইলফোন অপারেটর প্রতিষ্ঠান গ্রামীণফোন, রবি ও বাংলালিংককে গত ১১ নভেম্বর, ১৯৯৬ খ্রিঃ 2G লাইসেন্স প্রদান করে। এছাড়া, গত ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ খ্রিঃ রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড'কে 2G লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত 2G, 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

2G, 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা			
মাস	2G গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	3G গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	4G গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)
জুলাই, ২০২২	৭৩.১৯	২৯.৯৬	৮০.৮৯
আগস্ট, ২০২২	৭২.৭১	২৯.১৮	৮১.৬৮
সেপ্টেম্বর, ২০২২	৭১.৪৩	২৮.৫৪	৮১.৪৬
অক্টোবর, ২০২২	৭১.০৫	২৭.৭৯	৮২.৮৪
নভেম্বর, ২০২২	৭০.৪৩	২৭.২৯	৮৩.১৬
ডিসেম্বর, ২০২২	৬৯.৬৬	২৬.৯২	৮৩.৬১
জানুয়ারি, ২০২৩	৬৯.৬৯	২৬.৩৭	৮৪.৭৩
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	৬৯.৮২	২৬.৩	৮৬.৫
মার্চ, ২০২৩	৬৯.৪৯	২৫.৭৮	৮৮.৬৩
এপ্রিল, ২০২৩	৬৬.০৭	২৪.৬৪	৯৩.৪৯
মে, ২০২৩	৬৭.৯৫	২৫.৫৯	৯১.৫৮
জুন, ২০২৩	৬৬.৪৭	২৫.৭৭	৯৩.৮৬

ছক ৪.১: 2G, 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা



লেখচিত্র ৪.১: 3G ও 4G মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)

সাধারণত, 2G প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ গতি ছিল ৬৪ কেবিপিএস পর্যন্ত, অন্যদিকে 3G এর ক্ষেত্রে ৫১২ কেবিপিএস থেকে ৪ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। 3G সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উচ্চ গতি সম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা সম্ভবপর হয়েছে এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করে গ্রাহক ই-কর্মািস, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্স এবং টেলি কনফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে।

4G নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গ্রাহক ফুল এইচডি ভিডিও স্ট্রিমিং, নিখুঁত ভিডিও কলিং, সুপার ফাস্ট ডাউনলোডিং, মিউজিক স্ট্রিমিং ইত্যাদি সেবা পাচ্ছেন। 3G এর পাশাপাশি 4G কানেকটিভিটি সারা দেশে দ্রুত প্রসারের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরের মধ্যে শিক্ষা ও প্রযুক্তির বৈষম্য দূর করার পাশাপাশি কৃষি এবং স্বাস্থ্য এই দুই খাতেও অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হবে। মোবাইল অপারেটর প্রতিষ্ঠাসমূহকে প্রযুক্তিগত নিরপেক্ষতা, ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং সুবিধা প্রদানসহ সরকারের বিভিন্ন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দ্রুততম সময়ে 4G নেটওয়ার্ক সারাদেশে বিস্তৃত হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

২। 5G প্রযুক্তির প্রসার

4G নেটওয়ার্কের তুলনায় প্রায় ১০ গুন অধিক গতি (২০ জিবিপিএস), ৫ মিলিসেকেন্ড-এর কম Latency ও একইসাথে ১০০ গুন অধিক সংখ্যক গ্রাহককে অতিদ্রুত গতির মোবাইল নেটওয়ার্ক পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত মোবাইল অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডসহ লাইসেন্সধারী ০৪ (চার) টি মোবাইল অপারেটরই ইতোমধ্যে 5G-এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড গত ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে 5G সেবা প্রদান শুরু করেছে। বাকী ০৩ (তিন) টি মোবাইল অপারেটরের মধ্যে বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিমিটেড জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেড ও গ্রামীণফোন লিমিটেড সেপ্টেম্বর, ২০২২ খ্রিঃ হতে নির্ধারিত কিছু স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে 5G সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু করেছে।

৩। অন-নেট সংযোগ এর মাধ্যমে পরিচালিত কল মিনিট

অপারেটরদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক এর মধ্য দিয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ট্রাফিক পরিচালনা করা হচ্ছে যাকে অন-নেট ট্রাফিক বলে। জুলাই, ২০২২ খ্রিঃ এ অন-নেট কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ১৩৭৭৬.৯ মিলিয়ন মিনিট যা পরবর্তীতে জুন, ২০২৩ খ্রিঃ তে ১২৯৭৬.২ মিলিয়ন কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

মাস	অন-নেট কল মিনিট (মিলিয়ন)
জুলাই, ২০২২	১৩৭৭৬.৯০
আগস্ট, ২০২২	১৩৫৯৬.১০
সেপ্টেম্বর, ২০২২	১২৯৪৩.৪০
অক্টোবর, ২০২২	১২৯৪৩.৪০
নভেম্বর, ২০২২	১২৯৪৩.৪০
ডিসেম্বর, ২০২২	১২৫৬৩.১০
জানুয়ারি, ২০২৩	১২৮১২.৬০
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১১৮৯১.৭০
মার্চ, ২০২৩	১৩১৪২.৯০
এপ্রিল, ২০২৩	১২৫৬৩.৪০
মে, ২০২৩	১৩১৮১.৫০
জুন, ২০২৩	১২৯৭৬.২০

ছক ৪.২: অন-নেট কল মিনিট (মিলিয়ন)



লেখচিত্র ৪.২: অন-নেট কল মিনিট (মিলিয়ন)

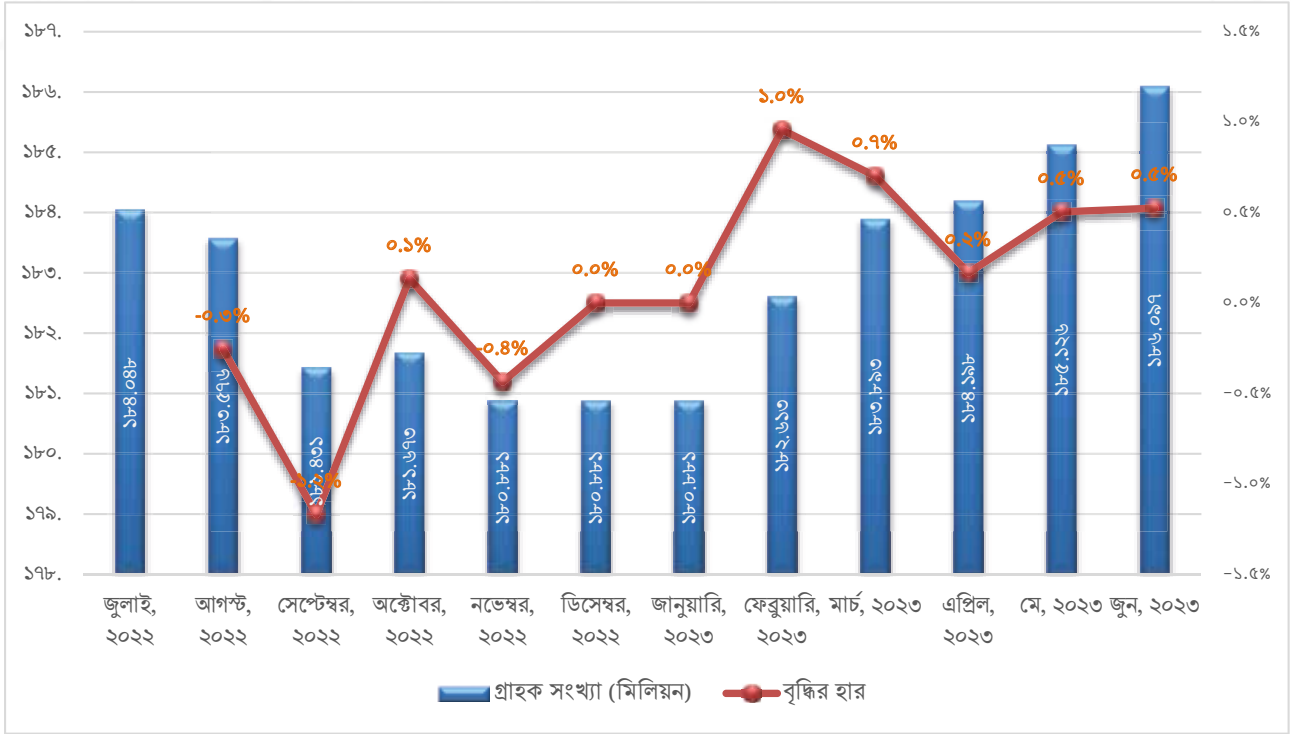
৪। তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা

৪.১। মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার এবং অপারেটরদের মার্কেট শেয়ার

জুন, ২০২৩ সালে মোট মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ১৮৬.০৯৭ মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। মোবাইল গ্রাহক সংখ্যার মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

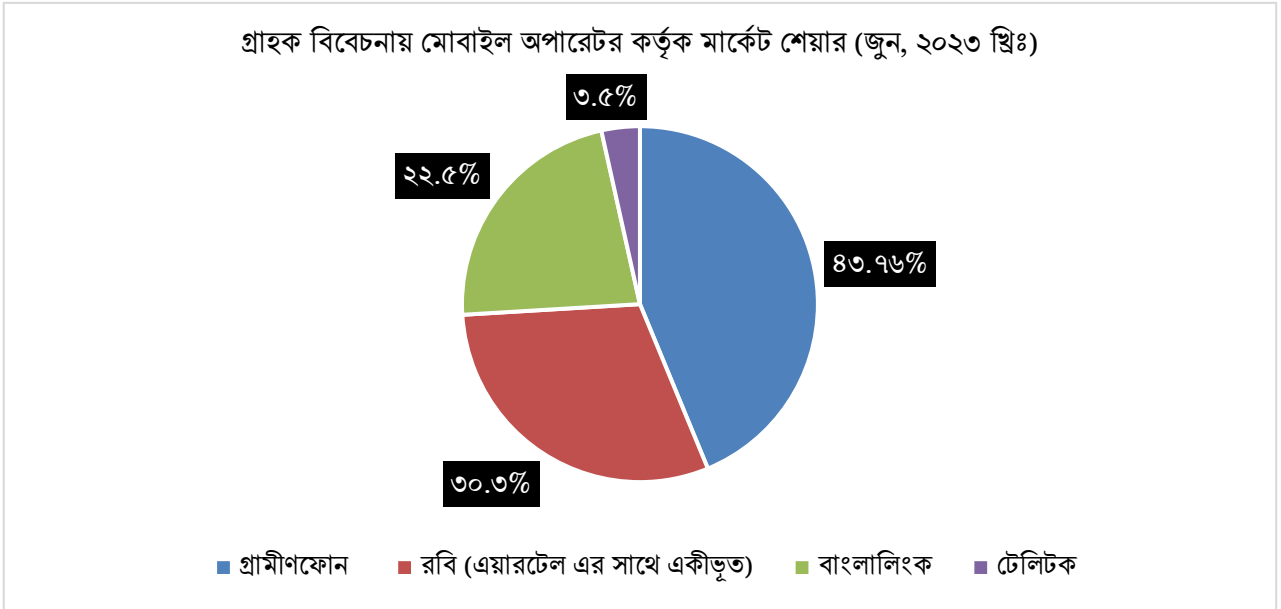
মাস	গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	বৃদ্ধির হার
জুলাই, ২০২২	১৮৪.০৪৮	
আগস্ট, ২০২২	১৮৩.৫৭৬	-০.৩%
সেপ্টেম্বর, ২০২২	১৮১.৪৩১	-১.২%
অক্টোবর, ২০২২	১৮১.৬৭৩	০.১%
নভেম্বর, ২০২২	১৮০.৮৮১	-০.৪%
ডিসেম্বর, ২০২২	১৮০.৮৮১	০.০%
জানুয়ারি, ২০২৩	১৮০.৮৮১	০.০%
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৮২.৬১৩	১.০%
মার্চ, ২০২৩	১৮৩.৮৯৩	০.৭%
এপ্রিল, ২০২৩	১৮৪.১৯৮	০.২%
মে, ২০২৩	১৮৫.১২৬	০.৫%
জুন, ২০২৩	১৮৬.০৯৭	০.৫%

ছক ৪.৩: মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ও গ্রাহক বৃদ্ধির হার



লেখচিত্র ৪.৩: মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন) ও গ্রাহক বৃদ্ধির হার (%)

একইসাথে মোবাইল অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মার্কেটের সাম্যাবস্থা ইতিবাচক দিকে অগ্রসর হচ্ছে।



লেখচিত্র ৪.৪: গ্রাহক বিবেচনায় মোবাইল অপারেটর কর্তৃক মার্কেট শেয়ার (জুন, ২০২৩ খ্রিঃ)

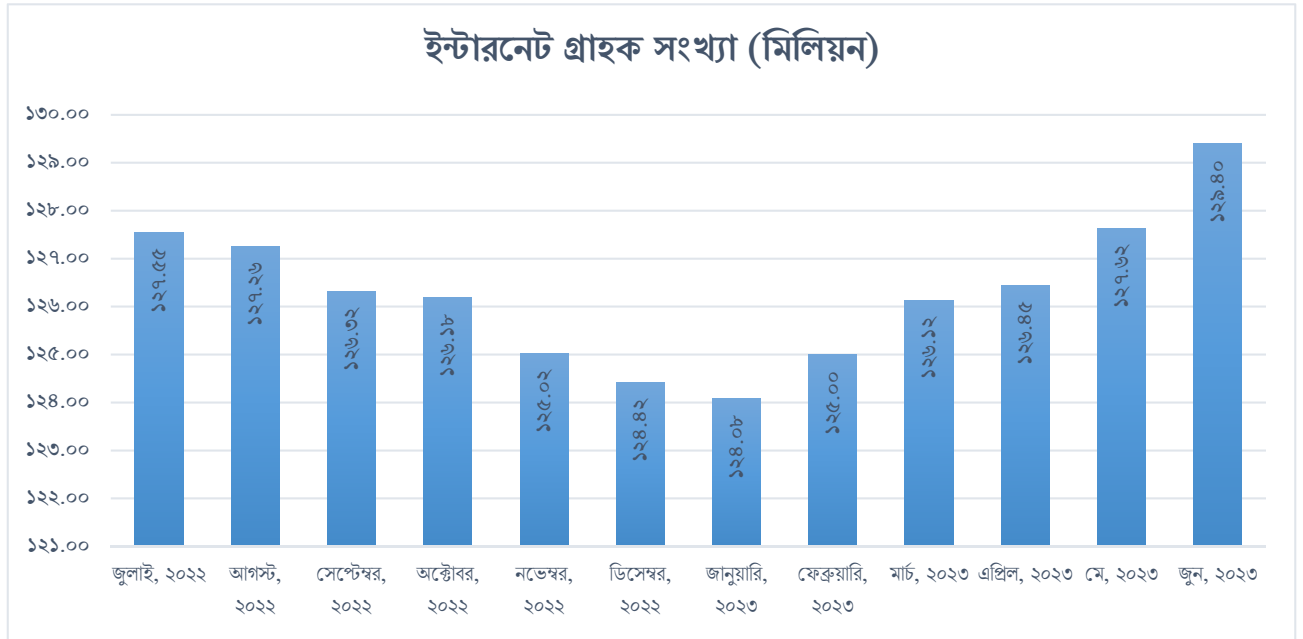
৪.২। ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব

২০২২-২৩ অর্থবছরে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বিশেষতঃ মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জুন, ২০২৩ সালে মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১১৭.২৫ মিলিয়ন এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া, আইএসপি ও পিএসটিএন ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১২.১৪৫ মিলিয়ন। উল্লেখ্য, জুন, ২০২৩ সালে টেলিডেনসিটি এবং ইন্টারনেট ডেনসিটি যথাক্রমে ১০৫.৮১% ও ৭৩.৪৬% এ উন্নীত হয়েছে।

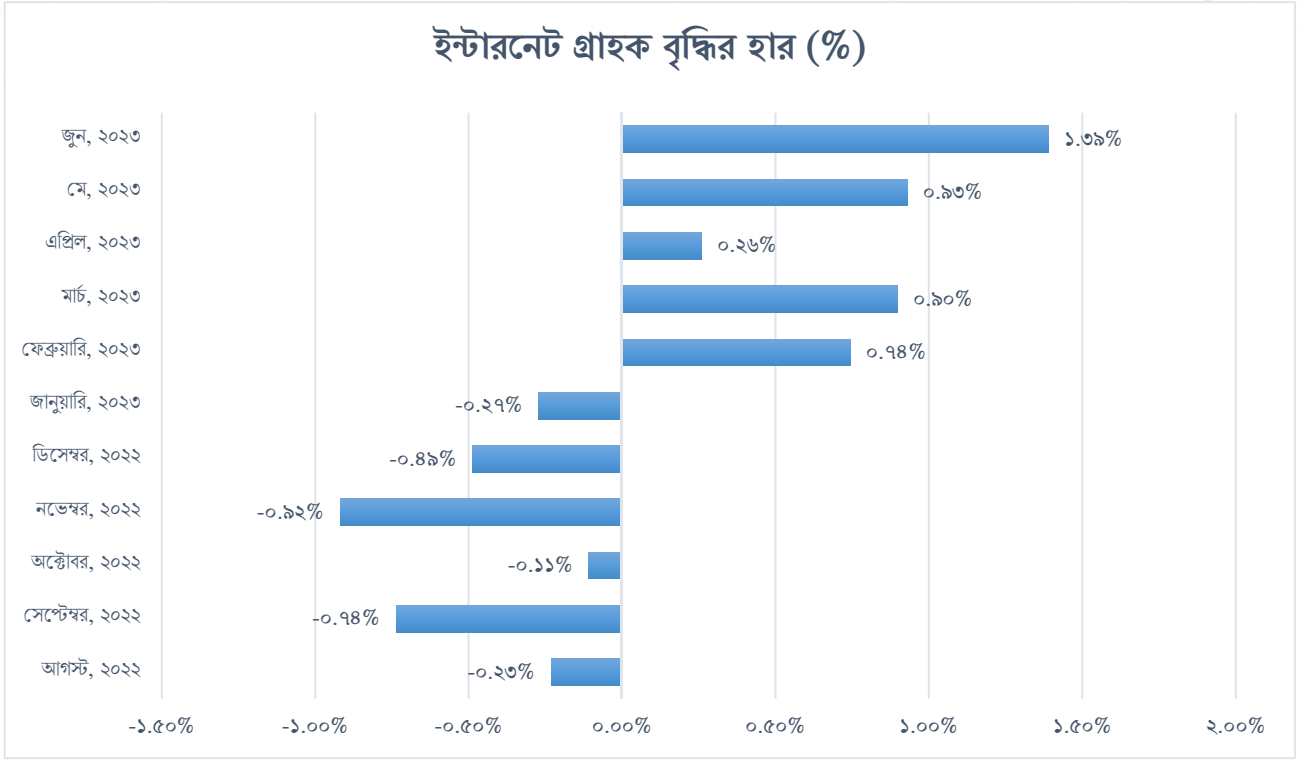
বিগত ১২ মাস অর্থাৎ জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ইন্টারনেট গ্রাহক (মোবাইল, আইএসপি, পিএসটিএন) বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

ইন্টারনেট গ্রাহক (মোবাইল ও ফিক্সড)		
মাস	গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)	বৃদ্ধির হার
জুলাই, ২০২২	১২৭.৫৫	
আগস্ট, ২০২২	১২৭.২৬	-০.২৩%
সেপ্টেম্বর, ২০২২	১২৬.৩২	-০.৭৪%
অক্টোবর, ২০২২	১২৬.১৮	-০.১১%
নভেম্বর, ২০২২	১২৫.০২	-০.৯২%
ডিসেম্বর, ২০২২	১২৪.৪২	-০.৪৯%
জানুয়ারি, ২০২৩	১২৪.০৮	-০.২৭%
ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১২৫.০০	০.৭৪%
মার্চ, ২০২৩	১২৬.১২	০.৯০%
এপ্রিল, ২০২৩	১২৬.৪৫	০.২৬%
মে, ২০২৩	১২৭.৬২	০.৯৩%
জুন, ২০২৩	১২৯.৪০	১.৩৯%

ছক ৪.৪: ইন্টারনেট গ্রাহক (মোবাইল ও ফিক্সড)



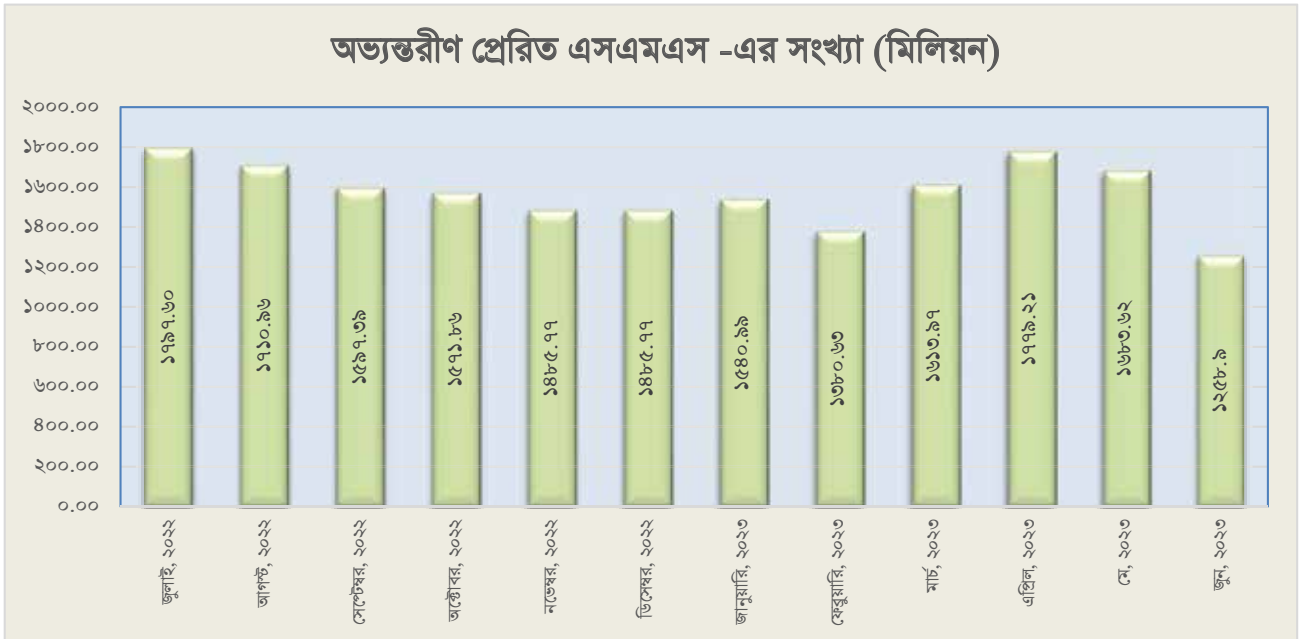
লেখচিত্র ৪.৫: ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)



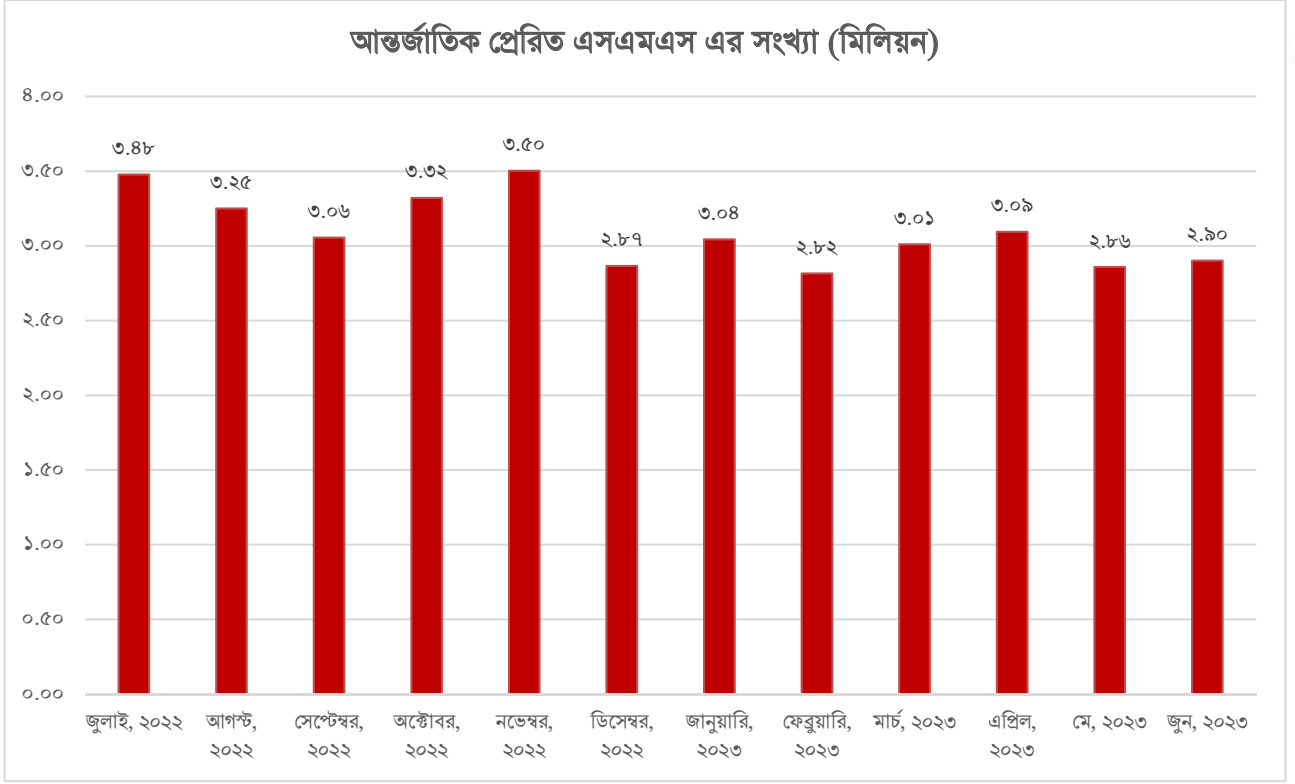
লেখচিত্র ৪.৬: ইন্টারনেট গ্রাহক বৃদ্ধির হার (%)

৪.৩। এসএমএস (SMS) সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত

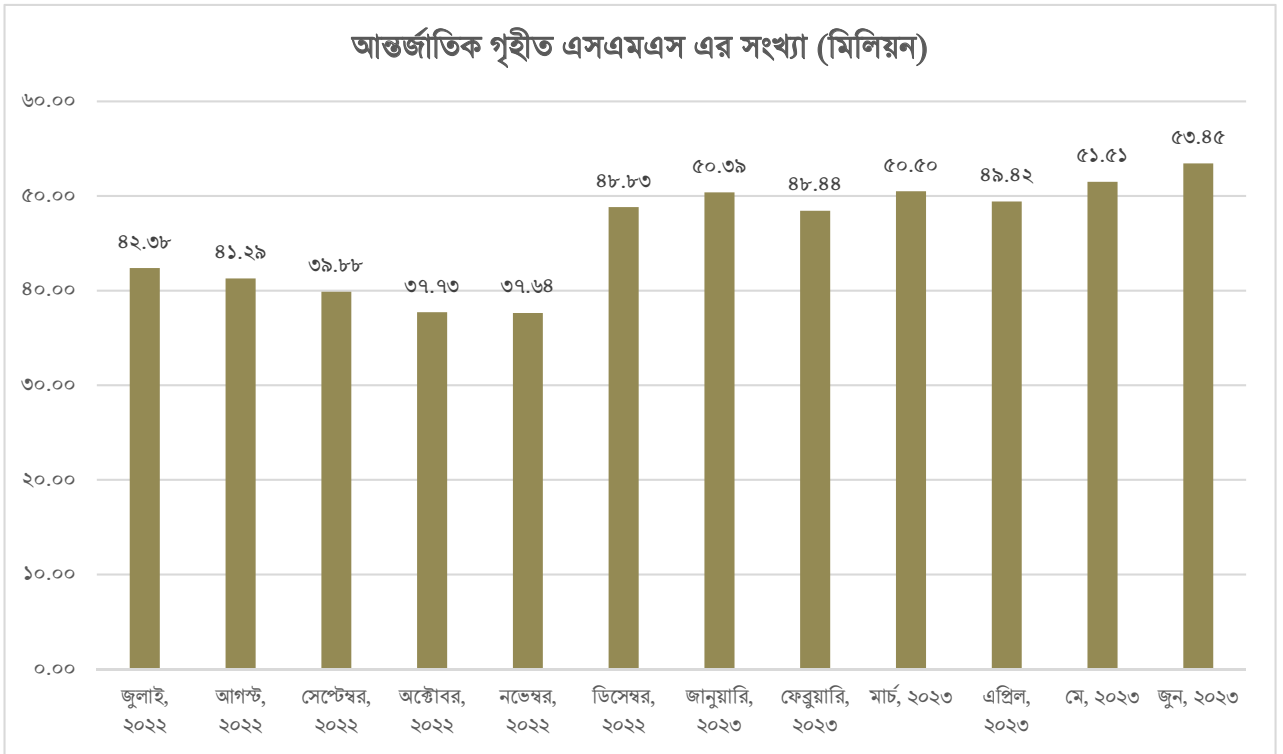
মোবাইল নেটওয়ার্কে ভয়েস (Voice) সেবার পর সবচেয়ে জনপ্রিয় সেবা হল এসএমএস। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক এসএমএস স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে প্রেরিত এবং গৃহীত হয়ে থাকে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু উপাত্ত সন্নিবেশিত হলোঃ



লেখচিত্র ৪.৭: গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত মোট অভ্যন্তরীণ এসএমএস এর সংখ্যা (মিলিয়ন)



লেখচিত্র ৪.৮: গ্রাহক কর্তৃক প্রেরিত মোট আন্তর্জাতিক এসএমএস এর সংখ্যা (মিলিয়ন)

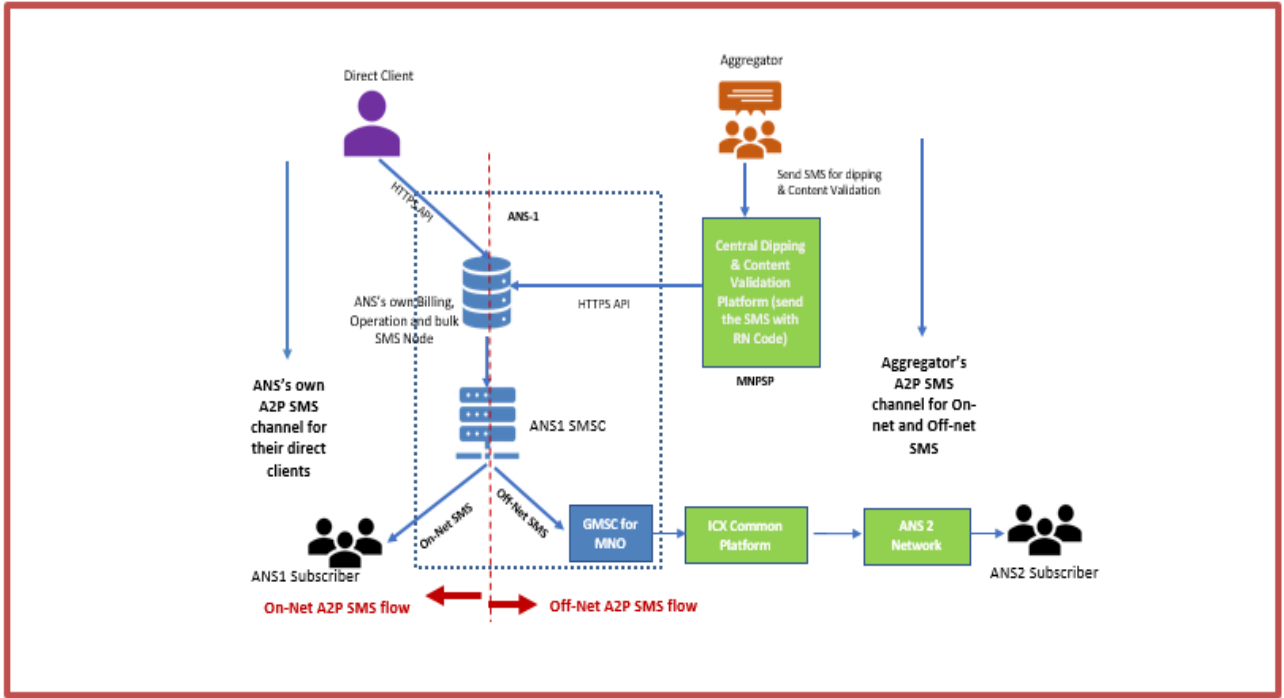


লেখচিত্র ৪.৯: গ্রাহক কর্তৃক গৃহীত মোট আন্তর্জাতিক এসএমএস এর সংখ্যা (মিলিয়ন)

8.8। A2P এসএমএস প্ল্যাটফর্ম এবং অভ্যন্তরীণ এসএমএস সঞ্চালন সংক্রান্ত কারিগরি টপোলজি প্রণয়ন

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ অফ-নেট এসএমএস ট্রাফিক সঞ্চালনের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, পিএসটিএন, আইপিটিএসপি সকলেই দ্বিপাক্ষিক আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে সংযুক্ত। কিন্তু বিদ্যমান আন্তর্জাতিক দূর পাল্লা টেলিযোগাযোগ সেবা নীতিমালা (ILDTs Policy) অনুযায়ী অফনেট সেবার জন্য সকল এএনএস অপারেটরদের আইসিএক্স-এর মাধ্যমে আন্তঃসংযোগ স্থাপনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যুগের চাহিদার প্রেক্ষিতে P2P এসএমএস ছাড়াও প্রচুর পরিমাণ A2P এসএমএস সঞ্চালিত হয়। নানাবিধ ডিজিটাল সেবা তথা এমএফএস, এপ্লিকেশন/একাউন্ট ভেরিফিকেশন, ব্যাংকিং তথ্যসহ বিভিন্ন অপরিহার্য সেবার প্রাপ্তির জন্য A2P এসএমএস একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। A2P এসএমএস-এর কন্টেন্ট ভেলিডেশন, মাস্কিং আইডি রেজিস্ট্রেশন, ডিএনডি বাস্তবায়ন সহ সঠিক গন্তব্যে এসএমএস সঞ্চালনের জন্য Dipping সার্ভিসের মাধ্যমে পোর্ট কারেকশন নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কেন্দ্রীয় A2P এসএমএস প্ল্যাটফর্ম স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সে প্রেক্ষিতে, আইসিএক্স, এএনএসসহ এমএনপিএসপি'র সাথে পৃথক পৃথক আলোচনার সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবনা গ্রহণ ও নতুন Topology প্রস্তুতকরণের জন্য কারিগরি, সংশ্লিষ্ট পলিসি ও বিদ্যমান গাইডলাইনের আলোকে সকলের প্রস্তাবনাসমূহ সার্বিকভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, A2P এসএমএস প্ল্যাটফর্ম এবং অভ্যন্তরীণ এসএমএস সঞ্চালনের কারিগরি বিষয়ক Topology বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ২৫৭ তম কমিশন সভার সিদ্ধান্ত-১৪ মোতাবেক গত ০৮ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিঃ সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটরসমূহের অনুকূলে বিটিআরসি হতে একটি কারিগরি নির্দেশনা জারি করা হয়। নিম্নে জারীকৃত A2P এসএমএস সংক্রান্ত Topology প্রদান করা হলোঃ



চিত্র ৪.১: A2P এসএমএস সংক্রান্ত Topology

তদপরবর্তীতে, গত ১৬ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিঃ A2P এসএমএস প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুতকরণ ও বাণিজ্যিকভাবে চালুর সময়সীমা আগামী ১৬ মে, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতঃ বিটিআরসি হতে সর্বশেষ নির্দেশনাপত্র জারি করা হয়। জারীকৃত নির্দেশনাপত্র অনুযায়ী সকল ANS এর সাথে ইতোপূর্বে দ্বি-পাক্ষিক সংযোগের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে এসএমএস কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংশ্লিষ্ট এগ্রিগেটরসমূহ সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্মের সাথে কানেক্টিভিটি স্থাপন করতঃ গত ১৬ মে, ২০২৩ খ্রিঃ হতে বাণিজ্যিকভাবে এসএমএস সঞ্চালন প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

৫। শর্টকোড

জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ব্যাংক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান কার্যক্রমকে আরও সহজলভ্য করণের লক্ষ্যে প্রচলিত টেলিফোন/ মোবাইল নম্বরের পরিবর্তে বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান ২০১৭ এর আলোকে তুলনামূলকভাবে কম ডিজিট সম্পন্ন ও সহজে মনে রাখার সুবিধা সম্বলিত নম্বর তথা শর্টকোড বরাদ্দ প্রদান করা হয়। নতুন নতুন সার্ভিসের ব্যাপকতা ও সহজলভ্যতা, সংযোগের ভিন্ন সংস্করণ, রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি, সার্ভিসের ব্যাপকতাসহ বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে শর্টকোড বরাদ্দকরণ নীতিমালা হালনাগাদ করা হয়েছে। সম্প্রতি শর্টকোডের ব্যবহার আরো জনপ্রিয় ও কার্যকর করতে এই নতুন নীতিমালা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে। শর্টকোডসমূহ মূলত ০৫ (পাঁচ) ডিজিট বিশিষ্ট এবং নীতিমালা অনুযায়ী বিটিআরসি থেকে দুই ধরনের শর্টকোড বরাদ্দ প্রদান করা হয়- ইন্ট্রা-অপারেটর এবং ইন্টার-অপারেটর। ইন্ট্রা-অপারেটর শর্টকোড হল কোন একক অপারেটরের নেটওয়ার্কে সেবার জন্য ব্যবহৃত নম্বর, যা “২” দ্বারা শুরু হয়ে থাকে। অপরদিকে ইন্টার-অপারেটর শর্টকোড হল আন্তঃঅপারেটর শর্টকোড যার মাধ্যমে সকল অপারেটরের গ্রাহকগণ এক ধরনের সেবা পেয়ে থাকে, যা “১” দ্বারা শুরু হয়ে থাকে। শর্টকোড সমূহকে টেকনিক্যাল লেভেলে বিভিন্ন অপারেটর ভেদে একবারে স্বাধীন ও অনন্যরূপে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ সকল শর্টকোডের মাধ্যমে জনসাধারণ খুব সহজে সেবা গ্রহণ করতে সমর্থ হচ্ছে। নাগরিকদের জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক সহায়তা দিতে উন্নত দেশগুলোর মতো জরুরি কল সেন্টার পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ পুলিশের অধীনে ২০১৭ সালে শর্টকোড ৯৯৯ বিনামূল্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এই

৬। রেডিয়েশন পরিমাপ

বিটিআরসি কর্তৃক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে (বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, হাট-বাজার, আবাসিক ও জনবসতি এলাকা) স্থাপিত মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ করা হয়। EMF Radiation এর মাত্রা পরিবীক্ষণে International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), World Health Organization (WHO) এবং International Telecommunication Union (ITU) এর Standard অনুসরণ করা হয়। বিটিআরসির বিশেষজ্ঞ দল ইতোমধ্যে ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেটসহ দেশের প্রায় সকল স্থানে রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে।

৬.১। মোবাইল টাওয়ার হতে নিঃসৃত EMF Radiation পরিবীক্ষণের ফলাফল

Location		Measured Value (Max)	Measured Value (Avg.)	ICNIRP GP-1998 Standard	Compliant
District	Place	Watt/Sqr.m	Watt/Sqr.m	Watt/Sqr.m	(Yes/No)
Dhaka City	Banani	0.199	0.054	2.106	Yes

Location		Measured Value (Max)	Measured Value (Avg.)	ICNIRP GP-1998 Standard	Compliant
	Arambag (close to NDC)	0.1564	0.07497	2.106	Yes
	Farmgate (Indera Road)	0.2403	0.08443	2.106	Yes
	MohammadPur (Razia Sultana Road)	2.757	1.591	2.106	Yes
	Nobaber bag (Close to Mirpur Zoo)	0.05555	0.03586	2.106	Yes
	Mirpur-12, Bus Terminal	0.1435	0.083	2.106	Yes
	Mirpur-2 (close to Stadium)	1.061	0.595	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Nirjhor R/A)	0.00931	0.008	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Moinul Road)	0.2028	0.106	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Nirjhor R/A, Bivabori) IBS	0.0503	0.005	2.106	Yes
	Dhaka Cantonment (Hazi Moshin)	0.04501	0.03	2.106	Yes
Bagerhat	Boddomari (Nearest Sundarbans)	0.00521	0.0016	2.106	Yes
	Joymoni (Nearest Sundarbans)	0.0085	0.0039	2.106	Yes
Khulna	DC Office	0.744	0.412	2.106	Yes
	Khulna Medical College	0.085	0.0446	2.106	Yes
	Khulna University	0.0365	0.0242	2.106	Yes
Jashore	JUST	0.193	0.054	2.106	Yes
	Jessore Sadar Hospital	0.11	0.053	2.106	Yes
	Jessore New Market	0.156	0.068	2.106	Yes
Chattogram	Chittagang University	0.018	0.0145	2.106	Yes
	Hathazari	0.0356	0.023	2.106	Yes
	2nd Gate	0.457	0.15	2.106	Yes
	Chittagang Medical College	1.075	0.482	2.106	Yes
	Green View Residential Arera	0.223	0.127	2.106	Yes
	Wireless Gate	0.048	0.031	2.106	Yes
Feni	Feni Lalpole Area	0.0784	0.0554	2.106	Yes
	Feni Police Line School & College	0.306	0.137	2.106	Yes
	Feni Sadar Hospital	0.08	0.03	2.106	Yes
Jamalpur	Dewan Para (College Road)	0.0268	0.01492	2.106	Yes
Rajshahi	Rajshahi University	0.164	0.064	2.106	Yes
	Saheb Bazar	0.221	0.117	2.106	Yes
	Lokkhipur Crossing	0.268	0.122	2.106	Yes
	Rajshahi Medical College	0.016	0.013	2.106	Yes
	Padma Residential Area	0.082	0.032	2.106	Yes

Location		Measured Value (Max)	Measured Value (Avg.)	ICNIRP GP-1998 Standard	Compliant
Rangpur	Lalbag (Close to Karmaikel college)	0.05954	0.02588	2.106	Yes
	College Para	0.0509	0.02788	2.106	Yes
	Medical Mor	0.1628	0.08472	2.106	Yes
	Jahaj Company Mor	0.1139	0.06758	2.106	Yes
	Kachari bazar (DC Office & Judge Court)	0.01377	0.007472	2.106	Yes
	Rangpur zila School	0.1545	0.06269	2.106	Yes
	Gomosta para	0.01926	0.01317	2.106	Yes
	Tarminal	0.01068	0.007109	2.106	Yes
Sylhet	Shahjalal Upshahar	0.08528	0.058	2.106	Yes
	Darga Gate	1.153	0.593	2.106	Yes
	Akhalia, Surma Gate	0.1975	0.083	2.106	Yes
	Tuker Bazar	0.0349	0.027	2.106	Yes
	Ambarkhana	0.06918	0.045	2.106	Yes
	SUST	0.07403	0.0482	2.106	Yes

ছক ৪.৬: মোবাইল টাওয়ারের EMF Radiation পরিবীক্ষণের ফলাফল

পরীক্ষালব্ধ তথ্য-উপাত্তের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, উল্লিখিত স্থানসমূহে EMF Radiation এর মান গ্রহণযোগ্য সীমার চেয়ে অনেক কম রয়েছে। ফলে ITU, WHO এবং ICNIRP এর মানদণ্ড অনুযায়ী তা জনস্বাস্থ্য কিংবা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। বিগত বছরে ঢাকা মহানগরীর উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন স্থানে রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। উক্ত স্থানসমূহে প্রাপ্ত রেডিয়েশনের মান অনুমোদিত মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম পাওয়া গেছে। অদূর ভবিষ্যতে 5G সহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন সামনে রেখে যন্ত্রাংশের উন্নত সংস্করণ এবং রেডিয়েশনের মাত্রা পরিবীক্ষণ কার্যক্রমকে আরও বিস্তৃতকরণের উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তির এবং দ্রুত পরিমাপে সক্ষম Fixed Broadband Meter এবং Area Monitoring Device ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার স্থিরচিত্র নিম্নরূপঃ

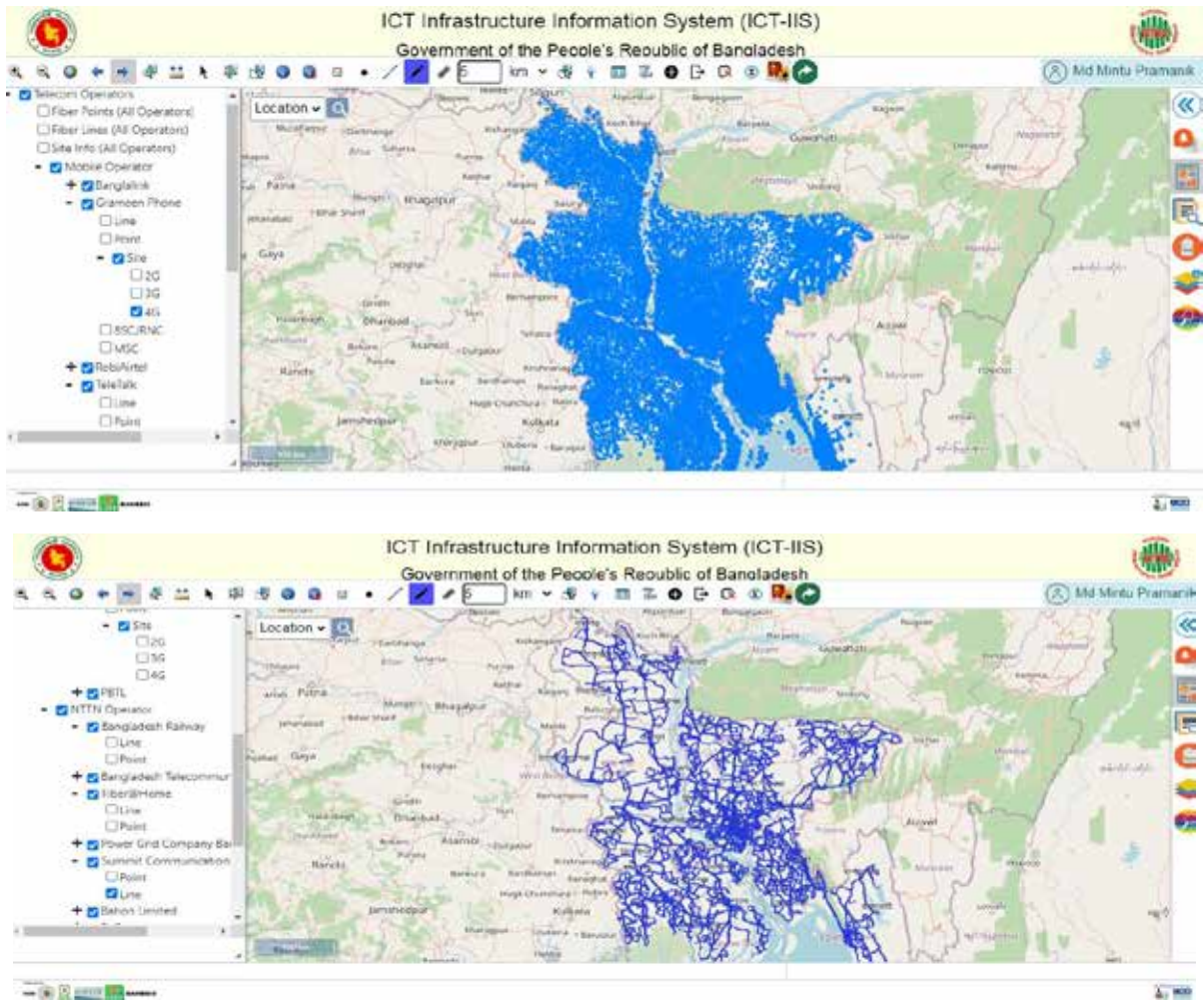


চিত্র ৪.২: বাংলাদেশ সচিবালয়, সংসদ ভবন এবং আগারগাঁওসহ রাজধানীর উল্লেখযোগ্য এলাকায় রেডিয়েশন পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

৭। Interactive GIS Map

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রথম শর্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত একটি স্ব-নির্ভর বলিষ্ঠ নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে তথ্য সেবা পৌঁছে যাবে প্রান্তিক পর্যায়ে গৃহস্থের ঘরে। আর এই নেটওয়ার্কের অন্যতম মৌলিক অবকাঠামো একটি সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য, বলিষ্ঠ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক। উল্লেখ্য ১৯৯৭ সাল হতেই দেশব্যাপী মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সহায়তায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার বিস্তৃত হয়ে এসেছে এবং পূর্বে ট্রান্সমিশনের জন্য পৃথক কোন লাইসেন্স না থাকায় মোবাইল অপারেটরসমূহ দেশব্যাপী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করেছে।

স্ব স্ব অপারেটরের নিজস্ব নেটওয়ার্ক থাকলেও দেশব্যাপী বিস্তৃত বিভিন্ন অপারেটরের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের কোন সমন্বিত চিত্র নীতি-নির্ধারকদের নিকট না থাকায় সঠিক Resource Utilization এ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল। প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত Domestic Network Co-ordination সভায় বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের Network Planning এর ক্ষেত্রে দেশব্যাপী বিস্তৃত এ সকল Optical Network এর সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা প্রকটভাবে অনুভূত হয়। যার প্রেক্ষিতে বিটিআরসি'র উপর একটি Interactive GIS Map প্রণয়নের দায়িত্ব আরোপ করা হয়। উল্লেখ্য যে, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে সরকার দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রতিষ্ঠানকে Broadband Network এর আওতায় আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য বিটিআরসি কর্তৃক দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি ক্লিনিক, ডাকঘর ইত্যাদি তৃণমূল পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে BroadBand Network এর সাথে ক্রমাগত সংযুক্তির মাধ্যমে একটি Interactive GIS Map প্রস্তুত করা হয়েছে।



চিত্র ৪.৩: Interactive GIS Map

বিটিআরসি'র তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত উক্ত Interactive GIS Map' টিতে সকল অপারেটরের নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার এর তথ্য একটি মানচিত্রের বিভিন্ন লেয়ারের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এ মানচিত্রের সহায়তায় বর্তমানে সারাদেশের অপটিক্যাল ফাইবারের জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন ভিত্তিক অবস্থান, ক্যাপাসিটিসহ বিস্তারিত কারিগরী তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে। সরকারি/বেসরকারি Connectivity সংশ্লিষ্ট যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে Interactive GIS Map টি মৌলিক ভূমিকা পালন করছে। বিটিআরসি'র ইএন্ডও বিভাগ এর পূর্বানুমোদন স্বাপেক্ষে বিভিন্ন সংস্থা উক্ত Interactive GIS Map এর সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবহার করে থাকে। ২০১৮ সালে এ সিস্টেম গড়ে তোলার পর হতে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানকে (এটুআই প্রোগ্রাম, আইসিটি অধিদপ্তর, কানেক্টেড বাংলাদেশ প্রকল্প (আইসিটি বিভাগ), বাংলাদেশ আর্মি-সিগনালস হেডকোয়ার্টার, জিএস ব্র্যাঞ্চ-আর্মি হেডকোয়ার্টারস, ডিজিএফআই) দাপ্তরিক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সুনির্ধারিত শর্তের আলোকে এই সিস্টেম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি খাতসহ অন্যান্য খাতে পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম এই ম্যাপের কার্যকর ও নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক ইতোমধ্যেই প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮। টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম (TMS)

টেলিযোগাযোগ খাতের নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা ও লাইসেন্সধারী অপারেটরদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিটিআরসি অপারেটরদের আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে অপারেটরদের টেকনিক্যাল অডিট ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় যেখানে অপারেটরদের পরিবীক্ষণ ও পরিচালনা ব্যবস্থার পরিদর্শন পদ্ধতির সঠিকতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অপারেটর ঘোষিত ও দাখিলকৃত প্রতিবেদনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে অপারেটরদের কাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ ও কাঙ্ক্ষিত ডাটা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সিডিআর ডাটা সংরক্ষণে কারিগরি ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে উক্ত ডাটা সংরক্ষণ করা বেশ দুরূহ। ইন্টারনেট ভিত্তিক এবং মূল্য সংযোজিত সেবার ব্যবহার ইত্যাদি যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে অপারেটর প্রদত্ত প্রতিবেদনের উপর নির্ভরতা তৈরি হয় অর্থাৎ মোবাইল অপারেটরদের কাছ থেকে বিটিআরসি'র রাজস্ব আহরনের বিষয়টি অনেকাংশে অপারেটরদের প্রতিবেদন নির্ভর এবং বিদ্যমান ব্যবস্থায় প্রকৃত রাজস্ব এর অবস্থা যাচাইবাছাই এর সুযোগ খুবই সীমিত। বিটিআরসি কর্তৃক নিয়োজিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের আর্থিক ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উপর সম্পাদিত ইতোপূর্বের অডিট কার্যক্রমে তা প্রতীয়মান হয়েছে। তাছাড়া, কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করায় তথ্য আহরণ ও তথ্য নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করা জটিল হয়ে দাঁড়ায়। অপারেটরদের সেবার মান এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের প্রকৃত অবস্থা যাচাই করার জন্য বিটিআরসি'র সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহকে

অফলাইন রিপোর্ট এর উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে অনেক সময়ই সরকারের উচ্চ পর্যায়ে দ্রুত এবং হালনাগাদ তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং উদ্ধৃত পরিস্থিতিতে কার্যকর সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টি বিলম্বিত হয়। তাছাড়া, বর্তমানে লাইসেন্সধারীদের গ্রাহক, নেটওয়ার্ক, স্পেকট্রাম এবং আইনি বিষয়ে তথ্য প্রদান এবং গ্রহণ করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এবং ফলশ্রুতিতে কমিশনকেও ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে প্রস্তুত প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করতে হয়। সরকারের স্মার্ট বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে লাইসেন্সধারীদের তথ্য সংগ্রহ, রিপোর্টিং, মনিটরিং এবং তথ্য ও আর্থিক অডিট ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করা একটি মৌলিক প্রয়োজন। এই সকল বিষয়াদি বিবেচনা করতঃ বিটিআরসি কর্তৃক একটি ডিজিটাল ব্যবস্থা টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম (TMS) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা সম্পূর্ণ হলে বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্টিং প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করবে, সেই সঙ্গে লাইসেন্সধারীদের প্রয়োজনীয় সকল তথ্য বাস্তব সময়ে (real time) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক হতে ভয়েস ও ডাটা ট্রাফিকের ব্যবহার ও মান সম্পর্কিত তথ্য এবং সর্বোপরি সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব এর সঠিক তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা যাবে। ফলে বিটিআরসি'র নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হবে এবং সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ ব্যবস্থা আরও দক্ষ ও দ্রুত করা যাবে। একইসাথে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার ফলে প্রতি বছর সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

প্রস্তাবিত TMS ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

১। দেশের সকল এলাকায় টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর প্রকৃত অবস্থা তাৎক্ষণিক যাচাই করা সম্ভব হবে এবং জনসাধারণের সেবা ব্যবহারের হার পর্যবেক্ষণ করা যাবে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত এলাকা চিহ্নিত করে সেখানে টেলিযোগাযোগ সেবা বিস্তৃত করা সহজ হবে।

২। সরকারের অর্জিতব্য রেভিনিউ শেয়ারিং সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা যাবে।

৩। অপারেটরদের নেটওয়ার্কের লাইভ মনিটরিং সম্ভব হবে। নেটওয়ার্কের সেবার মান আরো সুচারুভাবে যাচাই করা যাবে এবং গ্রাহকসেবার প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। শহর এলাকার পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল, দ্বীপ, হাওড়-বাওড়, উপকূলীয় অঞ্চল ও দুর্গম এলাকার সুবিধাবঞ্চিত সাধারণ জনগণের টেলিযোগাযোগ সেবার মান এবং উক্ত এলাকায় নেটওয়ার্ক বিস্তৃতির প্রকৃত অবস্থা আরো সুচারুভাবে যাচাই করা যাবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে।

৪। অপারেটররা বাস্তবে যেসকল ট্যারিফ বাস্তবায়ন করছে এবং এসকল ট্যারিফ প্যাকেজ বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত কি না অথবা গ্রাহকেরা অন্যায্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কি না তা যাচাই করা সম্ভব হবে এবং এ বিষয়ক অভিযোগসমূহের নিষ্পত্তি কার্যকরভাবে সম্পাদন সম্ভব হবে।

৫। টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সকল সূচক এবং প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াজাত হবে। ফলে সরকারের নীতিনির্ধারনী পর্যায়ে কার্যকর প্রতিবেদন প্রেরণ এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আরো দ্রুত হবে।

৬। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশ থেকে প্রতিদিন কত সংখ্যক কল, এসএমএস আদান প্রদান হচ্ছে তা গণনা করার মাধ্যমে সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্ব এর পরিমাণ নিরূপণ করা যাবে।

৭। সিস্টেম কর্তৃক স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপারেটরদের ব্যবহৃত তরঙ্গ ও অন্যান্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের মাধ্যমে অপারেটরদের এক্সসেস ও মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ চার্জ এর পরিমাণ হিসাব করা সহজতর হবে। সিস্টেম এর সাহায্যে প্রাপ্ত তরঙ্গ চার্জ এবং অপারেটর কর্তৃক প্রদত্ত চার্জ এর তুলনামূলক পার্থক্য নিরূপণের সুযোগ থাকবে বিধায় অপারেটরদের রাজস্ব ফাঁকি দেয়ার সুযোগ বন্ধ হবে।

৮। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নেটওয়ার্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

সর্বোপরি টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহর, নগরের বাসিন্দাদের মত দেশের দূর প্রত্যন্ত গ্রাম ও দেশের প্রান্তিক জনগণের দোরগোড়ায় টেলিযোগাযোগের সুফলসমূহ কতটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে পৌঁছে দেয়া সম্ভব তা নিরূপণ সহজতর হবে। যার উপর ভিত্তি করে সরকারের বিভিন্ন নীতি নির্ধারনী সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নানাবিধ অবকাঠামোগত ব্যবস্থা ও সেবার সঠিক মান উন্নয়নে সিস্টেমটি কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে মোবাইল অপারেটর প্রান্তে TMS ব্যবস্থার Compliance Monitoring System (CMS) এবং বিটিআরসি'র প্রান্তে TMS ব্যবস্থার Telecom Monitoring Center (TMC) স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। TMS ব্যবস্থার সকল সফটওয়্যার ও সফট মডিউল Installation ও Commissioning সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সিস্টেমটির টেস্ট এন্ড ট্রায়ালিং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

TMS ব্যবস্থার Compliance Monitoring System (CMS) এর কিছু স্থিরচিত্র নিম্নরূপ



চিত্র 8.8: TMS ব্যবস্থার Compliance Monitoring System (CMS) এর কিছু স্থিরচিত্র

TMS ব্যবস্থার Telecom Monitoring Center (TMC) কিছু স্থিরচিত্র নিম্নরূপ:



চিত্র-8.৫ : বিটিআরসিতে স্থাপিত টেলিকম মনিটরিং সেন্টার এবং মাননীয় চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, কমিশনার ও মহাপরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে TMS ব্যবস্থার প্রদর্শনী সভা (উপরে) এবং কানাডায় TMS ব্যবস্থার উপর আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র (নিচে)

৯। কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS)

কোয়ালিটি অব সার্ভিস বলতে একটি নেটওয়ার্কের আওতাধীন কিংবা কোন একটি সেবার মাধ্যমে প্রান্তিক গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করার ক্ষমতাকে বুঝায়। ITU-T Recommendation E.800 অনুসারে কোন একটি সেবার ক্ষেত্রে তার গুণগত মানের সম্মিলিত প্রভাব যা গ্রাহক সন্তুষ্টির মাত্রা পরিমাপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকেই কোয়ালিটি অব সার্ভিস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অপারেটরদের সেবার মান উন্নয়ন এবং গ্রাহক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিটিআরসি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিটিআরসি হতে মোবাইল অপারেটর, ISP, PSTN সহ অন্যান্য ANS অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ সেবার মান সংক্রান্ত সমন্বিত রেগুলেশন “ANS Operator’s Quality of Service Regulations, 2018” জারি করা হয়েছে। উক্ত রেগুলেশনে কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কাভারেজ সহ নেটওয়ার্কের অন্যান্য Key Performance Indicator (KPI) এর ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য সীমা নির্ধারণ করা আছে।

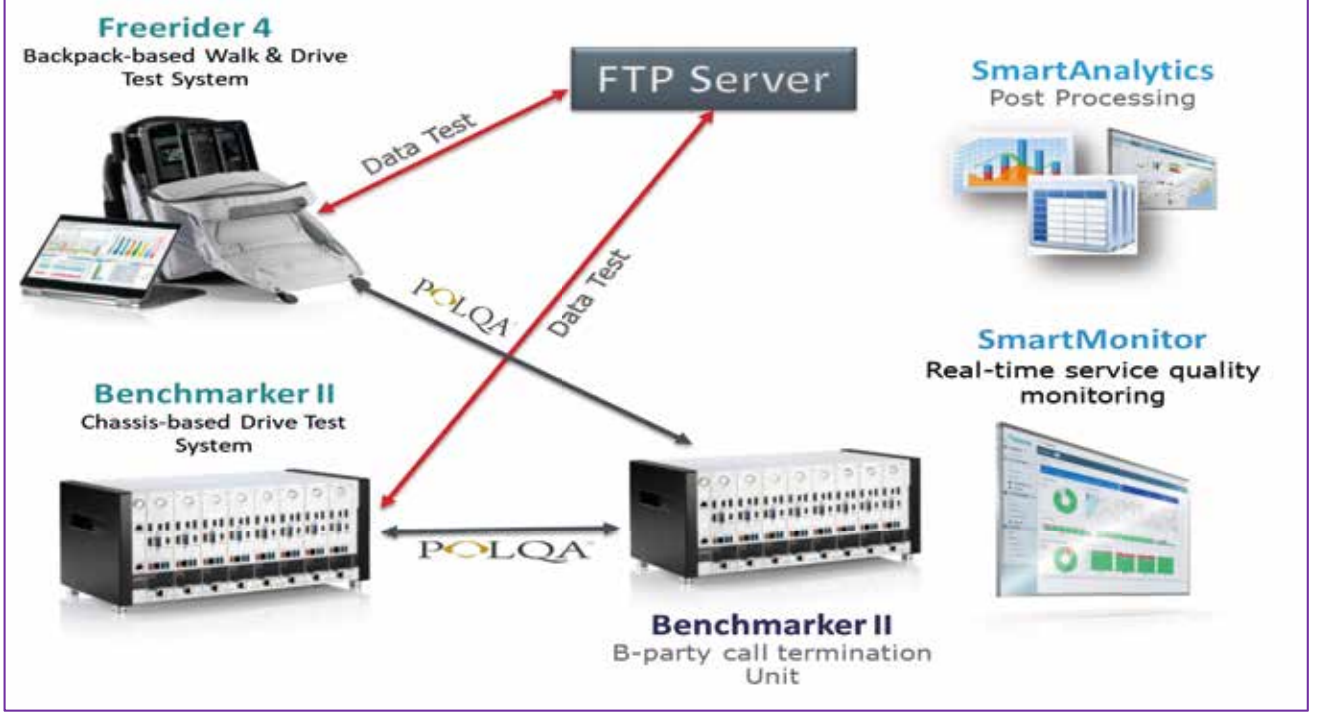
উক্ত রেগুলেশনের আলোকে অপারেটররা Data Throughput, কলড্রপ এবং অন্যান্য KPI এর মান সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন আকারে বিটিআরসি’তে প্রদান করে থাকে। অপারেটর কর্তৃক QoS সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনে দাখিলকৃত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বিটিআরসি’র কারিগরি দল অপারেটরদের স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে এবং প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।

বর্তমান সময়ে টেলিযোগাযোগ খাতের ব্যাপকতা ও তাৎপর্য বিবেচনায় গ্রাহক চাহিদা পূরণ এবং নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তিকল্পে QoS পরিমাপে বিটিআরসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উচ্চ প্রযুক্তিসম্মত QoS বেষ্টমার্কিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।



চিত্র ৪.৬: গ্রাহক প্রাপ্ত মানসম্মত টেলিকম সেবা নিশ্চিত বিটিআরসিতে QoS বেষ্টমার্কিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার

নতুন এ সিস্টেমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সেবার মান পরিমাপে ০৪ টি ইউনিট ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মধ্যে ০২টি ভেহিকেল মাউন্টেড চেসিস বেইজড সিস্টেম এবং ০২টি ব্যাকপ্যাক বেইজড সিস্টেম। প্রতিটি চেসিস বেইজড সিস্টেমের মোট ২৪টি টার্মিনালের মাধ্যমে একসঙ্গে সকল অপারেটরের টুজি (2G) ভয়েস, থ্রিজি (3G) ভয়েস, ফোরজি (4G) ভয়েস, থ্রিজি (3G) ডাটা, ফোরজি (4G) ডাটা ও ওভার দ্যা টপ অ্যাপস (OTT) তথা ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইন্সটাগ্রাম, ইউটিউব, গুগল, ব্রাউজিং, পিং টেস্ট ইত্যাদি সেবার মান পরিমাপ করা হচ্ছে। চেসিস বেইজড সিস্টেমগুলি গাড়িতে স্থাপিত হয়েছে এবং এসকল গাড়ি দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করে QoS সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে। সহজে ব্যাকপ্যাক বেইজড সিস্টেমের মাধ্যমে আউটডোর স্থানের ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইনডোর স্থানের মোবাইল সেবার মান যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে। ০৪টি ইউনিটের প্রতিটির সঙ্গে সংযুক্ত স্ক্যানার এর মাধ্যমে যেকোন স্থানে নেটওয়ার্ক কাভারেজ (অর্থাৎ মোবাইল নেটওয়ার্কের সিগন্যাল সবল অথবা দুর্বল) এর অবস্থা যাচাই করা হচ্ছে।



চিত্র ৪.৭: বিটিআরসি'র QoS পরিমাপের যন্ত্রপাতি

বিটিআরসি'তে স্থাপিত একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সেবার মান পরিমাপের চারটি ইউনিট সার্বক্ষণিক সংযুক্ত রয়েছে। স্মার্ট-মনিটর নামের এই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রমে ব্যবহৃত সকল ইউনিটের রিমোট মনিটরিং, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। ০৪টি ইউনিটের পরিবীক্ষণের লগ ফাইলসমূহ সহজেই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় গ্রহণপূর্বক পোস্ট-প্রসেসিং করা হয় অর্থাৎ এর মাধ্যমে ড্রাইভ টেস্ট এর ফলাফল দ্রুত প্রাপ্তি সম্ভব হচ্ছে। নতুন যন্ত্রপাতি ও সিস্টেম ব্যবহারের মাধ্যমে মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান পরিবীক্ষণে বিটিআরসি'র নিম্নোক্ত সুবিধা ও সক্ষমতা অর্জিত হয়েছে:

- ক) একসঙ্গে ০৪ স্থানে সেবার মান পরিবীক্ষণ করা;
- খ) একসঙ্গে সকল মোবাইল অপারেটরের বিভিন্ন প্রযুক্তির ভয়েস, 3G ডাটা, 4G ডাটা, OTT সেবাসমূহ এবং নেটওয়ার্ক কাভারেজ পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- গ) সিস্টেমটি 5G প্রযুক্তির সেবার মান যাচাই করতে সক্ষম;
- ঘ) কেন্দ্রীয়ভাবে সকল যন্ত্রপাতি এবং পরিবীক্ষণ কার্যক্রম রিয়েল টাইম পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।



চিত্র ৪.৮: চেসিস বেইজড QoS বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম (বামে) এবং ব্যাকপ্যাক বেইজড QoS বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম (ডানে)

উক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে অপারেটরদের সাহায্য ছাড়াই বিটিআরসি দেশের বিভিন্ন জায়গায় অপারেটরদের নেটওয়ার্কের কলড্রপ, Data Throughput (ডাটাস্পিড), নেটওয়ার্ক কাভারেজ সহ বিভিন্ন KPI পরিমাপ করছে। জনপ্রিয় বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপস যেমন Facebook, Youtube ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপারেটরদের নেটওয়ার্কের কোয়ালিটিও উক্ত যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা হচ্ছে।



চিত্র ৪.৯: বিটিআরসি'তে স্থাপিত নতুন QoS বেঞ্চমার্কিং সিস্টেম এর বিভিন্ন বিষয়ে কারিগরি দক্ষতা অর্জন ও উক্ত সিস্টেম ব্যবহার করে ড্রাইভ-টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনার সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিটিআরসি'র জনবলের প্রশিক্ষণ গ্রহণের খন্ড চিত্র

বিটিআরসি বর্ণিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ড্রাইভ টেস্ট কার্যক্রমে প্রাপ্ত ফলাফলে যে সব ক্ষেত্রে সেবার মানের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, সে সব ক্ষেত্রে সেবার মানোন্নয়নের জন্য মোবাইল অপারেটরদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৯.১। মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের কোয়ালিটি অফ সার্ভিস (QoS) মনিটরিং

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের QoS এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল মোবাইল অপারেটরের অনুকূলে বিটিআরসি'র কারিগরি পরিদর্শন দল কর্তৃক গত আগস্ট, ২০২২ খ্রি. মোবাইল অপারেটরদের সিস্টেমস সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ সাইট ও মাইক্রোওয়েভ লিংক চিহ্নিত করা হয়। চিহ্নিত সাইট ও লিংকসমূহের মানোন্নয়নের জন্য মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অনুকূলে পৃথক পৃথক নির্দেশনা প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনা মোতাবেক চিহ্নিত ত্রুটিপূর্ণ সাইট ও মাইক্রোওয়েভ লিংকের সমস্যা সমাধানের জন্য সকল অপারেটরের অনুকূলে ৩১ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। মোবাইল অপারেটরদেরকে প্রদত্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হালনাগাদকৃত তথ্য (৩১ মার্চ, ২৩ খ্রিঃ পর্যন্ত) সংগ্রহ করা হয়। গঠিত কমিটির সুপারিশক্রমে ইতোপূর্বে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা এবং মোবাইল অপারেটরদের ভয়েস, ডাটা ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের সামগ্রিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যাদি থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, ত্রুটিপূর্ণ সাইট চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে সকল অপারেটরদের সকল ভয়েস, ডাটা ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্কের ত্রুটিপূর্ণ সাইট/ মাইক্রোওয়েভ লিংক-এর পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ গ্রাহকসেবা পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১০। উন্নত সেবা নিশ্চিতকল্পে টেলিযোগাযোগ ও সংশ্লিষ্ট ইকোসিস্টেম প্রভুতির লক্ষ্যে গৃহীত ব্যবস্থা

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মোবাইল অপারেটররা তরঙ্গ, টাওয়ার, অপটিক্যাল ফাইবার, কমার্শিয়াল পাওয়ার, আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তৃতির লক্ষ্যে এনটিটিএন লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। এছাড়া, টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং উক্ত লাইসেন্স এর আওতায় টাওয়ার শেয়ারিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সারাদেশে বিস্তৃত বিটিএস এর জন্য কমার্শিয়াল পাওয়ার আরো সহজলভ্য করা ও বিদ্যুৎ বিদ্রাট আরো কমিয়ে আনার লক্ষ্যে বিটিআরসি হতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা/কোম্পানী ও মোবাইল অপারেটরসহ সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। আইপি আন্তঃসংযোগ চালু এবং আন্তঃসংযোগ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, নিম্ন মানের হ্যান্ডসেট, অননুমোদিত জ্যামার/রেডিও যন্ত্রপাতির ফলে সৃষ্ট ইন্টারফেরেন্স ইত্যাদি কারণে অনেক সময় কলড্রপ ও সেবার নিম্নমাণ পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, বিকিরণ ভীতি ও

অন্যান্য নানা কারণে কিছু ক্ষেত্রে নতুন টাওয়ার স্থাপনের জন্য জায়গা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাড়ী/জমির মালিকদের অনীহা দেখা যায়। অবৈধ ও নিম্নমানের হ্যান্ডসেট, অবৈধ জ্যামার/রেডিও যন্ত্রপাতি জন্ম করার জন্য বিটিআরসি নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করছে। বিকিরণ ভীতি দূর করার লক্ষ্যে নিয়মিত পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সহ বিটিআরসি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি কয়েকটি ব্যান্ডে মোবাইল অপারেটররা নতুন তরঙ্গ গ্রহণ করেছে। একই সাথে, বিদ্যমান রেডিও রিসোর্স এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটররা নতুন নতুন ফিচার/সলিউশন (যেমনঃ Carrier Aggregation, Cell Splitting, Higher Order MIMO, DSS ইত্যাদি) ব্যবহার করছে। নতুন তরঙ্গ, টাওয়ার শেয়ারিং এর আওতায় প্রত্যন্ত এলাকায় নতুন সাইট স্থাপন, অপটিক্যাল ফাইবার অবকাঠামোর বিস্তৃতি, ফোরজি উপযোগী ডিভাইসের ব্যবহার বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক টেলিযোগাযোগ ইকোসিস্টেম উন্নতির লক্ষ্যে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার ফলে সেবার মান আরো ভালো হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে।

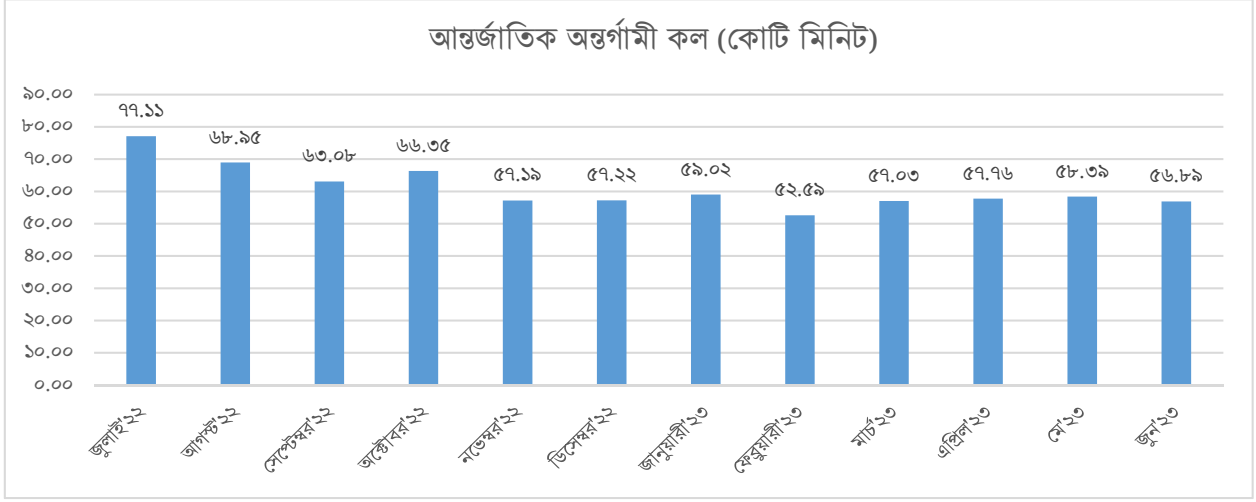
১১। ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (IGW)

আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী ও বহির্গামী কল বৈধ পথে পরিচালনার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব অর্জন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমানে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল সহ মোট ২৪ টি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) অপারেটর কাজ করছে। আইজিডব্লিউ অপারেটর সমূহের মধ্যে বাংলা ট্র্যাক কমিউনিকেশনস লিঃ, মির টেলিকম লিঃ, নভোটেল লিঃ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট চারটি ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে অপারেটর (আইজিডব্লিউ) ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কমিশন আরো ২৫ টি আইজিডব্লিউ লাইসেন্স প্রদান করেছে। গত অর্থবছরে আইজিডব্লিউ সমূহের মাধ্যমে পরিচালিত আন্তর্জাতিক কল মিনিটের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদত্ত হলো

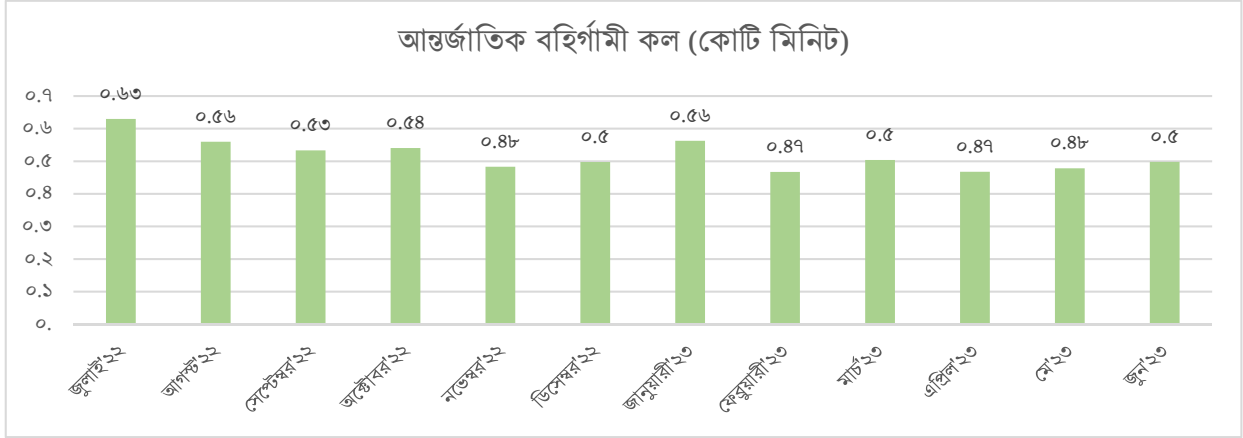
মাস	আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিট	আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিট
জুলাই'২২	৭৭১,১৪৯,০১২	৬,৩৫০,২৪১
আগস্ট'২২	৬৮৯,৪৮৯,৪২৮	৫,৬৬৮,৯৪৫
সেপ্টেম্বর'২২	৬৩০,৮৪৯,৫৯০	৫,৩৩৪,৮৬০
অক্টোবর'২২	৬৬৩,৪৯২,৬৩৮	৫,৪০৬,৮০০
নভেম্বর'২২	৫৭১,৯০৯,৪৮৪	৪,৮৩২,৬০৯
ডিসেম্বর'২২	৫৭২,২২৬,৪০২	৪,৯৭৪,৬৪৪
জানুয়ারী'২৩	৫৯০,১৮৪,৯১১	৫,৬৩০,১৩১
ফেব্রুয়ারী'২৩	৫২৫,৯১৩,০৬৮	৪,৬৭৩,২২০
মার্চ'২৩	৫৭০,৩৩৩,৫৪১	৫,০৩৭,১০৯
এপ্রিল'২৩	৫৭৭,৫৯০,৮৮৪	৪,৬৭৫,১২৩
মে'২৩	৫৮৩,৮৬৪,৬২৩	৪,৭৮২,০৪২
জুন'২৩	৫৬৮,৮৭৭,৭১৪	৪,৯৮৭,৩২১

ছক ৪.৮: আন্তর্জাতিক কল মিনিটের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান

উল্লেখ্য যে, জুলাই, ২০২২ এ আইজিডব্লিউ মাধ্যমে আদান-প্রদানকৃত সর্বমোট আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ৭৭.১১ কোটি যা জুন, ২০২৩ তে ৫৬.৮৯ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে। একইভাবে আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিটের পরিমাণ জুলাই, ২০২২ ছিল ০.৬৩ কোটি যা জুন, ২০২৩ তে ০.৫০ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে।



লেখচিত্র ৪.১০: আন্তর্জাতিক অন্তর্গামী কল মিনিট (কোটি মিনিট)



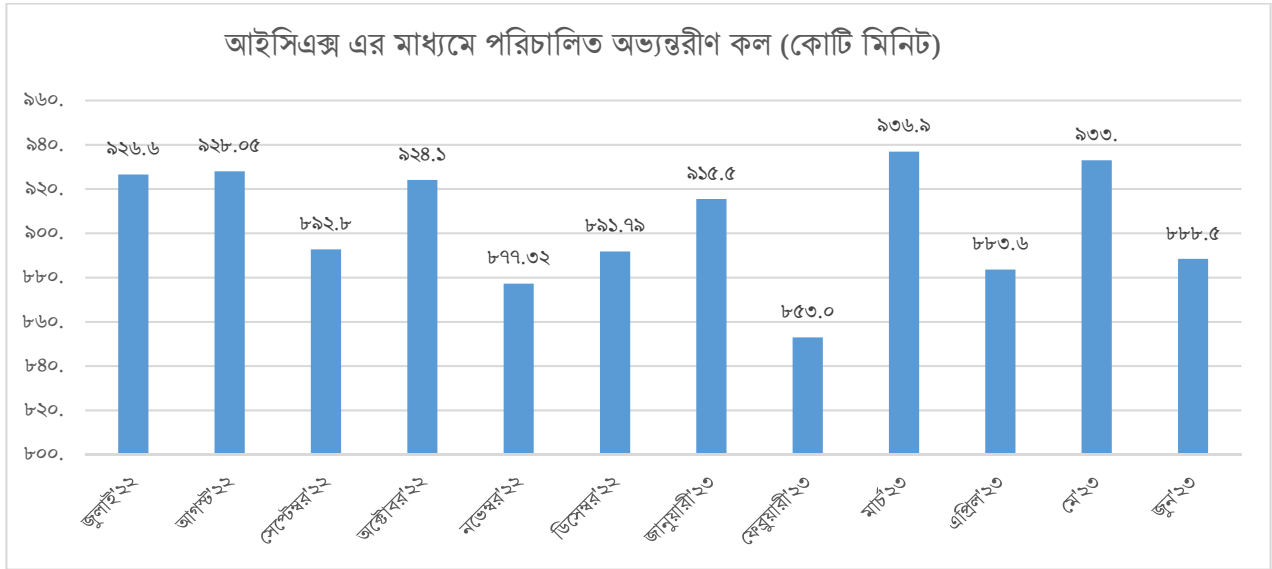
লেখচিত্র ৪.১১: আন্তর্জাতিক বহির্গামী কল মিনিট (কোটি মিনিট)

১২। ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (ICX)

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে সরকারী প্রতিষ্ঠান বিটিসিএলসহ মোট তিনটি ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ অপারেটর (আইসিএক্স) কাজ শুরু করে এবং ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর হতে তাদের আন্তর্জাতিক কল ব্যবস্থাপনা এবং ২০০৯ এর জানুয়ারী হতে অভ্যন্তরীণ কল ব্যবস্থাপনার বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে কমিশন সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আরো ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে। আইসিএক্স এর মাধ্যমে কল আদান প্রদান করার ফলে ইন্টারকানেকশন সহজতর হওয়ার পাশাপাশি সরকার কর্তৃক কার্যকরভাবে মোবাইল, পিএসটিএন এবং আইপিটিএসপি অপারেটরের মধ্যকার আদান প্রদানকৃত প্রকৃত কলের পরিমাণ নির্ধারণ করত: উক্ত তথ্যের আলোকে যথাযথ রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হচ্ছে। জুলাই, ২০২২ এ আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত মোট অভ্যন্তরীণ কল মিনিটের পরিমাণ ছিল ৯২৬.৬ কোটি মিনিট যা পরবর্তীতে জুন, ২০২৩ তে ৮৮৮.৫ কোটি কল মিনিটে দাঁড়িয়েছে।

মাস	অভ্যন্তরীণ কল (কোটি মিনিট)
জুলাই'২২	৯২৬.৬
আগস্ট'২২	৯২৮.০৫
সেপ্টেম্বর'২২	৮৯২.৮
অক্টোবর'২২	৯২৪.১
নভেম্বর'২২	৮৭৭.৩২
ডিসেম্বর'২২	৮৯১.৭৯
জানুয়ারী'২৩	৯১৫.৫
ফেব্রুয়ারী'২৩	৮৫৩.০
মার্চ'২৩	৯৩৬.৯
এপ্রিল'২৩	৮৮৩.৬
মে'২৩	৯৩৩.০
জুন'২৩	৮৮৮.৫

ছক ৪.৮: আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান



লেখচিত্র ৪.১২: আইসিএক্স'র মাধ্যমে পরিচালিত কলের মাসভিত্তিক পরিসংখ্যান

১৩। ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (IIG)

আন্তর্জাতিকভাবে আনীত ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য বিটিআরসি International Internet Gateway (IIG) লাইসেন্স প্রদান করে। বিটিআরসি হতে বিগত ২০০৮ সালে ম্যাঙ্গো টেলিসার্ভিসেস লিঃ এবং বিটিসিএল- এই ২ টি IIG প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রাপ্তির মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে নতুন করে আরও ৩৫টি প্রতিষ্ঠানকে IIG লাইসেন্স প্রদান করা হয়। তবে ইতোমধ্যে ৩টি IIG প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে পূর্বের ২টি প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৩০ টি প্রতিষ্ঠান IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে সক্রিয় সকল IIG প্রতিষ্ঠান BSCCL এবং International Terrestrial Cable (ITC) হতে মোট ৪৩০৪.৩২৯ Gbps ক্যাপাসিটি সংযোগ গ্রহণ করে IIG কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে একনজরে IIG এর বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলো:

ক্রমিক নং	বিষয়	তথ্য
১	লাইসেন্স সংখ্যা	৩৪ টি
২	সক্রিয় IIG	৩০ টি
৩	মোট ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি	৪৩০৪.৩২৯ জিবিপিএস
৪	মোট ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ	৩২১৭.৬৬৪ জিবিপিএস

ছক ৪.৯: IIG-এর বর্তমান অবস্থান

বিটিআরসি হতে সকল IIG অপারেটরকে গত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে দেশব্যাপী PoP স্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে IIG অপারেটরসমূহ বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের PoP স্থাপন কার্যক্রম শুরু করেছে, যার ফলে প্রান্তিক আইএসপি অপারেটররা সহজে IIG অপারেটরের নিকট হতে ব্যান্ডউইথ সেবা গ্রহণ করতে পারছে এবং তাদের গ্রাহকরা উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে সক্ষম হচ্ছে।

১৪। অপটিক্যাল ফাইবার সম্প্রসারণ নেটওয়ার্ক/ আন্তঃসংযোগ

১৯৮৯ সালে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ (সিটিসেল) এর বাংলাদেশে প্রথম CDMA প্রযুক্তি সমন্বিত মোবাইল নেটওয়ার্ক এর সূচনা ঘটে। পরবর্তীতে আরো ৫টি অপারেটর GSM প্রযুক্তির লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। দেশব্যাপী নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত অপারেটরসমূহ নিজস্ব উদ্যোগেই অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন শুরু করে এবং উপজেলা পর্যায়ে নেটওয়ার্ক বিস্তার করে। পরবর্তীতে, ২০০৮ সালে Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN) Guideline প্রণয়নের মাধ্যমে দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মূলত: এই লাইসেন্সটি এক্সেস লেয়ারকে ট্রান্সমিশন লেয়ার হতে পৃথক করতঃ দেশব্যাপী একটি কমন নেটওয়ার্ক গঠনের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে।

২০০৯ সালের ৭ই জানুয়ারি ফাইবার@হোম লিঃ এনটিটিএন লাইসেন্স প্রাপ্তির পর প্রতিষ্ঠানটিকে দেশব্যাপী সকল উপজেলায় ক্রমান্বয়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক বিস্তারের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিটিআরসি কর্তৃক এই লাইসেন্সের জন্য ১০ বছরের রোলআউট অবলিগেশন নির্ধারণ করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রথম বছর ৫%, দ্বিতীয় বছর ১০% এবং তৃতীয় বছর ২০%, চতুর্থ বছর ৩০%, পঞ্চম বছর ৪০% এবং দশ বছরের মধ্যে ১০০% উপজেলায় তাদের নেটওয়ার্ক স্থাপনায় বাধ্যবাধকতা বেধে দেওয়া হয়। একইসাথে উক্ত টার্গেট পূরণের ব্যত্যয় সাপেক্ষে আর্থিক জরিমানার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং এর আলোকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ১০ কোটি টাকা মূল্যের Performance Bank Guarantee (PBG) জমা রাখা হয়। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ০৯ ডিসেম্বর সামিট কমিউনিকেশন লিঃ একই বাধ্যবাধকতায় NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। সর্বশেষ বাহন লিমিটেডকে ২০১৯ সালের ০৫ ডিসেম্বর তারিখে একই শর্তে NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়। নিম্নে ফাইবার@হোম লিঃ, বাহন লিমিটেড এবং সামিট কমিউনিকেশন লিঃ এর বর্তমান অবস্থান তুলে ধরা হলো-

১৪.১। ফাইবার@হোম লিঃ

ফাইবার@হোম লিঃ এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্ত সময়কাল হতে ১০ম বৎসর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় অর্থাৎ ১০০% উপজেলা সদরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি করেছে।

ফাইবার@হোম লিঃ এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ:

• নেটওয়ার্ক কাভারেজ	: ৫৪,৩৭৫ কিঃমিঃ (নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়)।
• জেলা কাভারেজ	: ৬৪টি।
• উপজেলা কাভারেজ	: ৪৯৫টি।
• ইউনিয়ন কাভারেজ	: ৩,৯১১টি।
• লীজ ফাইবার (পিজিসিবি+বাংলাদেশ রেলওয়ে)	: ৩,২৩১ কিঃমিঃ।
• সোয়াপিং ফাইবার (বিটিসিএল)	: ৪৭৯ কিঃমিঃ।
• ওভারহেড ফাইবার	: ৩৯,০৭৬ কিঃমিঃ।
• আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার	: ১৫,২৯৯ কিঃমিঃ।

১৪.২। সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ

সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তি সময়কাল হতে ১০ম বৎসর পর্যন্ত দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯৫টি উপজেলায় অর্থাৎ ১০০% উপজেলা সদরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি করেছে।

সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ- এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণঃ

• নেটওয়ার্ক কাভারেজ	: ৪৯,২৭০ কিঃমিঃ (নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়)।
• জেলা কাভারেজ	: ৬৪টি।
• উপজেলা কাভারেজ	: ৪৯৫টি।
• ইউনিয়ন কাভারেজ	: ৩,৬৫৫টি।
• লীজ ফাইবার (পিজিসিবি+বাংলাদেশ রেলওয়ে)	: ২,৭২৩ কিঃমিঃ।
• সোয়াপিং ফাইবার (বিটিসিএল)	: ৬০০ কিঃমিঃ।
• ওভারহেড ফাইবার	: ৪১,৫৪৫ কিঃমিঃ।
• আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার	: ৭,৭২৫ কিঃমিঃ।

এক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় যে, সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ ও ফাইবার@হোম লিঃ দেশের ৬৪টি জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন করার মাধ্যমে NTTN লাইসেন্সিং গাইডলাইন বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী রোল-আউট টার্গেটের শর্ত পূরণ করেছে।

১৪.৩। বাহন লিমিটেড

বাহন লিমিটেড এর অনুকূলে গত ০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে NTTN লাইসেন্স প্রদান করা হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটি গত নভেম্বর, ২০২০ তারিখ হতে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির পর ১৮০ দিন বা ০৬ মাস অতিবাহিত হবার পর রোলআউট বাধ্যবাধকতা শুরু হবার শর্ত রয়েছে। উক্ত শর্তানুযায়ী, গত ০৬ জুন, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে বাহন লিমিটেড এর রোলআউট গণনাকাল শুরু হয়েছে। এনটিটিএন লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্তানুযায়ী বাহন লিঃ ৩য় বছরের রোলআউট বাধ্যবাধকতা (২০% অর্থাৎ ৯৯টি উপজেলা সদর) অনুযায়ী ১৯৮টি উপজেলা সদরে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি করেছে।

বাহন লিঃ- এর এ পর্যন্ত সম্পন্ন কাজের বিবরণ:

- নেটওয়ার্ক কাভারেজ : ২,২২৬ কিঃমিঃ (নিজস্ব ব্যবস্থাপনায়)।
- জেলা কাভারেজ : ৬০টি।
- উপজেলা কাভারেজ : ১৯৮টি।
- ইউনিয়ন কাভারেজ : ৩৯৬টি।
- লীজ ফাইবার (পিজিসিবি) : ১,০৭৪ কিঃমিঃ।
- ওভারহেড ফাইবার : ২৮ কিঃমিঃ।
- আন্ডারগ্রাউন্ড/ বুরিয়াল ফাইবার : ২,১৯৮ কিঃমিঃ।

১৪.৪। ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ এর NSP সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক পরিকল্পনা

ডোমেস্টিক নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেশন কমিটি (ডিএনসিসি) এর ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক হতে ১ কোর জোন ভিত্তিক অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ নামক NNTN প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে NSP (Network Service Provider) পারমিট এর আদলে ১৫ বছরের জন্য লীজ দেয়া হয়। NSP পারমিট প্রাপ্ত অপারেটরদের অনুকূলে PGCB এর প্রদানকৃত লীজ ফাইবার এর জেলাভিত্তিক বিবরণ নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানের নাম	বিভাগ/ জেলা	মন্তব্য
ফাইবার@হোম লিঃ	চট্টগ্রাম এবং বরিশাল বিভাগ	১০১+৪০= ১৪১ টি উপজেলা
	রাজশাহী বিভাগ (৩১)+ঈশ্বরদী উপজেলা +পাবনা	৩২ টি উপজেলা
	রংপুর বিভাগ	১৩ টি উপজেলা
সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ	ঢাকা+খুলনা বিভাগ	১২২+৫৯ =১৮১ টি উপজেলা
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগ (ময়মনসিংহ+শেরপুর+নেত্রকোনা+জামালপুর)	১৩ টি উপজেলা
	সিলেট বিভাগ	১৪ টি উপজেলা
	সিরাজগঞ্জ+পাবনা (ঈশ্বরদী উপজেলা ব্যতীত)	১৩ টি উপজেলা

ছক ৪.১০: PGCB এর প্রদানকৃত লিজ ফাইবার এর বিস্তারের জেলাভিত্তিক বিবরণ

বরাদ্দকৃত PGCB জোনের মাধ্যমে NSP অপারেটরদ্বয়কে ৩ বছরের মধ্যে ৬৪টি জেলার ২৫০টি উপজেলার ৪,৫০০টি ইউনিয়নে পিজিসিবি নেটওয়ার্ক এর বিস্তার অনুসারে নেটওয়ার্ক স্থাপনের বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়। নিম্নে বর্তমানে পিজিসিবি'র NSP নেটওয়ার্ক এর অগ্রগতি তুলে ধরা হল:

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	ফাইবার@হোম লিঃ এর উপজেলা ভিত্তিক NSP কাভারেজ	সামিট কমিউনিকেশন্স লিঃ এর উপজেলা NSP কাভারেজ
ঢাকা	১৩	৮৯	২	২৬
রাজশাহী	৮	৬৭	৭	৫
চট্টগ্রাম	১১	১০৩	১৬	১
খুলনা	১০	৫৯	৩	৮
বরিশাল	৬	৪১	৩	২
সিলেট	৪	৪০	০	৫
রংপুর	৮	৫৮	৯	০
ময়মনসিংহ	৪	৩৫	২	৩
সর্বমোট	৬৪	৪৯২	৪২	৫০

ছক ৪.১১: পিজিসিবি'র NSP নেটওয়ার্ক কাভারেজ এর অগ্রগতি

১৪.৫। মোবাইল অপারেটর সমূহের অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তার

মোবাইলফোন অপারেটর সমূহ তাদের লাইসেন্স প্রাপ্তির পর হতে অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের মাধ্যমে দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক কাভারেজ গঠন করেছে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালে NTTN গাইডলাইন প্রণয়নের মাধ্যমে অপারেটরের স্ব স্ব নেটওয়ার্ক বিস্তারের পরিবর্তে কেবলমাত্র NTTN লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়সীমায় মধ্য উপজেলা ভিত্তিক বাধ্যবাধকতা প্রদান করতঃ দেশব্যাপী অপটিক্যাল ফাইবার বিস্তারের দায়িত্ব দেয়া হয়। যার ফলে নতুন করে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনা স্থগিত হয়ে পড়ে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে NTTN অপারেটরের নেটওয়ার্ক অনুপস্থিতিতে মোবাইলফোন অপারেটরের মাধ্যমে কমিশনের অনুমোদনক্রমে কিছু কিছু এক্সেস লেয়ার এ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়েছে। বর্তমানে মোবাইল অপারেটরগণ ইতোপূর্বে স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের পাশাপাশি NTTN অপারেটর হতে অপটিক্যাল ফাইবার লীজ নিয়ে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক স্থাপিত নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার এবং NTTN হতে লীজকৃত অপটিক্যাল ফাইবারের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

মোবাইল ফোন অপারেটরের নাম	নিজস্ব অপটিক্যাল ফাইবার	লীজকৃত অপটিক্যাল ফাইবার
গ্রামীণফোন লিঃ	২,৭৪৬ কিঃ মিঃ	৩,৭১৬ কিঃ মিঃ
বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস্ লিঃ	৩,৩৩৭ কিঃ মিঃ	১,৮০৭ কিঃ মিঃ
রবি আজিয়াটা লিমিটেড	২,৪০০ কিঃ মিঃ	১২,১৮০ কিঃ মিঃ
টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	১০১ কিঃ মিঃ	৪,১৫৮ কিঃ মিঃ
প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ	১,১২৭ কিঃ মিঃ	০ কিঃ মিঃ

ছক ৪.১২: মোবাইল অপারেটরদের নিজস্ব ও লীজকৃত অপটিক্যাল ফাইবারের তথ্য

১৪.৬। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিঃ (বিটিসিএল)

দেশব্যাপি ৬৪টি জেলার ৪৭২টি উপজেলায় ফাইবার অপটিকের মাধ্যমে বিটিসিএল ৩৬,৩৭৫ কিঃমিঃ এর অধিক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছে। এছাড়াও ১০৮ ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় ১০৮ টি ও “১০০০টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার উন্নয়ন প্রকল্প” এর আওতায় ১১০৯ টি সহ মোট ১২১৭ টি ইউনিয়নকে সংযুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু “ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্ক স্থাপন (4G, LTE) প্রকল্প” এর অধীনে দেশব্যাপী জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। এছাড়াও আইসিটি বিভাগের অধীনে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে বিটিসিএল তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তার করছে। বিটিসিএল বিভিন্ন গ্রাহককে ট্রান্সমিশন ব্যান্ডউইথ প্রদান করে থাকে। বিটিসিএল কর্তৃক বিভিন্ন প্রকারের PDH সেবা যেমন E1, E3, DS3 এবং, SDH সেবা যেমন STM1, STM4, STM16, STM64 ও DWDM সেবা প্রদান করা হয়। বর্তমানে অপটিক্যাল ফাইবার বিটিসিএলের ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়াও, বিটিসিএল বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ অপারেটরকে উক্ত অপটিক্যাল ফাইবার কোর লিজ/ ভাড়া প্রদান করছে।

১৪.৭। পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি)

পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এর উচ্চ ভোল্টেজ সঞ্চালন লাইনের সাথে সংযুক্ত Optical Ground Wire (OPGW) ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশব্যাপী সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও সরবরাহের নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রিড উপকেন্দ্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে National Load Despatching Centre (NLDC) এর Data Transfer, সার্বক্ষনিক যোগাযোগ রক্ষা এবং পিজিসিবির নিজস্ব Communication System এর জন্য উক্ত OPGW ব্যবহৃত হচ্ছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৬০টি জেলা পিজিসিবির OPGW’র মাধ্যমে অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কের আওতায় এসেছে, যার পরিমাণ প্রায় ৮,০০০ কিঃমিঃ।

BTRC প্রণীত NTTN লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুসরণে অন্যান্য NTTN অপারেটরদের ন্যায় পিজিসিবিও OPGW ব্যবহার করে উহার নিজস্ব যোগাযোগ ও সঞ্চালন লাইনের নিরাপত্তা রক্ষার সাথে সাথে সারাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে ইতোমধ্যেই NTTN অপারেটরদের মধ্যে বিটিসিএল, ফাইবার@হোম লিঃ এবং সামিট কমিউনিকেশন লিঃ এবং MNO অপারেটরদের মধ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ, বাংলালিংক লিঃ, গ্রামীণফোন লিঃ ও রবি আজিয়াটা লিঃ পিজিসিবি হতে কোর-কিলোমিটার ভিত্তিতে OPGW'স্থিত অপটিক্যাল ডার্ক ফাইবার লিজ নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ব্যান্ডউইডথ ট্রান্সমিশন ব্যাকবোন তৈরীর মাধ্যমে জাতীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি দেশব্যাপী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অধিকন্তু উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রমে সহযোগিতা করণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) কর্তৃক তাদের অধীনস্থ সংস্থা BdREN Trust এর মাধ্যমে সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারসমূহে ব্যান্ডউইডথ ট্রান্সমিশন করার লক্ষ্যে যে ব্যাকবোন প্রস্তুত করেছে তাতে পিজিসিবি কর্তৃক CSR হিসেবে প্রাপ্ত অপটিক্যাল ডার্ক ফাইবার কোর ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য, দেশের বেসরকারী মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক লিঃ, গ্রামীণফোন লিঃ ও রবি আজিয়াটা লিঃ-কে ২ কোর করে সর্বমোট ৩,৮৩৩ কিঃমিঃ, স্বল্পমূল্যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব টেলিকম প্রতিষ্ঠান বিটিসিএল ও মোবাইল অপারেটর টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কে ২ কোর করে যথাক্রমে ৩,২০২ কিঃমিঃ ও ১,৯৮৪ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া দেশের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে Corporate Social Responsibility (CSR) হিসেবে University Grants Commission (UGC) কে প্রায় ৩২৮৪ কিঃমিঃ সহ সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নে স্বল্পমূল্যে দেশের সকল মানুষকে ডিজিটাল সার্ভিসের আওতায় আনার লক্ষ্যে ফাইবার@হোম লিঃ, সামিট কমিউনিকেশন লিঃ এবং বাহন লিঃ-কে ২ কোর করে প্রায় ৫,৯২৫ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে।

১৪.৮। বাংলাদেশ রেলওয়ে

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গ্রামীণফোনকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত দেশব্যাপী বিস্তৃত ২,০০৯ কিঃ মিঃ ২ কোর অপটিক্যাল ফাইবার লিজ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে উক্ত ভূগর্ভস্থ ফাইবারের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় গ্রামীণফোন তা নিজ খরচে আপগ্রেড করে স্থান বিশেষে ৩২ অথবা ৪৮ কোর অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করে এবং উক্ত নেটওয়ার্ক হতে ৪ কোর বাংলাদেশ রেলওয়েকে সিগনালিং এ ব্যবহারের জন্য প্রদান করে। পরবর্তীতে, বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গ্রামীণফোনকে অতিরিক্ত ২ কোরের ৬২.৭ কোর অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। অপর মোবাইল অপারেটর রবি আজিয়াটা লিঃ-কে দেশব্যাপী ২ কোরের ২,১৯০ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বেসরকারী এনটিটিএন লাইসেন্সধারী অপারেটর যথাক্রমে ফাইবার@হোম লিঃ, সামিট কমিউনিকেশন লিঃ এবং বাহন লিঃ-কে ২ কোর করে প্রায় ২,৭৫৭ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার লিজ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ রেলওয়ে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ৪৮ কোরের ৫৮৩ কিঃ মিঃ অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ে এর রেললাইন বরাবর স্থাপিত অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ৩,২০৫ কিঃমিঃ।

১৫। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)

“জাতীয় ব্রডব্যান্ড নীতিমালা ২০০৯” এর অনুচ্ছেদ-২ এ উচ্চ গতিসম্পন্ন সার্বক্ষণিক ডাটা/ ইন্টারনেট সেবাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, যা পূর্বের Dial-up প্রযুক্তিকে প্রতিস্থাপন করে। শুরুতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট এর গতি ১২৮ কেবিপিএস নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তীতে পরিবর্তন/ সংশোধন করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে ২০ এমবিপিএস গতিসম্পন্ন ডাটা/ ইন্টারনেট সেবাকে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ১৯৯৩ সাল থেকে অফলাইন ই-মেইল প্রেরণের মাধ্যমে ইন্টারনেট এর ব্যবহার শুরু হয়। বর্তমানে সাবমেরিন ক্যাবল ও অপটিক্যাল ফাইবার এর মাধ্যমে আইএসপি অপারেটরদের দ্বারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত উচ্চগতির নিরবচ্ছিন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়েছে।

আইএলডিটিএস নীতিমালা অনুযায়ী ANS অপারেটর হিসেবে লাইসেন্সধারী বিভিন্ন ধরনের আইএসপি অপারেটররা আইআইজি অপারেটর হতে ব্যান্ডউইথ গ্রহণ করে এবং ভোক্তা/ গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রাহকদের অব্যাহত চাহিদার প্রেক্ষিতে আইএসপি অপারেটররা সবসময় নতুন নতুন প্রযুক্তির সূচনা ঘটিয়েছে, যার ব্যাপ্তি অফলাইন ই-মেইল হতে শুরু করে উচ্চ গতির মাল্টিমিডিয়া সেবা পর্যন্ত বিস্তৃত। আইএসপি অপারেটররা প্রান্তিক গ্রাহক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ডায়াল-আপ, ক্যাবল, ওয়্যারলেস ও DSL ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেকশন, ডাটা কানেক্টিভিটি (L2/L3 Connectivity, IP-VPN & MPLS-VPN, MPLS &

SDH) এবং অন্যান্য সেবা যেমন ডোমেইন রেজিস্ট্রেশন, ওয়েব ডিজাইন, ওয়েব হোস্টিং, ম্যানেজড নেটওয়ার্ক সলিউশন, নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি সলিউশন, DNS পার্কিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-মেইল হোস্টিং, Streaming এবং FTP সার্ভার সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান করে আসছে। ২০২০ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে কমিশন হতে জারিকৃত আইএসপি গাইডলাইন অনুযায়ী বর্তমানে ০৪ (চার) ধরনের আইএসপি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান সেবা প্রদান করছে। Data Information System (DIS) হতে প্রাপ্ত তথ্য সাপেক্ষে অপারেশনাল আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা নিম্নোক্ত ছকে তুলে ধরা হলোঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্সের ধরণ	অপারেশনাল আইএসপি
1.	Nationwide	102
2.	Divisional	130
3.	District	279
4.	Thana/ Upazila	1,616
মোট		2,127

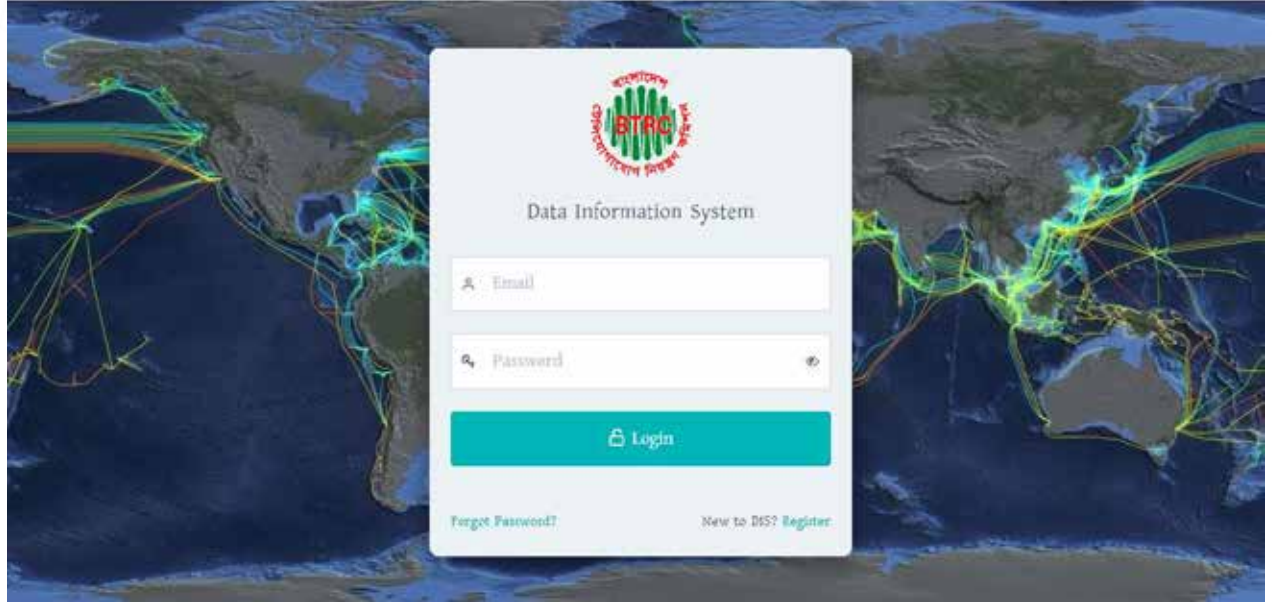
ছক ৪.১৩: ISP-এর বর্তমান অবস্থান

১৬। ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (NIX)

ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ এর ব্যবহার সীমিতকরণে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যান্ডউইথ এর ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে ০৯টি প্রতিষ্ঠানকে 'ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ' লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ০৬টি প্রতিষ্ঠান বর্তমানে অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। 'ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ' লাইসেন্স প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো অভ্যন্তরীণ Content এর পরিসর বৃদ্ধি, Local Web Browsing এ গ্রাহকগণের উৎসাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি Latency কমানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা। দেশের সকল আইএসপি ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ এর সাথে যুক্ত হলে ওয়েব ব্রাউজিং এ Latency কমানোর পাশাপাশি Local Traffic অভ্যন্তরীণভাবে Route হবে। ফলে লোকাল ইন্টারনেট/ ট্রাফিক ব্যবহারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ/ ইন্টারনেট এর ব্যবহার কমবে। এতে ফলে ইন্টারন্যাশনাল ব্যান্ডউইথ/ ইন্টারনেটের ক্রয় বাবদ রাজস্ব ব্যয় কমানোর পাশাপাশি নতুন নতুন দেশীয় Content এর প্রসার ঘটবে। সর্বোপরি এ খাত সবদিক দিয়ে আরও শক্তিশালী হবে। বর্তমানে NIX অপারেটররা বিটিআরসি'র অনুমোদন সাপেক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাদের PoP স্থাপন কার্যক্রম শুরু করেছে। যার ফলে প্রান্তিক আইএসপি অপারেটররা সহজে NIX সেবা পাবে এবং তাদের গ্রাহকরাও উচ্চগতির ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবে।

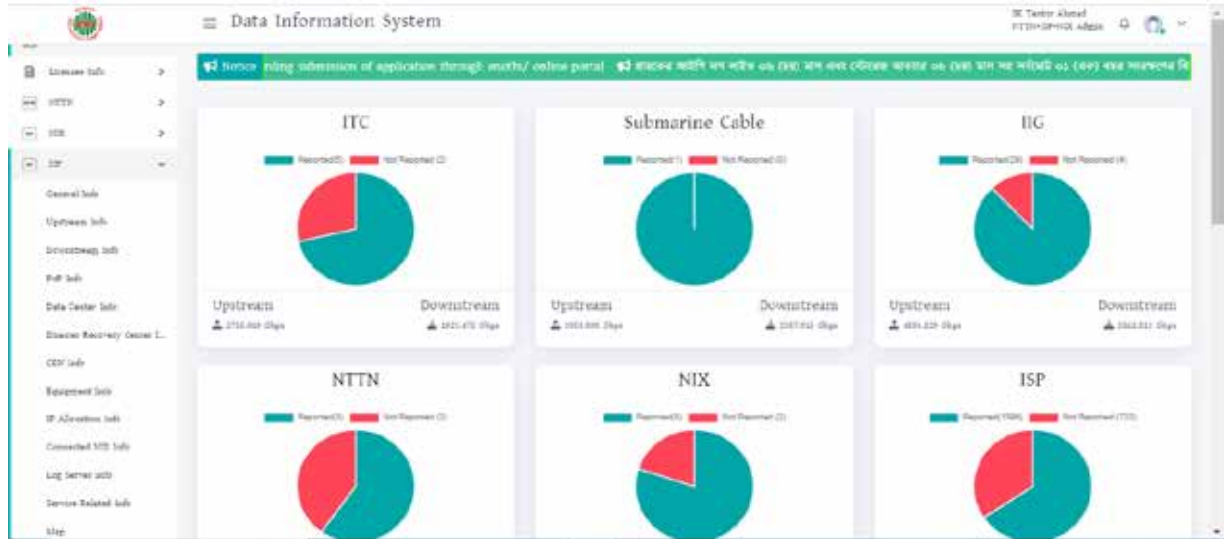
১৭। Data Information System (DIS)

International Long Distance Cable (ILDC), International Internet Gateway (IIG), Internet Service Provider (ISP) লাইসেন্সধারী সকল অপারেটরের অপারেশনাল কার্যাবলীর তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস (ইএন্ডও) বিভাগ কর্তৃক সংগ্রহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদ এবং পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। অপারেটরদের অপারেশনাল সংক্রান্ত তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে এবং এ সংক্রান্ত কাগজ পত্রের ব্যবহার কমাতে ইএন্ডও বিভাগের নিজস্ব উদ্যোগে ২০১৬ সালে Data Information System (DIS) নামক একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম স্থাপন করা হয়। বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে সংযুক্ত উক্ত সিস্টেমে ITC, IIG এবং ISP অপারেটররা সরাসরি লগ-ইন করে মাসিক অপারেশনাল তথ্যাদি দাখিলের পাশাপাশি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, PoP, IP এবং প্রতিষ্ঠানের সাধারণ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে কমিশনে দাখিল করেছে। DIS এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট কোন অপারেটর কিংবা সকল অপারেটরের তথ্যাদি দ্রুততার সাথে প্রাপ্তির ফলে বিভিন্ন সময়ে সংসদীয় কমিটি বা সরকার/ মন্ত্রণালয় এর চাহিদা মোতাবেক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি কমিশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অনেকাংশেই সহজতর হয়েছে।



চিত্র ৪.১০: DIS সিস্টেমের লগইন পেজ

পরবর্তীতে DIS সিস্টেমের কিছু কারিগরি ত্রুটি, নতুন আইএসপি গাইডলাইন অনুযায়ী আইএসপি লাইসেন্সের ধরণ পরিবর্তন এবং কমিশন হতে ইস্যুকৃত বিভিন্ন লাইসেন্সের সংখ্যা ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় DIS সিস্টেম আধুনিকায়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। অত্র বিভাগ হতে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নতুন DIS সফটওয়্যার প্রস্তুত ও হার্ডওয়্যার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করে ইতোমধ্যে বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা নতুন DIS পোর্টাল সম্পর্কে পরিচিতি করণ ও যথাযথভাবে তথ্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটরদের নিয়ে পর্যায়ক্রমে সরাসরি এবং অনলাইনে ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া আইএসপি অপারেটরদের নতুন DIS পোর্টালে রেজিস্ট্রেশন ও তথ্য প্রদানে সহযোগীতার জন্য অত্র বিভাগে ০২-০৫-২০২৩খ্রিঃ হতে ২৫-০৫-২০২৩খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত “Help Desk” পরিচালনা করা হয়েছে। নতুন DIS পোর্টালের (dis.btrc.gov.bd) মাধ্যমে ILDC, IIG, ISP, NTTN এবং NIX অপারেটররা নিয়মিতভাবে তথ্য দাখিল করছে।



চিত্র ৪.১১: DIS সিস্টেমের ড্যাশবোর্ড

১৮। সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম

বাংলাদেশ ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে SEA-ME-WE-4 (SMW-4) নামক কনসোর্টিয়ামের সদস্য হিসেবে যোগদান করে এবং ২০০৬ সালে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ নিয়ে দেশের সাবমেরিন ক্যাবল যুগের যাত্রা শুরু হয়। ইন্টারন্যাশনাল লং ডিস্ট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন্স সার্ভিস (আইএলডিটিএস) নীতিমালার আলোকে দেশে উচ্চ গতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) সরকারের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে বিএসসিসিএল এর অধীনে SEA-ME-WE-4 ও SEA-ME-WE-5 শীর্ষক দু'টি আন্তর্জাতিক সাবমেরিন ক্যাবল রয়েছে যার মাধ্যমে দেশের আইআইজি ও আইজিডব্লিউ অপারেটরসমূহকে সাবমেরিন ক্যাবল ক্যাপাসিটি সরবরাহ করে থাকে। সিঙ্গাপুর হতে ফ্রান্স পর্যন্ত বিস্তৃত SEA-ME-WE-4 সাবমেরিন ক্যাবলের দৈর্ঘ্য (ব্রাঞ্চ কেবলসহ) প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) কিলোমিটার। দেশের প্রথম এই সাবমেরিন ক্যাবলের মেয়াদ ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। বর্তমানে এই ক্যাবল হতে বাংলাদেশ প্রায় ৫৫০ জিবিপিএস ব্যান্ডউইথ লাভ করছে। একটি মাত্র সাবমেরিন ক্যাবলের প্রয়োজনীয় Redundancy নিশ্চিতকরণ, নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সেবা প্রদান এবং দেশে ক্রমবর্ধমান ব্যান্ডউইথের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৭ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম SEA-ME-WE-5 এর সাথে যুক্ত হয়। ২০,০০০ কি:মি: দীর্ঘ এই সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে ২৪ টেরাবাইটের ব্রডব্যান্ড যোগাযোগ সরবরাহ করে। এই ক্যাবলের প্রত্যাশিত স্থায়িত্বকাল ২৫ বছর। সম্প্রতি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে SMW-5 সাবমেরিন ক্যাবলের ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি ২,৫৬৭ জিবিপিএস-এ উন্নীত হয়েছে। উক্ত ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির ফলে SMW-4 সহ বিএসসিসিএল এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩,৪১৭ জিবিপিএস।

বর্তমানে বিএসসিসিএল এর অধীনে দু'টি সাবমেরিন ক্যাবল অপারেশনাল অবস্থায় থাকায় যে কোন একটি সাবমেরিন ক্যাবল অকার্যকর হলে অন্যটি দিয়ে দেশের ব্যান্ডউইথের চাহিদা মেটানো সম্ভব। উল্লেখ্য যে, বিটিআরসি এর নিকট হতে ২০০৮ সালে বিএসসিসিএল সাবমেরিন ক্যাবল পরিচালনার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী আইআইজি এবং আইজিডব্লিউ অপারেটরসমূহ বিএসসিসিএল থেকে সরকার অনুমোদিত ট্যারিফ, নির্ধারিত লাইসেন্সিং গাইডলাইন, নিয়ম ও শর্তাবলী এবং রেগুলেশন অনুসারে ব্যান্ডউইথের লীজ গ্রহণ করে থাকে। কক্সবাজার ও কুয়াকাটায় ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল বহির্বিদেশের সঙ্গে দেশের সংযোগের জন্য ব্যান্ডউইথ সেবা প্রদান করছে। দেশের ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যান্ডউইথ এককভাবে বিএসসিসিএল সরবরাহ করছে। বাজার সম্প্রসারণ ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিএসসিসিএল ইতোমধ্যে এর ব্যান্ডউইথের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করেছে। চলতি অর্থবছরে বিএসসিসিএল গড় ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ এর পরিমাণ হলো ২,৩৮৭.৯১৫ জিবিপিএস।

১৯। আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (ITC)

বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি বিটিআরসি হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৬ (ছয়)টি আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটরসমূহ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক লিংক তৈরী করে আইপিএলসি ও আইপি ট্রানজিট সেবা প্রদান করছে। বিগত জুন, ২০২১ খ্রিঃ হতে IAsia Alliance Communication Ltd. নামক আইটিসি অপারেটরের অপারেশনাল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বর্তমান সময়ে আইটিসি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিএসসিসিএল এর মূল প্রতিযোগী। আইটিসি লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহ ভারতীয় টেলিকম অপারেটর যথাঃ টাটা কমিউনিকেশন্স লিঃ এবং ভারতী এয়ারটেল এর সঙ্গে ভূমির উপর দিয়ে লিংক স্থাপন করে ব্যান্ডউইথ ব্যবসা করছে এবং দেশে ব্যান্ডউইথের বিকল্প সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে। আইটিসি অপারেটরসমূহ কম মূল্যে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করার কারণে বিএসসিসিএল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। গত কয়েক বছরে বিএসসিসিএল ও আইটিসি এর ব্যান্ডউইথ ব্যবহার বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বার্ষিক ব্যান্ডউইথ বৃদ্ধির হার প্রায় ৭০ শতাংশ। আগামীতে ৫জি সেবা চালু হলে দেশে ব্যান্ডউইথের ক্রমবর্ধমান চাহিদা আরও বাড়বে। চলতি অর্থবছরে আইটিসি অপারেটরসমূহের গড় ব্যবহৃত ব্যান্ডউইথ এর পরিমাণ হলো ২৪৭৭.৫২৪ জিবিপিএস।



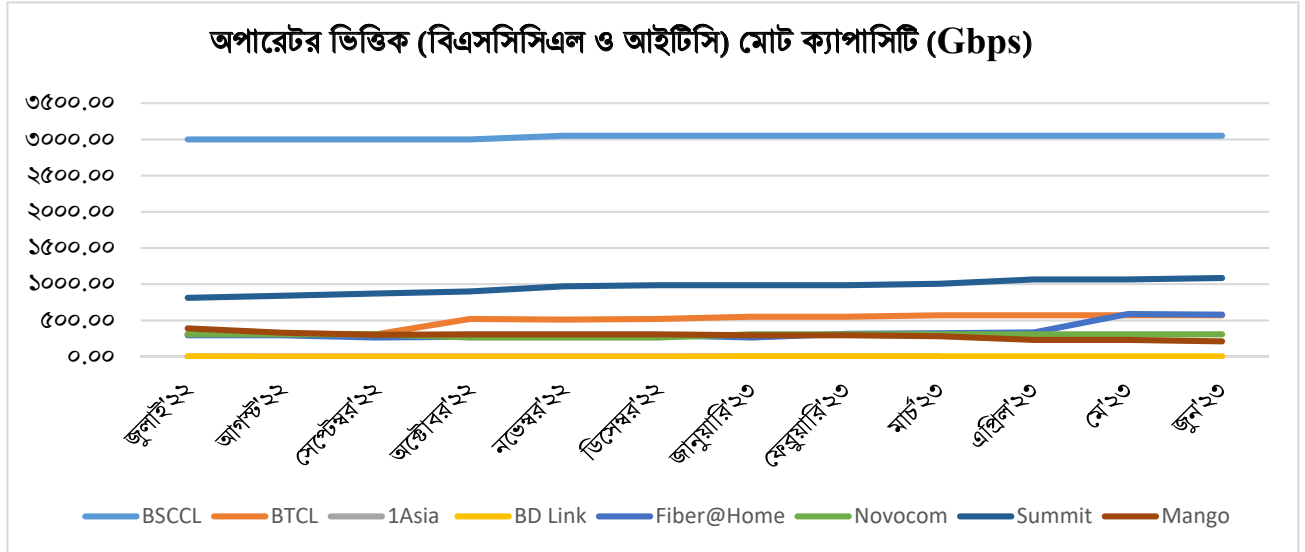
চিত্র ৪.১২: মহাপরিচালক (ইএন্ডও) এর বেনাপোল-এ অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন পরিদর্শন

বিএসসিসিএল ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা

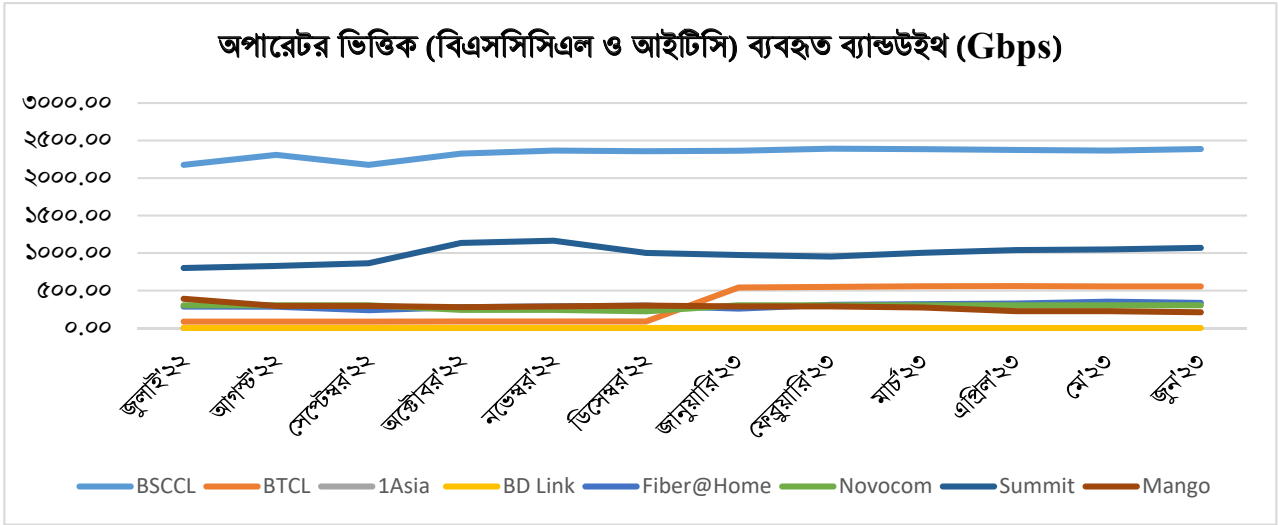
লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী বিএসসিসিএল ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহ অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নবর্ণিত সেবা প্রদান করে থাকেঃ

- আইআইজি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপিএলসি ও আইপি ট্রানজিট সেবা।
- আইজিডব্লিউ প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপিএলসি সেবা।
- আইএসপি প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইপি ট্রানজিট সেবা।
- বিটিআরসি কর্তৃক অনুমোদিত কর্পোরেট ব্যবহারকারী কোম্পানী বা সংস্থাসমূহকে আইপিএলসি সেবা।

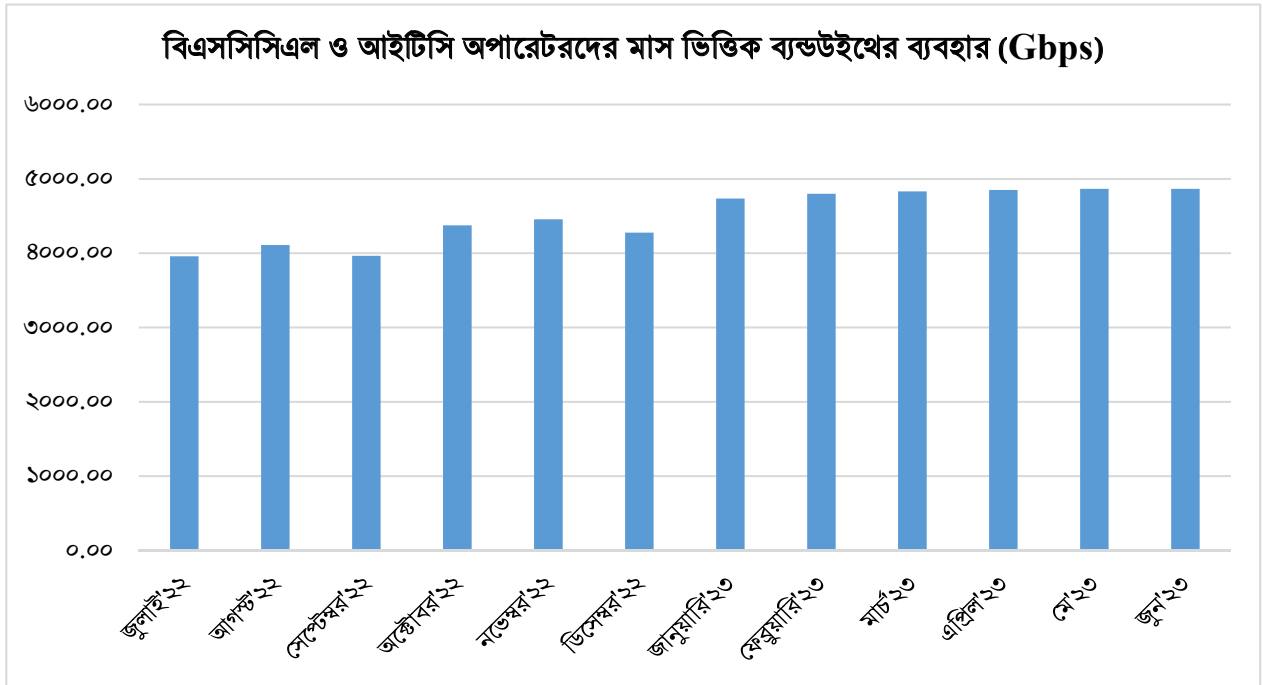
এছাড়াও, বিএসসিসিএল সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক বাজারে আইপিএলসি ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ লীজ প্রদান এবং আইআইজি, আইজিডব্লিউ, আইএসপি, এনটিসিএন ও অন্যান্য গ্রাহকগণকে কো-লোকেশন সেবা (জায়গা, বিদ্যুৎ, কারিগরি সহায়তা ইত্যাদি) প্রদান করে থাকে। বিএসসিসিএল ও আইটিসি প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যান্ডউইথ ব্যবহারের অপারেটর ভিত্তিক মোট ক্যাপাসিটি, অপারেটর ভিত্তিক ব্যবহৃত ক্যাপাসিটি এবং মাস ভিত্তিক ব্যবহৃত ক্যাপাসিটি এর ইনফোগ্রাফিক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:



লেখচিত্র ৪.১৩: অপারেটরভিত্তিক (বিএসসিসিএল ও আইটিসি) মোট ক্যাপাসিটি (Gbps)



লেখচিত্র ৪.১৪: অপারেটর ভিত্তিক (বিএসসিসিএল ও আইটিসি) ব্যবহৃত ক্যাপাসিটি (Gbps)



লেখচিত্র ৪.১৫: বিএসসিসিএল ও আইটিসি অপারেটরদের মাসভিত্তিক ব্যান্ডউইথের ব্যবহার (Gbps)

২০। কল সেন্টার

কল সেন্টার বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র সমূহের মধ্যে অন্যতম। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনায় বাংলাদেশে কল সেন্টার শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ২০০৮ সালে। স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং প্রবাসীদের অংশগ্রহণে শিল্পটি ক্রমশই বিকাশ লাভ করছে। দেশের বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও এই সেক্টর বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্ডিয়া, সুইডেন, জার্মানী, ডেনমার্ক, জাপান, বেলজিয়ামসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কল সেন্টার কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

কল সেন্টার শিল্পের বিকাশ দ্রুততর করার জন্য বিটিআরসি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে বিশ্ববাজারে কলসেন্টার শিল্পে বাংলাদেশকে পরিচিত করতে বিটিআরসি এবং Bangladesh Association of Contact Centre & Outsourcing (BACCO) যৌথভাবে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০ এবং ২০১৪ সালে World BPO ITO Forum এ অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশের কল সেন্টারের বিকাশের জন্য বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা ও করণীয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও উদ্যোগ তুলে ধরে। মাত্র ৭০০ কর্মী নিয়ে এই সেক্টরটি যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে এ খাতে কর্মী সংখ্যা ৭০ হাজারের অধিক। কলসেন্টার প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

বিষয়	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
কল সেন্টার লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশনধারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	২৭৮	৩১৩	২১২	২২৮	২৯৭
অপারেশনাল কল সেন্টার (আন্তর্জাতিক) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৯২	১০১	৭৪	৭০	৬১
অপারেশনাল কল সেন্টার (ডমেস্টিক) প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১৮৬	১৮৮	১৪	১১	২৭
কল সেন্টার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনবল	৫০,০০০+	৫০,০০০+	৬০,০০০+	৬৫,০০০+	৭০,০০০+

ছক ৪.১৪: কল সেন্টার প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিসংখ্যান

এছাড়াও, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে যাতে কলসেন্টার সেবা ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে অত্র বিভাগ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ফলে অনেক কলসেন্টার প্রতিষ্ঠান এই মহামারির মধ্যেও তাদের কার্যক্রম চালাতে পেরেছে। কলসেন্টার শিল্পে বিটিআরসি'র সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণের কারণে উদ্যোক্তারা উৎসাহিত হচ্ছে। ফলে, দেশের অগণিত শিক্ষিত বেকার যুবকের চাকুরির সংস্থানের পাশাপাশি দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ উত্তরোত্তর সুগম হচ্ছে।

২১। আইপি-পিএবিএক্স (IP-PABX)

দেশের মধ্যে আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আইপি-পিএবিএক্স সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্যালয়ের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আইপি-পিএবিএক্স ব্যবস্থা হচ্ছে একটি সাশ্রয়ী ও আধুনিক সমাধান, যার ব্যবহারে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রযুক্তিগতভাবে দৃঢ়তা লাভে সক্ষম হয়েছে।

২২। আইপি-টেলিফোনি (IP-Telephony)

আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য নতুন টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি প্রবর্তনের জন্য বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক মানের টেলিযোগাযোগ সেবা প্রবর্তন এবং জনসাধারণকে সাশ্রয়ী মান সম্পন্ন সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিটিআরসি কাজ করে আসছে। ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি যা সহজভাবে আইপি টেলিফোনি নামে পরিচিত বর্তমান সময়ে সাশ্রয়ী উপায় যার মাধ্যমে ভয়েস কলকে ডাটা প্যাকেট আকারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সঞ্চারিত করা যায়। এ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বল্প ব্যয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভয়েস কল করা সম্ভব। বিটিআরসি এ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮টি আইএসপি প্রতিষ্ঠানকে আইপিটিএসপি লাইসেন্স প্রদান করেছে। এর মধ্যে বর্তমানে ২৮ টি আইপিটিএসপি প্রতিষ্ঠান দেশব্যাপী তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

২৩। অ্যাপস ভিত্তিক কলিং সার্ভিস (Apps Based Calling Service)

Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণ খুব সহজে মোবাইল ফোনের Apps এর মাধ্যমে সুলভে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করতে পারছে। বর্তমানে ১৭টি আইপিটিএসপি অপারেটর সমূহ যথা ইন্টারক্লাউড লিমিটেড, আন্সার আইটি লিমিটেড, লিংক-থ্রী টেকনোলজিস লিমিটেড, বিডিকম অনলাইন লিমিটেড, মেট্রোনেট বাংলাদেশ লিমিটেড, আইসিসি কমিউনিকেশন লিমিটেড, বিটিএস কমিউনিকেশন, রেস অনলাইন লিমিটেড, এসএসডি টেক, এডিএন টেলিকম লিমিটেড, অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড, ডিজকন টেকনোলজিস লিমিটেড, NREACH-NET (Pvt.) Ltd, টেলিবাংলা কমিউনিকেশনস লিমিটেড,

রেডডাটা, রয়েলগ্রীন এবং বিটিসিএলকে Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিসের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ইন্টারক্রাউড লিমিটেড, আন্সার আইটি লিমিটেড, লিংক-থ্রী টেকনোলজিস লিমিটেড, রেস অনলাইন, অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেড এবং বিটিসিএল প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে Brilliant Apps, Amber IT IP Phone, Dial, Orbi Talk, Agni talk এবং আলাপ নামক Apps ভিত্তিক Calling সার্ভিস প্রদান করছে।

২৪। অবকাঠামো শেয়ারিং

বিটিআরসি হতে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অবকাঠামো অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে Infrastructure Sharing গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশবান্ধব অবকাঠামো তৈরি এবং এর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো তৈরি করা হলে টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ সংক্রান্ত বিনিয়োগ কমানোর পাশাপাশি নেটওয়ার্ক অবকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে। এর ফলে দ্রুততম সময়ে ও সাশ্রয়ী মূল্যে সেবা প্রদানের পথ উন্মুক্ত হবে। উক্ত অবকাঠামো শেয়ারিং-এর নীতিমালা অনুযায়ী বর্তমানে Passive অবকাঠামো শেয়ারের সুযোগ থাকলেও Active অবকাঠামো শেয়ারের কোন সুযোগ নেই। বিদ্যমান নীতিমালার আলোকে মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটররা একে অপরের সাথে অবকাঠামো শেয়ারিং-এর চুক্তি করছে এবং তদানুযায়ী তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাওয়ার, স্থান, ফাইবার ক্যাবল, জেনারেটরসহ অন্যান্য Passive Equipment শেয়ারের মাধ্যমে ব্যবহার করছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে Active Sharing এর সুযোগ সৃষ্টি করা যায় কিনা সে বিষয়ে সরকারের নির্দেশক্রমে একটি খসড়া সংশোধিত গাইডলাইন কমিশন হতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত খসড়া গাইডলাইনে মোবাইল অপারেটরদের স্পেকট্রাম ব্যতীত Multi Operator Radio Access Network (MORAN) শেয়ারিং এর প্রস্তাব করা হয়েছে যা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বিবেচনাধীন রয়েছে।

২৫। টাওয়ার শেয়ারিং

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের নিমিত্ত টাওয়ারের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে টাওয়ার স্থাপন এর কারণে সৃষ্ট বিকিরণে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতিরোধ এবং আবাদি জমির উপর টাওয়ার স্থাপনের কারণে আবাদি জমির পরিমাণ হ্রাস রোধ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে গত ০১/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয় এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন হতে মোট চারটি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। উক্ত লাইসেন্সের সংশ্লিষ্ট গাইডলাইনের শর্ত মোতাবেক ইতোমধ্যে টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটর এবং মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে কমিশনের Vetting প্রদান করে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়। বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার চুক্তি প্রস্তুত করা একটি জটিল বিষয় বিধায় নির্দেশনা মোতাবেক চুক্তি দাখিলে জটিলতা দেখা দেয়। কমিশন এই জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত এবং জনগণের দ্রুত মানসম্মত সেবা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার নির্দেশনা মোতাবেক একটি Service Level Agreement (SLA) প্রণয়ন এর উদ্দেশ্যে সকল অপারেটরের উপস্থিতিতে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত আলোচনা সভা সমূহে দিনভর বিষয় আলোচনার প্রেক্ষিতে ও উপস্থিত সকল অপারেটরের মতামত বিবেচনার প্রেক্ষিতে একটি Service Level Agreement (SLA) চূড়ান্ত করে কমিশন হতে জারি করা হয়।

পরবর্তীতে জারিকৃত চুক্তির আলোকে সকল অপারেটরদের যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয় যাতে করে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানসম্মত ও পরিবেশবান্ধব টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুত পৌঁছাতে পারে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক টাওয়ারকো লাইসেন্সসমূহ মোবাইল অপারেটর ও অন্যান্য অপারেটরদের সাথে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি প্রস্তুত করে কমিশনের Vetting এর উদ্দেশ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করেছে। উক্ত চুক্তি সমূহের ভেটিং দ্রুততার সাথে সম্পাদন করতঃ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে টাওয়ারকো লাইসেন্সের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করার মাধ্যমে টাওয়ার শেয়ারিং গাইডলাইনের বাস্তবায়নের যে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরী হয়েছে তা নিরসন হয়েছে এবং টাওয়ার শেয়ারিং যুগের সূচনা হয়েছে। বর্তমানে চারটি টাওয়ারকো অপারেটর ও মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের মধ্যকার ১৪ (চৌদ্দ) টি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে যা ভেটিং করতঃ বিটিআরসি হতে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরের পাশাপাশি বিভিন্ন টেলিকম অপারেটর যেমনঃ আইএসপি, এনটিটিএন ইত্যাদি অপারেটরের সাথে টাওয়ারকো অপারেটরদের মধ্যকার SLA ভেটিং করতঃ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এতে করে মোবাইল অপারেটর ব্যতীত অন্যান্য টেলিকম অপারেটরগণ একই অবকাঠামো ব্যবহার করে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত Bangladesh Telecommunication Company Limited (BTCL)-কে সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক বিটিসিএল-এর বর্তমান টাওয়ার সমূহ লিজ/রেন্ট/শেয়ার প্রদানের নিমিত্ত বিটিসিএল-এর অনুকূলে একটি Permit ইস্যু করা হয়েছে। সেপ্রেক্ষিতে বিটিসিএল এর বিদ্যমান টাওয়ারসমূহ মোবাইল অপারেটরদের দ্বারা শেয়ারিং এর জন্য ইতোমধ্যে বিটিসিএল এর সাথে রবি আজিয়াটা লিঃ, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ ও গ্রামীণফোন লিঃ বিটিআরসি হতে SLA ভেটিং কার্যক্রম ক্রমসম্পাদন করেছে। বর্তমানে ০৪ টি টাওয়ারকো অপারেটরের সকলেই বর্তমানে বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সাথে চুক্তি সম্পাদন পূর্বক নতুন টাওয়ার নির্মাণ ও টাওয়ার শেয়ারিং এর মাধ্যমে নেটওয়ার্ক বিস্তারের কার্যক্রম চালু করেছে। টাওয়ারকোর মালিকানাধীন একই অবকাঠামো শেয়ারিং-এর মাধ্যমে অতি দ্রুততার সাথে প্রচুর টাওয়ার রোলআউট করা সম্ভব। বর্তমানে টাওয়ারকো অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্থাপিত ও শেয়ারকৃত টাওয়ারের সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রঃ নংঃ	টাওয়ারকো অপারেটরের নাম	টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা (Build to Suit)			শেয়ারকৃত টাওয়ার সংখ্যা (Colocation)		
		জুন'২২	জুন'২৩	নির্মিত টাওয়ার বৃদ্ধি	জুন'২২	জুন'২৩	শেয়ারিং বৃদ্ধি
১	ইডোটকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ	১৪,০২১	১৫,৬৯৪	১৬৭৩	৬,০৩৫	৭,২৬৮	১,২৩৩
২	সামিট টাওয়ারস লিঃ	১,১৬৬	১,৯৬৫	৭৯৯	১২৬	৩০৩	১৭৭
৩	কীর্তনখোলা টাওয়ার বাংলাদেশ লিঃ	৩৭৩	৫২৭	১৫৪	০	৩৫	৩৫
৪	ফ্রন্টিয়ার টাওয়ারস বাংলাদেশ লিঃ	২১৩	২৫০	৩৭	০	০	০
	মোট	১৫,৭৭৩	১৮,৪৩৬	২৬৬৩	৬,১৬১	৭,৬০৬	১,৪৪৫

ছক ৪.১৫: টাওয়ারকো অপারেটরসমূহ কর্তৃক স্থাপিত ও শেয়ারকৃত টাওয়ারের সংখ্যা

উপর্যুক্ত ছক মোতাবেক মোট ১৮,৪৩৬ টি টাওয়ার টাওয়ারকো অপারেটরের মালিকানাধীন। তন্মধ্যে ৭,৬০৬ টি টাওয়ার শেয়ারিং এর মাধ্যমে অপারেটরগণ টাওয়ারকো সেবা গ্রহণ করছে। বর্তমানে টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার শেয়ারিং এর শতকরা পরিমাণ ৪১.২৫%।

টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা	শেয়ারকৃত টাওয়ার সংখ্যা	টাওয়ার শেয়ারিং এর হার
১৮,৪৩৬	৭,৬০৬	৪১.২৫%

ছক ৪.১৬: টাওয়ারকো মালিকানাধীন টাওয়ার শেয়ারিং এর পরিমাণ

বাংলাদেশের টেলিকম নেটওয়ার্কে মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন টাওয়ার সমূহের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নংঃ	মোবাইল অপারেটরের নাম	নিজস্ব মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা
১	রবি আজিয়াটা লিঃ	২,৩৫৪
২	গ্রামীণফোন লিঃ	১২,৫২৬
৩	টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ	৩,৩২৮
৪	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিঃ	৬,০৩৭
	মোট	২৪,২৪৫

ছক ৪.১৭: মোবাইল অপারেটরদের নিজস্ব মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা

মোবাইল অপারেটরদের নিজস্ব মালিকানাধীন টাওয়ার সংখ্যা	শেয়ার প্রদানকৃত টাওয়ার সংখ্যা	শেয়ারিং-এর % হার
২৪,২৪৫	৪,২৬৬	১৭.৫৯%

ছক ৪.১৮: মোবাইল অপারেটরদের শেয়ারকৃত টাওয়ার সংখ্যা

উপর্যুক্ত ছক হতে দেখা যাচ্ছে যে, মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন মোট টাওয়ার সংখ্যা ২৪,২৪৫ টি। তন্মধ্যে ৪,২৬৬ টি টাওয়ার অন্য অপারেটরের সাথে শেয়ার করা হয়েছে। মোবাইল অপারেটরদের মালিকানাধীন এই টাওয়ার সমূহ টাওয়ারকো অপারেটরের মাধ্যমে শেয়ারিং এর জন্য উন্মুক্তকরণের জন্য বিটিআরসি হতে ইতোমধ্যে শেয়ারিং এর উদ্দেশ্যে টাওয়ারকো ও মোবাইল অপারেটরদের মধ্যকার “Tripartite” চুক্তি করার বিষয়ে অনাপত্তি জ্ঞাপন করা হয়েছে। এর ফলে স্বল্প খরচে একই অবকাঠামো ব্যবহার করে বিভিন্ন অপারেটরগণ নেটওয়ার্ক কাভারেজ নিশ্চিত করতে পারবে এবং জনগণের মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিত হবে। ইতোপূর্বে বিভিন্ন অপারেটরদের মধ্যকার ০৮ (আট) টি চুক্তি ভেটিং করতঃ অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

ক্রমিক	ত্রিগুণীয় চুক্তি	অনুমোদনের তারিখ
১	রবি-সামিট-টেলিটক	৩১/০৭/২০২২
২	রবি-সামিট-বাংলালিংক	১৯/০৯/২০২২
৩	বাংলালিংক-ইডোটকো-রবি	২৯/০৯/২০২২
৪	গ্রামীণফোন-সামিট-বাংলালিংক	২০/১০/২০২২
৫	গ্রামীণফোন-ইডোটকো-বাংলালিংক	২৫/১০/২০২২
৬	গ্রামীণফোন-ইডোটকো-রবি	০৬/১২/২০২২
৭	গ্রামীণফোন-সামিট- রবি	১১/০১/২০২৩
৮	টেলিটক-সামিট-বাংলালিংক	০৬/০২/২০২৩

ছক ৪.১৯: টাওয়ারকো ও মোবাইল অপারেটরদের মধ্যকার “Tripartite” চুক্তি অনুমোদন সংক্রান্ত তালিকা

২৬। ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান

দেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারের বৃদ্ধিকল্পে এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্তারের পথের অন্তরায় সমূহ দূরীকরণের জন্য ২০০৫ সালে একটি নাম্বারিং প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়। ২০০৫ সালের নাম্বারিং প্ল্যানটি টেলিযোগাযোগ ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তি যেমন কনভারজেন্স, আইপি টেলিফোনি, মেশিন-টু-মেশিন কমিউনিকেশন এবং ENUM এর উল্লেখ ছিল না। নতুন প্রযুক্তি, নতুন প্রোটোকল এবং নতুন টেলিযোগাযোগ সেবার আবির্ভাবের সাথে সাথে নাম্বারিং এবং অ্যাড্রেসিং ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। মূলত, টেলিকমিউনিকেশন নাম্বারিং সিস্টেম ফিক্সড নেটওয়ার্ক (পিএসটিএন)-এর কলসমূহের অ্যাড্রেসিং নির্ধারণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। নাম্বারিং প্ল্যান পূর্বে তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল কারণ এটি একটি একক প্রযুক্তি এবং সেবার সাথে সম্পর্কিত ছিল এবং এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভৌগলিক ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের ঠিকানা সংজ্ঞায়িত করা। এর বিপরীতে, আজকের নাম্বারিং প্ল্যান অনেক বেশি জটিল কেননা বর্তমানে একাধিক প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ সেবা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (যেমন গ্রাফিক্স, অডিও এবং ভিডিও সংক্রান্ত ফিক্সড ও মোবাইল সেবা)। এই নতুন মাত্রা এবং জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে, টেলিযোগাযোগ সেবা সমূহের সুশৃঙ্খল বিকাশ নিশ্চিত করতে ব্যাপক পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয়তা থেকেই ২০১৭ সালে ITU স্ট্যান্ডার্ড এর সাথে সঙ্গতি রেখে “বাংলাদেশ ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান, ২০১৭” প্রণয়ন করা হয়েছে। নাম্বারিং প্ল্যান এ ডায়ালিং প্রণালীর ক্ষেত্রে ITU-T এর Recommendation E.164 অনুসরণ করা হয়েছে। ন্যাশনাল নাম্বারিং প্ল্যান, ২০১৭ অনুযায়ী,

- ক) পিএসটিএন অপারেটরদের নাম্বারিং প্রিফিক্স বরাদ্দকরণ;
- খ) পিএসটিএন অপারেটরদের নাম্বারিং স্কিম নির্ধারণ;
- গ) আইপিটিএসপি অপারেটরদের অপারেটর কোড বরাদ্দকরণ;

- ঘ) ইন্টার-নেটওয়ার্ক শর্ট-কোড বরাদ্দকরণ;
- ঙ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অপারেটর কোড প্রদান;
- চ) নাম্বারিং ব্লক বরাদ্দকরণ;
- ছ) ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস সার্ভিস প্রোভাইডারদের অপারেটর কোড বরাদ্দকরণ;
- জ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে মোবাইল নেটওয়ার্ক কোড বরাদ্দকরণ;
- ঝ) মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের অনুকূলে ICCID বরাদ্দকরণ;
- ঞ) টোল ফ্রি সার্ভিস নাম্বার (ITFS, LTFS) পরিকল্পনা;

ইত্যাদি বিষয়াদি নির্ধারণ ও বরাদ্দকরণ প্রদান করা হয়েছে।

২৭। ভিডিও কনফারেন্সিং

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশে অথবা দেশের বাইরে অবস্থিত তাদের শাখা অফিস এবং অন্যান্য সহযোগী অথবা অংশীদারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং পরিচালনা সংক্রান্ত জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রযোজ্য ট্যারিফ প্রদান সাপেক্ষে কমিশন হতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর অনুমোদন প্রদান করা হয়। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও সমূহের নিকট ভিডিও কনফারেন্সিং এর চাহিদা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অবাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভিডিও কনফারেন্সিং এর ক্ষেত্রে কোন ধরনের ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়নি।

২৮। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তি পত্র (No Objection Certificate)

“বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১” এবং “আমদানি নীতিমালা ২০১৫-২০১৮” অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ হতে টেলিযোগাযোগ কাজে ব্যবহৃত নন-ওয়্যারলেস যন্ত্রপাতি আমদানির পূর্বানুমোদন প্রদান করা হয়। এ ধরনের নন-ওয়্যারলেস টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ আমদানির অনুমোদন পেতে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে আবেদন করার প্রয়োজন হয়। এধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে কোন ফি প্রযোজ্য নয়। অত্র বিভাগের আওতাধীনে গত অর্থ বছরে বিপুল পরিমাণ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যেমনঃ সুইচ, রাউটার, সার্ভার, মডেম, পাওয়ার সাপ্লাই, রেকটিফায়ার, ক্যাবলসহ বিভিন্ন ধরনের নন-রেডিও টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদির গুণগতমান বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিটিআরসি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

২৯। ইলেকট্রনিক বর্জ্য বা ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে অব্যবহৃত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ তথা রিসাইক্লিং কার্যক্রমের গুরুত্বও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যে কোন প্রকার টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির একটা আয়ুষ্কাল থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তা অকেজো ও ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ব্যবহার করায় বা অব্যবহৃত থাকা উভয়ের ফলেই টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে তা বর্জ্য পরিণত হয়। দেশের পরিবেশ ও জীববৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রি-সাইক্লিং করা অত্যাবশ্যিক। ই-বর্জ্য এর মধ্যে অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির সাথে সাথে টেলিকম যন্ত্রপাতিও অন্তর্ভুক্ত বিধায় টেলিকম ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং করণের ক্ষেত্রে বিটিআরসি’র সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, টেলিযোগাযোগ খাতে ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পুনর্ব্যবহার পদ্ধতি নির্ধারণ করতে বিটিআরসি কর্তৃক ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর এর অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরবর্তীতে টেলিকম যন্ত্রপাতির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ছাড়পত্র পাওয়ার জন্য বিটিআরসি বরাবরে আবেদন করে। ই-বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিটিআরসি হতে Azizu Trading Co., Green Bangla Corporation, JR Enterprise, M/S Yousuf Enterprise, Bees Logistics

& Networking Ltd., NH Enterprise, Zaman Enterprise, Techno Fair , MM Enterprise এবং Pro Recycling Ltd নামক ১০টি প্রতিষ্ঠানকে শর্তসাপেক্ষে ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির বর্জ্য পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একেজো ও অব্যবহৃত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি সংগ্রহের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

৩০। IPv6 বাস্তবায়ন কার্যক্রম

দেশের বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক অবকাঠামো ও এ সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশে IPv6 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কমিশনের সকল প্রকার লাইসেন্সধারী অপারেটর কর্তৃক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত একটি IPv6 বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির প্রস্তাবনা এবং সংশ্লিষ্ট সকল অপারেটর কর্তৃক দাখিলকৃত IPv6 বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেশের বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক অবকাঠামো এবং সংশ্লিষ্ট টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি/ যন্ত্রাংশে IPv6 বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে গ্রাহক প্রাপ্তে IPv6 আইপি এ্যাড্রেস প্রদান চলমান রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল গ্রাহককে IPv6 আইপি এ্যাড্রেস প্রদান করা হবে।

৩১। ভিপিএন সার্ভিস

ভিপিএন সার্ভিস লাইসেন্সধারী ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী প্রদান করা হয়। ভিপিএন সেবা প্রদান সংক্রান্ত বিটিআরসি'র পূর্বের নির্দেশনাটি এনটিএমসিসহ সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের মতামতের ভিত্তিতে অধিকতর আধুনিকায়ন করা হয়েছে। নতুন নির্দেশনাটি বিটিআরসি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। গ্রাহকগণ “VPN Registration Form” ও অন্যান্য তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট আইএসপি প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমে বিটিআরসি' তে জমা প্রদান সাপেক্ষে ভিপিএন সেবা গ্রহণ করতে পারে।

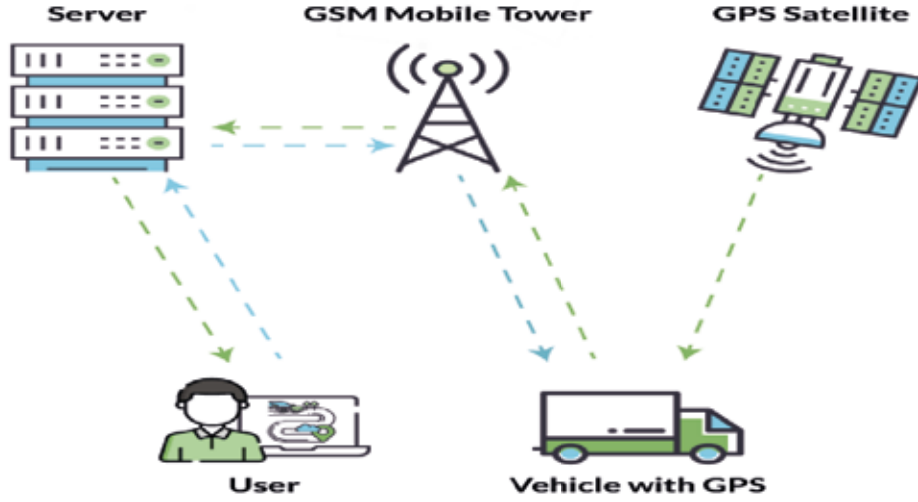
৩২। ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিজড সার্কিট (আইপিএলসি) সংযোগ

ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিজড সার্কিট (আইপিএলসি) একটি পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট (P2P) প্রাইভেট লাইন যা গ্রাহকদের রিয়েল-টাইম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডেডিকেটেড আন্তর্জাতিক ডাটা ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে। ভৌগলিকভাবে দূরবর্তী অফিসসমূহে সংযোগ স্থাপন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই প্রাইভেট সার্কিট ব্যবহার করে থাকে। এই পরিষেবাটি সাধারণতঃ ইন্টারনেট অ্যাক্সেস, ব্যবসায়িক ডাটা এক্সচেঞ্জ, ভিডিও-কনফারেন্সিং এবং অন্য যে কোনও টেলিযোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হয়। ILDC অপারেটর কর্তৃক গ্রাহককে আইপিএলসি পরিষেবার ক্ষেত্রে বিটিআরসি ডেডিকেটেড End to End ডিজিটাল লিংক সংযোগের জন্য অনুমোদন প্রদান করে থাকে। আন্ডার-সি ক্যাবল সিস্টেম, ল্যান্ডলাইন আন্তর্জাতিক ক্যাবল সিস্টেম ইত্যাদির মাধ্যমে উক্ত নেটওয়ার্কটি আন্তর্জাতিক রুটে পরিচালনা করা হয়। বিএসসিসিএল এর পাশাপাশি বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত ০৭ (সাত)টি আন্তর্জাতিক টেরেস্ট্রিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) অপারেটরসমূহ পাশ্চাত্য দেশসমূহের সাথে আন্তর্জাতিক লিংক তৈরি করে আইপিএলসি সেবা প্রদান করছে।

৩৩। Vehicle Tracking Service (VTS)

Vehicle Tracking Service (VTS) একটি টেলিযোগাযোগ সেবা যা ব্যবহার করে যানবাহনের অবস্থান ইন্টারনেট এর মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে, Global Positioning System (GPS) এবং Cellular Mobilephone System এর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। VTS লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের অপারেশনাল সংক্রান্ত তথ্যাদি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অত্র বিভাগে প্রদান করে। Vehicle Tracking Service (VTS) সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে গ্রাহক তার যানবাহনের সকল প্রকার মুভমেন্ট তাৎক্ষণিক জানতে সক্ষম হন। এছাড়াও, এ সিস্টেমে মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে যানবাহনের লাইভ ট্র্যাকিং করার সুবিধা রয়েছে।

নিম্নে Vehicle Tracking Service (VTS) সেবাটি কিভাবে কাজ করে সেটির একটি চিত্র তুলে ধরা হলোঃ



চিত্র ৪.১৩: Vehicle Tracking Service (VTS) সিস্টেম

৩৪। Multi-Protocol Label Switching (MPLS)

Multi-Protocol Label Switching (MPLS) হচ্ছে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এর একটি Switching পদ্ধতি যা IP ভিত্তিক সেবা প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। MPLS এর মাধ্যমে একটি আই.এস.পি তার ক্লায়েন্টসমূহের মধ্যে ট্রাফিক আদান-প্রদান করে থাকে। MPLS ব্যবহারে উহার সার্ভিসের মান ভালো হয় এবং ক্লায়েন্টদের ট্রাফিকের নিরাপত্তা বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্লায়েন্টদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে Traffic Engineering (TE) করাও সম্ভব হয়। সাধারণত, বিভিন্ন ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান সমূহ এই MPLS সেবা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং তাদের শাখা অফিসের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য-নিরাপত্তা অধিকতর শক্তিশালী করার জন্য MPLS সার্ভিস ব্যবহার করে থাকে। শুরুতে International MPLS সেবা ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানে সংখ্যা কম থাকলেও বর্তমানে উহার ব্যবহার বাড়ছে। International MPLS সেবা প্রদানের জন্য সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বিটিআরসি'র পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে International Internet Gateway (IIG) এবং Internet Service Provider (ISP) থেকে IP Address (Source এবং Destination IP), Bandwidth গ্রহণ করতে হয়। কমিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ হতে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রয়োজ্য ফি প্রদান সাপেক্ষে বিভিন্ন শর্ত সহ এক বছরের International MPLS সেবা ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করা হয় এবং তা বাৎসরিক ভিত্তিতে নবায়ন করতে হয়।

৩৫। Commercial Toll-Free Service

Commercial Toll-Free Service এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা কার্যক্রম-কে সহজলভ্য এবং গ্রাহকের সাথে সহজে যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করে থাকে। এই সার্ভিসের মাধ্যমে Caller কে কোন অর্থ ব্যয় করতে হয় না, বরং Called Party or 3rd Party কে একটি Call এর Tariff পরিশোধ করতে হয়।

Commercial Toll-Free Service দুই ধরনের রয়েছে, যথাঃ-

১। International Toll-Free Service (ITFS)

ITFS এর নম্বর ধরন নিম্নরূপঃ
000800+ Country Code+ XXX (Toll Free Service Number)

২। Local Toll-Free Service (LTFS)

LTFS এর নম্বর ধরন নিম্নরূপঃ
0800-XXXXXXX (Customer's LTFS Number)

আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও প্রযোজ্য ফি প্রদান সাপেক্ষে ইএন্ডও বিভাগ হতে শর্ত সাপেক্ষে ITFS/LTFS এর নম্বর বরাদ্দ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৮২ (বিরাশি) টি LTFS নম্বর বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩৬। IP-Based আন্তঃসংযোগ বাস্তবায়ন ও কার্যক্রম পরিচালনা

বিশ্বের খ্যাতিমান টেলিকম যন্ত্রাদি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ 4G এবং 5G নেটওয়ার্কের বিশ্বব্যাপী অধিক ব্যবহারের ফলে TDM Based Switching equipment উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। বর্তমানে টেলিকম সেবা শুধুমাত্র ডাটা কমিউনিকেশন এর জন্য 4G তে উন্নীত করা হলেও ভয়েস কমিউনিকেশন এখন পর্যন্ত 2G এবং 3G তে রয়েছে। যার অন্যতম কারণ হলো TDM টেকনোলজি 4G এবং তার পরবর্তী নতুন টেকনোলজির সেবা সমর্থন না করা। কিন্তু IP ভিত্তিক Interconnection এ 4G এবং 5G উভয় প্রযুক্তিতে সমর্থন করে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক গত ২৪ শে জানুয়ারী ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দে সকল টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে 4G সেবার জন্য উপযুক্ত নেটওয়ার্ক প্রস্তুতির নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়া 4G নেটওয়ার্কে অফনেট VoLTE কল পরিচালনার জন্য IP-Based Interconnection ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে তথা বর্তমানে ব্যবহৃত TDM technology তে সম্ভব নয়। সে প্রেক্ষিতে TDM এর পাশাপাশি IP তে আন্তঃসংযোগ স্থাপন চালু করার লক্ষ্যে গত ১১ই মে ২০২১ খ্রিষ্টাব্দে আইজিডব্লিউ এবং আইসিএক্স গাইডলাইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য কমিশন হতে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে সকল আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স ও মোবাইল অপারেটরসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩৭। বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ-এর ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট কার্যক্রম পরিচালনা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ মোতাবেক বিটিআরসি কর্তৃক লাইসেন্স প্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ অপারেটরের Information System Audit সম্পাদন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত Information System Audit সম্পাদনের নিমিত্ত বিটিআরসি কর্তৃক অডিটটি পরিচালনার জন্য যৌথভাবে অডিট ফার্ম হিসেবে Masih Muhith Haque & Co. ও ANB Solutions Pvt. Limited নিযুক্ত হয়েছে। নিযুক্ত অডিট ফার্ম বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন লিঃ-এর ইনফরমেশন সিস্টেম অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করতঃ অডিট রিপোর্টটি ৩০/০৪/২০২৩ খ্রিঃ-এ বিটিআরসি বরাবর দাখিল করেছে।



চিত্র ৪.১৪: অডিট ফার্ম কর্তৃক অডিট রিপোর্টটি বিটিআরসি'র অনুকূলে দাখিল

৩৮। সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গণে মোবাইল নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সকল মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কর্তৃক যৌথভাবে IBS স্থাপন ও DAS শেয়ারিং সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিটিআরসির তত্ত্বাবধানে, এমটবের ব্যবস্থাপনায় মোবাইল অপারেটরদের দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে সমন্বয় একাধিক সমন্বয় সভার আয়োজন হয়। সকল অংশীজনের সার্বিক প্রচেষ্টায় সুপ্রীম কোর্টের অভ্যন্তরে যৌথভাবে IBS স্থাপন ও DAS শেয়ারিং এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত এলাকায় মানসম্মত মোবাইল নেটওয়ার্ক বিরাজমান রয়েছে।



চিত্র ৪.১৫: সুপ্রীম কোর্ট এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সমন্বয় সভা

৩৯। ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবেলায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণ

গত মে, ২০২৩-তে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় মোখা আঘাত হানে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলসহ আশেপাশের এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ সংশ্লিষ্ট টেলিকম অপারেটরদের নিজস্ব নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা অটুট রেখে পর্যাপ্ত পাওয়ার ব্যাকআপ (ব্যাটারি, ডিজেল জেনারেটর, পোর্টেবল জেনারেটর ইত্যাদি)-এর ব্যবস্থা গ্রহণ সহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিটিআরসি হতে গত ০৩/০৫/২০২৩ খ্রিঃ-এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকা সমূহের টেলিযোগাযোগ সেবা ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা সহ নিরবচ্ছিন্ন সেবা নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট টেলিকম অপারেটরদের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন, কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বিটিআরসির কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি Emergency Response Team গঠন, কন্ট্রোল রুম স্থাপন, হটলাইন নাম্বার চালু ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় কমাশিয়াল পাওয়ারের অনুপস্থিতিতে অনেক টেলিকম সাইট অচল হয়ে পড়ে। তবে পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পাওয়ার ব্যাকআপ নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যাটারি, ডিজেল জেনারেটর, পোর্টেবল জেনারেটর ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় বিধায় অতি দ্রুত সেসকল সাইট সচল করা হয়। এছাড়াও মোবাইল অপারেটরগণ বিশেষ প্যাকেজ প্রদান ও জরুরি যোগাযোগের জন্য হটলাইন নম্বর চালু করে।



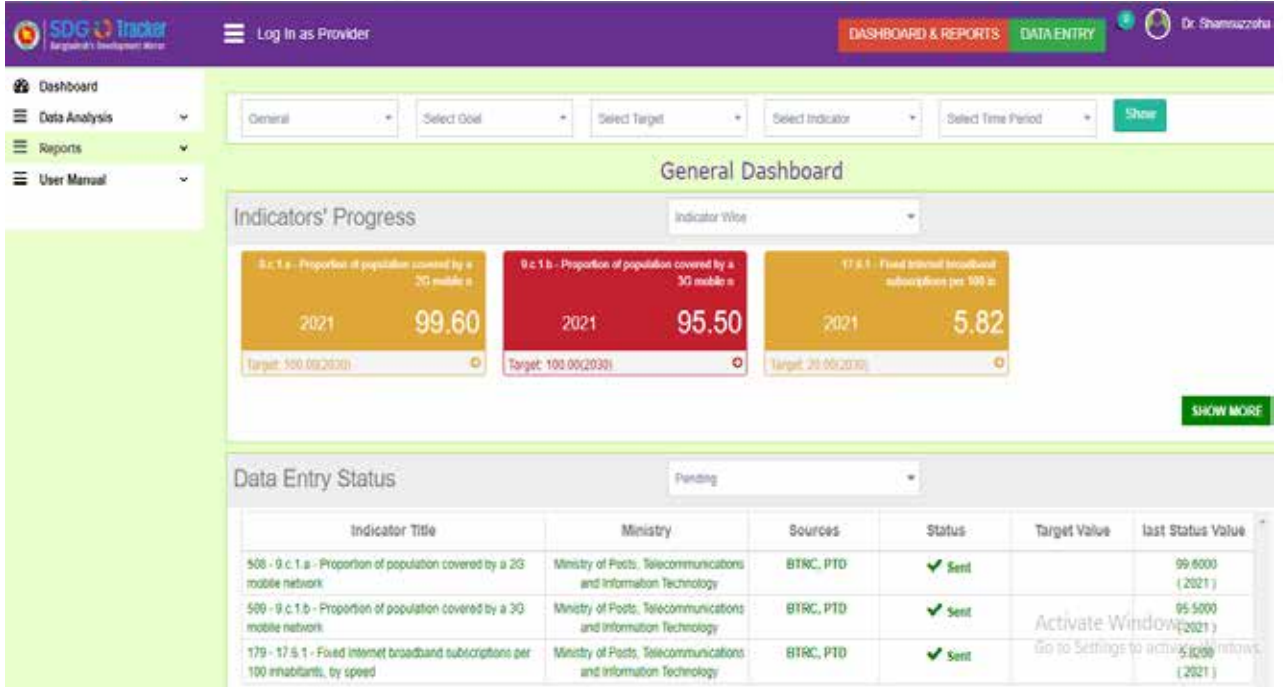
চিত্র ৪.১৬: ঘূর্ণিঝড় মোখা মোকাবেলায় Emergency response team-এর সমন্বয় সভা



চিত্র ৪.১৭: ঘূর্ণিঝড় মোখা কবলিত স্থানে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান

৪০। টেলিকম সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান

লাইসেন্সধারী অপারেটরসমূহ থেকে নিয়মিতভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পোর্টালে টেলিকম সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ করে থাকে। এ সকল তথ্য-উপাত্ত ITU Portal, SDG Tracker, National Data Coordination Committee (NDCC), বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, BTRC Website ইত্যাদিতে নিয়মিত ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়। প্রদানকৃত তথ্যাদির মাধ্যমে ITU এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়াও এই উপাত্তসমূহ ITU এর বিভিন্ন Statistical Publication এ ব্যবহার করা হয়। হালনাগাদকৃত তথ্যাদি জাতিসংঘভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নির্ণয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের অধীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনায় অবদান রাখছে।



চিত্র ৪.১৮: SDG Tracker/ ITU পোর্টালে দেশের টেলিকম সংক্রান্ত তথ্য



৪১। ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস (ICANN) ও ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স (IGF)

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগ হতে ICANN এর সঙ্গে ইন্টারনেট অপারেশনাল ও Standardization বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। বিশেষত, বাংলা স্ক্রিপ্ট এর Label Generation Rule এর কার্যক্রম ইন্টারনেটে (ডোমেইন নেম সিস্টেম-এ) বাংলা ভাষার রীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরার পিছনে জোরালো ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও Governmental Advisory Committee এর সদস্য হিসেবে ইএন্ডও বিভাগ হতে গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন সভা এবং ইমেইল ডিসকাশন এ অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। এর ফলে ICANN এবং বৈশ্বিক ইন্টারনেট গভর্নেন্স-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ, অবদান ও অবস্থান উন্নত হচ্ছে এবং তা আধুনিক ইন্টারনেট ইকোসিস্টেমে আমাদের অধিকতর সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। ইন্টারনেট Resource (IP Address) বরাদ্দ করার ব্যবস্থা অধিকতর উন্নত করা এবং IPv6 বাংলাদেশে চালু করার ক্ষেত্রে ইএন্ডও বিভাগ APNIC (যা ICANN এর সাথে সম্পর্কিত একটি সংস্থা) এর সাথে ওতপ্রোতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে।

লিগ্যাল
এন্ড
লাইসেন্সিং বিভাগ

লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ মূলত লিগ্যাল এবং লাইসেন্সিং এই ০২ (দুই) শাখা নিয়ে গঠিত। লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগ এর প্রধান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন একজন মহা-পরিচালক এবং লিগ্যাল শাখা ও লাইসেন্সিং শাখা এর দায়িত্বে রয়েছেন যথাক্রমে পরিচালক (লিগ্যাল) ও পরিচালক (লাইসেন্সিং)। লাইসেন্সিং শাখা বিভিন্ন প্রকার টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়ন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে। লিগ্যাল শাখা কমিশন এর পক্ষে অথবা বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, গাইডলাইন/লাইসেন্স এ বর্ণিত বিধানাবলী এর বিষয়ে জটিলতা নিরসনে আইনগত মতামত ও ব্যাখ্যা প্রদান এবং আইন সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়াদি তত্ত্বাবধান করে থাকে।

লিগ্যাল শাখা

লিগ্যাল শাখা কমিশনের আইন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, কমিশনের সকল বিভাগের কার্যক্রম হতে উদ্ভূত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়-আইনী পরামর্শ প্রদান, প্রস্তাবিত চুক্তির আইনগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অভিযোগ শুনানি, কারণ দর্শানো নোটিশ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন, প্রবিধানমালা, গাইডলাইনস্ এবং লাইসেন্সসমূহের খসড়া প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা করা, দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টসহ বিভিন্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে এবং বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ পরিচালনা, কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রবিধানমালা বিষয়ক কার্যাবলী সম্পাদন, কমিশনের অন্যান্য বিভাগের কাজে প্রয়োজনীয় আইনগত মতামত প্রদান, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান, লাইসেন্সধারীদের মধ্যে বিদ্যমান বিরোধ নিষ্পত্তি, মামলার বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ, বিভিন্ন ল'ফার্ম এবং সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, আইনজীবী নিয়োগ, Affidavit তৈরি, মামলার তদন্ত সম্পন্ন করতঃ FRT/Chargesheet তৈরী, সারাদেশে বিভিন্ন থানায় বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহে VoIP যন্ত্রপাতি সনাক্তকরণ, দেশের বিভিন্ন থানায় দায়েরকৃত মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত Chargesheet/FRT দাখিল এর অনুমোদন প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে।

টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে উল্লেখযোগ্য আইন

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও প্রযুক্তিগত বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় আইন প্রণীত হয়েছে। তার মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিত আইনসমূহ উল্লেখযোগ্য:

ক্রমিক নং	আইনের নাম
১	The Telegraph Act, 1885
২	The Wireless Telegraphy Act, 1933
৩	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১
৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৯
৫	কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬
৬	টেরেস্ট্রিয়াল টেলিভিশন সম্প্রচার সুবিধা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
৭	পনোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
৮	প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২
৯	ডিজিটাল সিকিউরিটি আইন, ২০১৮

ছক ৫.১: টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর সংশোধনীসমূহ

দেশের স্বার্থ ও টেলিযোগাযোগ উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে ২০০১ সালে প্রণীত বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এ বিভিন্ন সময় সংশোধনী আনা হয়েছে। সংশোধনীসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সংশোধন	অধ্যাদেশ/ আইন	কার্যকারিতা/মেয়াদকাল
১.	১ম সংশোধন	২০০৫ সনের ১নং অধ্যাদেশ	অধ্যাদেশটি ২০০৬ সনের ৭নং আইন দ্বারা রহিত হয়। মেয়াদকাল ছিল ১০-১২-২০০৫ পর্যন্ত।
২.	২য় সংশোধন	২০০৬ সনের ৭নং সংশোধন আইন	মেয়াদকাল ১১-১২-২০০৫ হতে ২১-১২-২০০৮।
৩.	৩য় সংশোধন	২০০৮ সনের ৫৮নং অধ্যাদেশ	মেয়াদকাল ২২-১২-২০০৮ হতে ২৪-০২-২০০৯ পর্যন্ত ছিল। বাংলাদেশ সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-৯৩(২) এর বিধান মোতাবেক সংসদের ১ম অধিবেশনে উপস্থাপিত না হওয়ায় অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়।
৪.	৪র্থ সংশোধন	২০১০ সনের ৪১ নং আইন	মেয়াদকাল ০১-০৮-২০১০ হতে অদ্যাবধি।

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত পলিসিসমূহ

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত আইনের বিধান বাস্তবায়ন এবং একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় পলিসি বা নীতিমালা গ্রহণ করে। সময়ে সময়ে গৃহীত পলিসিসমূহ নিম্নরূপঃ

১. National Telecommunication Policy, 2018;
২. ILDTS Policy, 2010;
৩. National Broadband Policy, 2009;
৪. Bangladesh National Numbering Plan, 2017.

টেলিযোগাযোগ সেবার সাথে সম্পৃক্ত বিধিমালা/আদেশসমূহঃ

একই সাথে এই সেবা খাতের সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিচালনার স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত কতিপয় বিধিমালা/আদেশ জারি করে। সময়ে সময়ে জারিকৃত বিধিমালা/আদেশসমূহ নিম্নরূপঃ

১. রপ্তানি নীতি ২০২১-২০২৪।
২. আমদানী নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪।

সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত প্রবিধানমালাসমূহঃ

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে, টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স প্রদান, আন্তঃসংযোগ, কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি প্রবিধানমালা, কর্মচারীদের চাকরি সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয় ও এ সংক্রান্ত কার্যাবলী কি পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে তার বিধান সম্বলিত বেশ কয়েকটি প্রবিধানমালা কমিশন ইতোমধ্যে প্রণয়ন করেছে। বর্ণিত প্রবিধানমালা দিয়েই কমিশনের প্রাত্যহিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ১৮(৪), ২৪(২) (খ), ৩১ (২)(খ), ৩২, ৩৬(৬), ৩৮, ৪৯(৩)(খ), ৫৪(১), ৫৫(৩), ৫৭(১), ৬৫, ৭৫, ৮৭(৩) ও ৯৯ ধারার বিধান অনুসারে কমিশন অত্র আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রবিধান প্রণয়ন করে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে গেজেট প্রজ্ঞাপন জারি করে। কমিশন হতে নিম্নে বর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহের খসড়া প্রস্তুত করতঃ সরকারের অনুমোদনের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছেঃ

ক্রমিক নং	প্রবিধানমালার নাম
১	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল প্রবিধানমালা।
২	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর কর্মচারী অবসর ভাতা প্রবিধানমালা।

ছক ৫.২ : সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত প্রবিধানমালাসমূহ

কমিশনে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত প্রবিধানমালাসমূহ কার্যকর রয়েছে

ক্রমিক নং	প্রবিধানমালার নাম
১	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 (BTRC Regulations No 2 of 2004).
২	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Employees) Service Regulations, 2005.
৩	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Amendment no 1 of 2005 of the BTRC Licensing Procedure Regulations, 2004 (Regulations No. 1 of 2004).
৪	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No 1 of 2008)
৫	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission Interconnection (Licensing Procedure) (Amendment) Regulations, 2008 (BTRC Regulation No. 2 of 2008).
৬	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (তাৎপর্যপূর্ণ বাজার ক্ষমতা) প্রবিধানমালা, ২০১৮
৭	The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (ANS Operator's Quality of Service) Regulations, 2018
৮	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২
৯	বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২২

ছক ৫.৩ : কমিশনের বর্তমানে কার্যকর প্রবিধানমালাসমূহ

লিগ্যাল শাখার কার্যক্রমসমূহ

লিগ্যাল শাখা কমিশনের যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষেপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- কমিশন-কে মামলার বিষয়ে বা আইনি যে কোন বিষয়ে আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- দেশের ৬৪টি জেলার নিম্ন আদালতে কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদারকি, মামলাসমূহের তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা ও আদালতে মামলা পরিচালনা করা;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) এর বিধান মোতাবেক অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত চার্জশীট/চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনান্তে আদালতে দাখিলের অনুমোদন প্রদান করা;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলায় জন্মকৃত আলামত আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর অধীন নিম্ন আদালতে দায়েরকৃত সকল মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক যাচিত জন্মকৃত আলামত সংক্রান্ত কারিগরি মতামত প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিভিন্ন মামলার সাক্ষীগণকে পরামর্শ প্রদান এবং সাক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত করা;
- কমিশনের নিকট দায়েরকৃত সকল আন্তঃঅপারেটরদের বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানির ব্যবস্থা ও নিষ্পত্তি করা;

- (জ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের পক্ষে আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করা;
- (ঝ) মামলার দফাওয়ারী জবাব প্রস্তুত ও আদালতে দাখিল করা;
- (ঞ) কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত উচ্চ আদালতের মামলাসমূহ পরিচালনা করা;
- (ট) র্যাভ/পুলিশ কর্তৃক জব্দকৃত মালামাল কোর্টের নির্দেশে সংরক্ষণ করা;
- (ঠ) কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী/ল'ফার্ম-কে মামলা পরিচালনায় সহায়তা করা;
- (ড) লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গের কারণে আইনগত ব্যবস্থা হিসেবে কারণ দর্শানো নোটিশের ভেটিং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ঢ) রুলস্, রেগুলেশনস্, গাইডলাইনস্, লাইসেন্স, নির্দেশনা, পারমিট, চুক্তি, সমঝোতা স্মারকসহ নানাবিধ লিগ্যাল ডকুমেন্ট পরীক্ষা (ভেটিং) করা;
- (ণ) সকল রেগুলেশন বা আইন সংশোধনের বিষয়ে কমিশনকে সহায়তা প্রদান করা;
- (ত) লাইসেন্স/চুক্তির শর্ত লংঘন সংক্রান্ত আইনগত তদন্ত করা;
- (থ) আইন/লিগ্যাল সংশ্লিষ্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;
- (দ) মামলার তদন্তের স্বার্থে আসামিদের সম্পর্কে তথ্য উদঘাটন করতঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (গ্রেফতার, আদালতে সোপর্দ) গ্রহণ করা;
- (ধ) মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন থানার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্তে সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- (ন) মামলার কাগজপত্র সংগ্রহ করে কমিশনকে অবহিত করা এবং কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- (প) মামলার আলামত সংরক্ষণ এবং কমিশন কর্তৃক ধার্যকৃত মালখানা নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং আদালতে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা করা;
- (ফ) কমিশন-কে সময় সময় তদন্তের অগ্রগতি অবহিত করা এবং আদালতে তদন্তের অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করা;
- (ব) সার্টিফিকেট অফিসার নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ভ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে আইন সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;
- (ম) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও এতদসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন, প্রবিধান, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেটিং ও মতামত প্রদান করা।

কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী

বিটিআরসি'র মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত ল'ফার্ম এবং আইনজীবী বর্তমানে লিগ্যাল বিভাগের সাথে যুক্ত রয়েছে-

০১। রিটেইনার ল'ফার্ম-০১

লেক্স কাউন্সেল (Lex Counsel), বিএসইসি ভবন, (লেভেল-১০), ১০২ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

০২। রিটেইনার ল'ফার্ম-০২

এলায়েন্স ল'জ (Allaince Laws), স্যুট-৬এ, লেভেল-৫, প্যারাডাইজ লেক ভিউ নিবাস, বিএ-৭৩/১, গুলশান হাতিরঝিল লেক ড্রাইভ, ঢাকা-১২১২।

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ

সাধারণত অপরাধী কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর কোনো বিধান লঙ্ঘন করায় কমিশন নিম্ন আদালত ও উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়। আবার কখনও কখনও সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসমূহ ও আদালতে মামলা দায়ের করে থাকে।

বিগত ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিটিআরসি কর্তৃক এবং কমিশনের বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

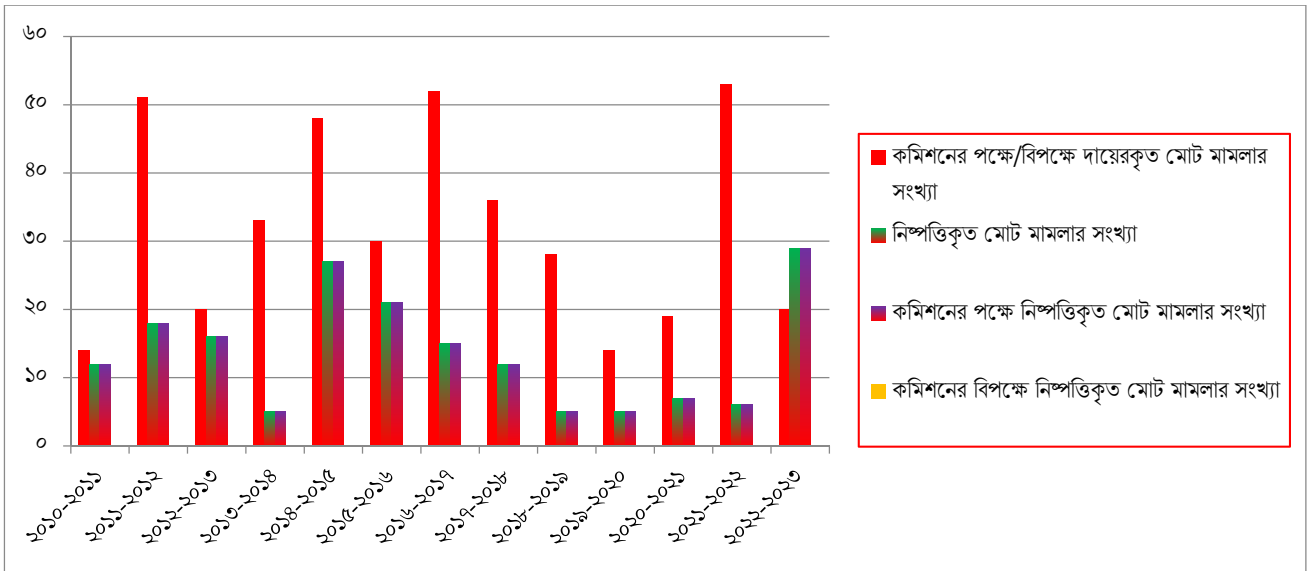
ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	বিটিআরসি কর্তৃক দায়েরকৃত	মন্ত্রণালয়/বিটিআরসি'র বিপক্ষে দায়েরকৃত	মোট মামলার সংখ্যা
১.	অধঃস্তন আদালত	দেওয়ানী (Civil)	০০	০০	
২.	অধঃস্তন আদালত	ফৌজদারী (Criminal)	১৫	০০	
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Company Matter, Quashment	০০	২০	
৪.	মহামান্য আপিল বিভাগ	আপিল	০২	০০	
৫.	জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার্স কোর্ট	সরকারি দাবি আদায় (PDR)	০২	০০	
মোট মামলার সংখ্যা =			১৯	২০	৩৯টি

ছক ৫.৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিটিআরসি/মন্ত্রণালয় এর পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	আদালতের নাম	বিবরণ/মামলার প্রকৃতি	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
১.	অধঃস্তন আদালত	দেওয়ানী (Civil)	০১
২.	দায়রা কোর্ট	ফৌজদারী (Criminal)	১২
৩.	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ	Writ Petition, Contempt Petition	০৫
৪.	মহামান্য আপিল বিভাগ	আপিল	১০
৫.	জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার্স কোর্ট	সরকারি আদায় (PDR)	০০
মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা =			২৮

ছক ৫.৫: ২০২২-২৩ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ

বছর ভিত্তিক কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান



ছক ৫.৬: বছরভিত্তিক কমিশনের পক্ষে/বিপক্ষে দায়েরকৃত এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান

নিম্ন আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিটিআরসি'র ভূমিকা

লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতীত টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিটিআরসি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। সাধারণতঃ অপরাধীদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় জি.আর. মামলা রুজু করার মাধ্যমে ফৌজদারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই শাখা সর্বদা সরকারের স্বার্থ সমুন্নত রক্ষার জন্য আইনগত তথ্য উপাত্ত দিয়ে অভিযোগকারী এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের সহায়তা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৮০(৭) অনুযায়ী কমিশনের সহকারী পরিচালক থেকে শুরু করে পরিচালক (লিগ্যাল) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আদালতে উপস্থিত থেকে মামলা পরিচালনায় কমিশনের বা সরকারের আইনজীবীদের সহায়তা প্রদানসহ আদালতে বক্তব্য উপস্থাপন করে থাকে। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় বিভিন্ন অপারেটরের নিকট হতে তাদের Non-Compliance এর জন্য জরিমানা বাবদ কমিশনের পক্ষে অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act, 1913 অনুযায়ী সার্টিফিকেট মামলা দায়ের ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনা এই শাখা হতে করা হয়। এছাড়াও কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হতে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের করা হলে তাতেও কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীর পাশাপাশি কমিশনের সহকারী পরিচালক থেকে শুরু করে পরিচালক (লিগ্যাল) সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ আদালতে সামগ্রিক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করেন। ফলে, বিজ্ঞ আদালত বিভিন্ন দেওয়ানী মামলায় সুষ্ঠুভাবে শুনানি সম্পন্ন করে এখন পর্যন্ত সর্বদাই কমিশনের পক্ষে রায় প্রদান করেছে।

অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট এর অনুমোদন জ্ঞাপন

কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধকল্পে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা ৬১, ৭৮ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ অনুসরণ সাপেক্ষে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী এই আইনে বর্ণিত কোন অপরাধ এর ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত রিপোর্ট জমা প্রদানের জন্য কমিশন হতে অনুমোদনপত্র গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত বাধ্যবাধকতা যেন লংঘিত না হয় সে জন্য বাংলাদেশের সকল থানায় যোগাযোগ করে পত্র মারফত এবং আদালতের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৭৮(৯) অনুযায়ী কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে মহাপরিচালক (লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং) প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলার কেস ডায়েরী (সিডি), সম্পূরক কেস ডায়েরী (এস, সি, ডি), অভিযোগপত্র বা চূড়ান্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে লিখিতভাবে অনুমোদন জ্ঞাপন বা প্রয়োজনীয় আইনানুগ আদেশ প্রদান করে থাকেন।

উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে বিটিআরসি'র ভূমিকা

এই বিভাগ যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কমিশনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন ধরনের মামলা পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য যে, সাধারণত যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কমিশনের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয় তারা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Writ of Mandamus, Writ of Certiorari এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে। এছাড়াও দায়রা আদালত কর্তৃক চার্জ গঠনের আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী রিভিশন দায়ের এর মাধ্যমে প্রতিকার প্রার্থনা করে থাকে। উক্ত মামলাসমূহে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ কমিশনের পক্ষে affidavit in opposition প্রস্তুত করে এবং মামলার রুল শুনানি বা আদেশের জন্য প্রস্তুত হলে নিয়োগকৃত ল-চেম্বারের মাধ্যমে শুনানিতে সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকে। এছাড়া প্রাথমিক কাজসমূহ যেমন affidavit in opposition দাখিল করার জন্য ক্ষমতাপত্র অর্পণ, ওকালতনামা এবং নোটিশ প্রস্তুত করাসহ সংশ্লিষ্ট সকল ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে ল'ফার্মকে সরবরাহ ও তা ব্যাখ্যা করে থাকে। প্রয়োজনে আদালতে উপস্থিত হয়ে কারিগরি মতামত প্রদান করা হয়। ফলে এখন পর্যন্ত মাননীয় আদালত ৮৯.৫০% রিট মামলায় কমিশনের পক্ষে রায় প্রদান করেছেন।

প্রশাসনিক জরিমানা

কোন লাইসেন্সধারী লাইসেন্সের কোন শর্ত অথবা নির্দেশনা অথবা আইন/প্রবিধানের কোন বিধান লংঘন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩১ (২), ৪৬ (৩) (গ), ৪৬ (৩) (ঘ), ৬৩ (৩), ৬৪ (৩), ৬৫ ধারা এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী উক্ত লাইসেন্সধারীকে তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করে। যদি লাইসেন্সধারীর বক্তব্য সন্তোষজনক না হয়, তা হলে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারীর উপর প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশনের সামনে উত্থাপন করা হয়। কমিশন আইনের বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিশনের লিগ্যাল ও লাইসেন্সিং বিভাগ হতে প্রশাসনিক জরিমানা সংশ্লিষ্ট কমিশনের উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়।

বিরোধ নিষ্পত্তি

যদি কোন পরিচালনকারী অথবা কোন গ্রাহক অন্য কোন অপারেটর সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত কারণে কমিশনের বরাবরে অভিযোগ করে, কমিশন থেকে সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অভিযোগ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বর্ণিত অভিযোগ সমাধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, এই বিভাগ সংশ্লিষ্ট অপারেটরদেরকে আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। কমিশনের লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর বিধান, The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Interconnection) Regulations, 2004 এর প্রবিধান এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্তানুযায়ী কমিশন উক্ত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপারেটরদের কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কমিশনে বর্তমানে কয়েকটি অপারেটরের মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় রয়েছে।

লাইসেন্সিং শাখা

দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে সকল সেক্টরে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আমূল বদলে গেছে বাংলাদেশের মানুষের জীবন যাত্রা। প্রযুক্তির ব্যবহার ও এর প্রসারের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান, বেড়েছে জীবনমান, সাশ্রয় হচ্ছে সময় ও অর্থ। একই সাথে বেড়েছে রাজস্ব আয়, বেড়েছে বিনিয়োগ ও জিডিপি। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিটিআরসি দেশের প্রধানতম সংস্থা হিসেবে কাজ করে আসছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবা সংক্রান্ত গাইডলাইনের টেকসই পরিকল্পনার প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে বিটিআরসি'র লাইসেন্সিং শাখা সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত সকল লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এ শাখা হতে ইস্যু করা হয়ে থাকে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশের টেলিযোগাযোগ সেক্টরের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে

লাইসেন্সিং শাখা নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ৩৬ এর বিধান অনুসরণপূর্বক এ শাখা হতে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে সময় সময় বিডিং/অকশন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স এবং সারা বছর উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে। এছাড়াও লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি এ শাখা হতে কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও টেলিকম ভ্যালু এডেড সার্ভিসেস রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়ে থাকে। লাইসেন্সিং শাখা হতে নতুন লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে গাইডলাইন প্রণয়ন, পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রদান, নতুন লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট আবেদনপত্র গ্রহণ, আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন, পরিদর্শন, লাইসেন্স ইস্যুকরণ, পুনঃবৈধকরণ, নবায়ন, স্থগিতকরণ, বাতিলকরণ, সমর্পন, সংশোধন, পরিবর্তন, একীভূতকরণ, গাইডলাইন ও লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

১। লাইসেন্সিং শাখার কার্যক্রম

লাইসেন্সিং শাখা যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তা সংক্ষিপ্ত রূপে নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

- (ক) লাইসেন্সিং সংশ্লিষ্ট সকল সিদ্ধান্ত কমিশনের পক্ষে বাস্তবায়ন করা;
- (খ) বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে লাইসেন্সের প্রস্তাবনা আহবান করা;
- (গ) লাইসেন্সের আবেদন প্রস্তাব জমা রাখা এবং আবেদনপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ঘ) লাইসেন্সের মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- (ঙ) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক লাইসেন্স প্রস্তুতকরণ;
- (চ) সকল প্রকার লাইসেন্স ইস্যু করা;
- (ছ) সকল লাইসেন্স নবায়ন করা;
- (জ) লাইসেন্স এর শর্ত ভঙ্গের কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা;
- (ঝ) কমিশন হতে প্রণয়নকৃত সকল প্রকার গাইডলাইন জারি করা;
- (ঞ) কমিশনের অডিট কার্যক্রমে সহায়তা করা;
- (ট) বাৎসরিক প্রতিবেদনসহ লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে সহায়তা করা;
- (ঠ) কমিশন হতে লাইসেন্স ইস্যু/বাতিল সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সমন্বয়যোগী করে সংরক্ষণ করা এবং ওয়েবসাইটে ও পত্রিকায় প্রকাশ করা;
- (ড) লাইসেন্সের পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংশোধন/একীভূতকরণ সংশ্লিষ্ট কমিশনের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা;
- (ঢ) লাইসেন্সের শর্ত আরোপ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা;
- (ণ) সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাইসেন্সযোগ্য বিভিন্ন ধরনের টেলিযোগাযোগ সেবা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা;
- (ত) লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন প্রদান;
- (থ) কমিশন সভায় সিদ্ধান্তের জন্য লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যপত্র উপস্থাপন;

- (দ) কমিশন সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন;
- (খ) বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারি করা;
- (ন) লাইসেন্সিং গাইডলাইন অনুযায়ী বিভিন্ন শর্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টি সংরক্ষণ, কর্তন ও অবমুক্তকরণ;
- (প) লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন;
- (ফ) লাইসেন্সধারী কোম্পানির শেয়ার মূলধন হস্তান্তর, পেইড আপ ক্যাপিটাল বৃদ্ধি সংক্রান্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ;
- (ব) কোম্পানি একীভূতকরণ সংক্রান্ত বিষয় নিষ্পত্তিকরণ;
- (ভ) উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা;

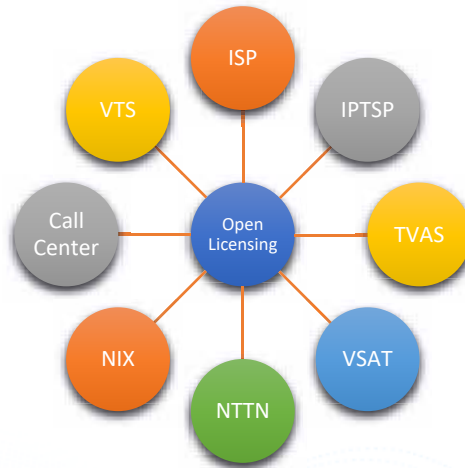
২। লাইসেন্স ইস্যুকরণ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের বিধান অনুসারে কমিশন হতে আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধিমালার সাথে সংগতি রেখে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাইসেন্স প্রদান এর লক্ষ্যে The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2022 (এস.আর.ও নং-০৭-আইন/২০২২) প্রণয়ন করা হয়। বর্ণিত লাইসেন্সিং রেগুলেশন অনুযায়ী কমিশন হতে বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে এবং উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে টেলিযোগাযোগ সেবার লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে।

২.১। উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতি

কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি), ভেরি স্মল অ্যাপারচার টার্মিনাল (ভিস্যাট), ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস প্রোভাইডার, ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন), ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস), ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ লাইসেন্স এবং কল সেন্টার ও টেলিকম ভ্যালু এডেড সার্ভিসেস (টিভ্যাস) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ সকল লাইসেন্সের আবেদনপত্র পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন কমিশন বরাবর জমা প্রদান করে। এছাড়াও প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কমিটির সদস্যগণ সরেজমিনে আবেদনকারীর স্থাপনা পরিদর্শন করে আইনের বাধ্যবাধকতা সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে কমিশনে একটি প্রতিবেদন জমা প্রদান করে। উক্ত প্রতিবেদনসমূহ বিশ্লেষণ করে কমিশনের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়ে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য কমিশন হতে সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন পাওয়ার পর কমিশন হতে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

নিম্নে কমিশন হতে উন্মুক্ত লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটসমূহ চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ

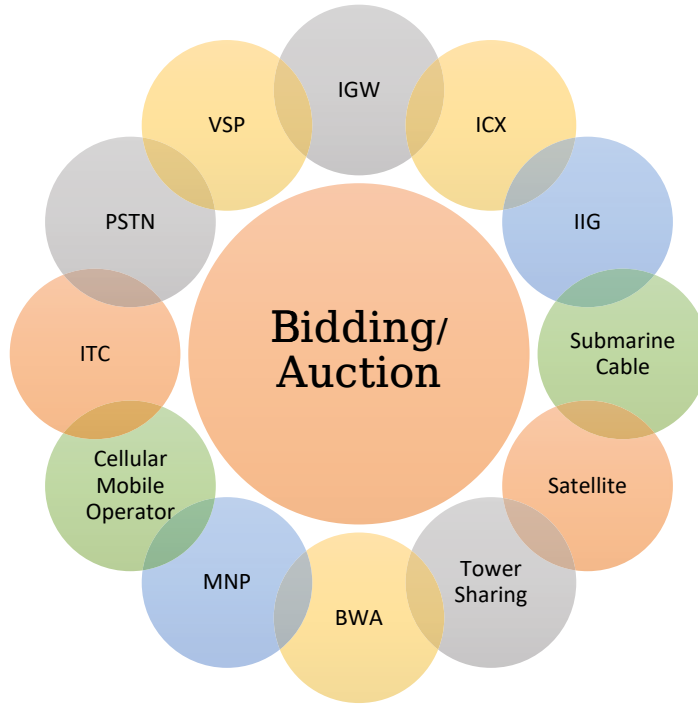


চিত্র ৫.১: উন্মুক্ত পদ্ধতিতে প্রদত্ত লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটসমূহ

২.২। বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতি

যে সকল লাইসেন্স সীমিত/নির্ধারিত সংখ্যক ইস্যু করা প্রয়োজন সে সকল লাইসেন্স বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে লাইসেন্সিং গাইডলাইন প্রণয়নপূর্বক প্রদান করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক ধরনের লাইসেন্স ইস্যু করণের পূর্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যথাযথ বাছাই ও পরীক্ষা করণের জন্য কমিশন হতে মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। সকল লাইসেন্সের আবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যোগ্য আবেদনকারীদের বিষয়ে তাদের সুপারিশ কমিশন বরাবর পেশ করে। এই শাখা হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক উক্ত মতামত/সুপারিশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করে সরকারের পূর্বানুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দেশের সীমিত এবং দুর্লভ সম্পদ হিসেবে স্পেকট্রাম সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান লাইসেন্সসমূহ বিডিং অথবা অকশনের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ অনুমোদন নিয়ে কমিশন অনুমোদিত গাইডলাইনে বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অকশন কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

নিম্নে কমিশন হতে বিডিং/অকশন লাইসেন্সিং পদ্ধতিতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহ চার্টের মাধ্যমে উল্লেখ করা হলো:



চিত্র ৫.২: বিডিং/অকশন পদ্ধতিতে প্রদত্ত লাইসেন্সসমূহ

২.৩। Online License Issuance and Management System (LIMS)

কমিশনের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং গুণগত মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের লক্ষ্যে Online License Issuance and Management System (LIMS) চালুর কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত LIMS (lms.btrc.gov.bd) এর মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিক দেশের যে কোন প্রান্ত/স্থান হতে কমিশন কর্তৃক প্রদানকৃত বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইস্যু, নবায়ন, বাতিল ও সংশোধন সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে উক্ত আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে আবেদনের বিভিন্ন তথ্য যাচাই করতঃ সংযুক্ত ও অনলাইনে সহজেই প্রযোজ্য পেমেন্ট/অর্থ প্রদান করতে পারবে। এই সিস্টেমের মাধ্যমে আবেদনকারী তার চাহিত/কাঙ্ক্ষিত সেবা কমিশন কর্তৃক অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ আবেদনকারীরগণের সময়, ভ্রমণ জনিত খরচ ও অর্থ ব্যয় ক্ষেত্র বিশেষে আর হবে না বা অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৩। কমিশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৩০ জুন, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের শ্রেণী	লাইসেন্সের সংখ্যা
১	সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স	০৪
২	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স	২৪
৩	ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) লাইসেন্স	২৬
৪	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) লাইসেন্স	৩৪
৫	মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি (এমএনপি) লাইসেন্স	০১
৬	ব্রডব্যান্ড ওয়্যারলেস এক্সেস (বিডব্লিউএ) লাইসেন্স	০১
৭	সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স	০৪
৮	থ্রিজি সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স	০৪
৯	ফোরজি/এলটিই সেলুলার মোবাইল ফোন সার্ভিসেস অপারেটর লাইসেন্স	০৪
১০	ইন্টারন্যাশনাল টেরিস্ট্রিয়ারিয়াল ক্যাবল (আইটিসি) লাইসেন্স	০৭
১১	টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স	০৪
১২	পাবলিক সুইচড টেলিফোন নেটওয়ার্ক অপারেটর (পিএসটিএন) লাইসেন্স [ন্যাশনাল:০৪, জোনাল:০৬, রুরাল:০১]	১১
১৩	ন্যাশনওয়াইড টেলিকমিউনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন) লাইসেন্স	০৬
১৪	ন্যাশনাল ইন্টারনেট এক্সচেঞ্জ (এনআইএক্স) লাইসেন্স	১০
১৫	ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস) লাইসেন্স [সার্ভিস লাইসেন্স: ৪৮, সার্ভিস অনুমোদন: ৩]	৫১
১৬	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার- জাতীয় লাইসেন্স	৪২
১৭	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার - সেন্ট্রাল জোন লাইসেন্স	০৩
১৮	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার - জোনাল লাইসেন্স	০৩
১৯	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- জাতীয় লাইসেন্স	১১৮
২০	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - বিভাগীয় লাইসেন্স	৩৪১
২১	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার - জেলা লাইসেন্স	১৪৯
২২	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার- উপজেলা/থানা লাইসেন্স	২২৮৯
২৩	ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স	১৪
২৪	ভিস্যাট প্রোভাইডার লাইসেন্স	০১
২৫	ভিস্যাট হাব অপারেটর লাইসেন্স	০৩
২৬	টেলিকমিউনিকেশন ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (টিভ্যাস) রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৩২
২৭	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৮৭
	মোট	৩,৪৭৩

৪। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রদত্ত লাইসেন্স সংক্রান্ত তথ্য

কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্স ইস্যু করেছে, যথাঃ সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার, ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিস

প্রোভাইডার, কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স ইত্যাদি। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৪৮টি লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নাম/ধরণ	ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা
১	সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স	০৩
২	ইন্টারনেট প্রটোকল টেলিফোনি সার্ভিসেস প্রোভাইডার (আইপিটিএসপি)- জাতীয় লাইসেন্স	০৩
৩	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- বিভাগীয় লাইসেন্স	০৬
৪	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- জেলা লাইসেন্স	৩০
৫	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- উপজেলা/থানা লাইসেন্স	৮৭
৬	ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স	০১
৭	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৮
সর্বমোট=		১৪৮

ছক ৫.৬ : ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

৫। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার হস্তান্তর এবং মালিকানা একীভূতকরণ

কোন অপারেটর কমিশনের কাছে অন্য কোন অপারেটর/কোম্পানি/সত্তা এর বরাবরে শেয়ার হস্তান্তর বা উক্ত অপারেটর/কোম্পানি/সত্তা এর সাথে একীভূত হওয়ার জন্য আবেদন করলে এই বিভাগ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৭ (২) (ঝ) অনুযায়ী উক্ত আবেদন পরীক্ষা করে। আবেদনকারী আইনের শর্ত পূরণ করলে সেগুলো সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে লাইসেন্সিং শাখা এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করে।

৬। লাইসেন্স বাতিলকরণ ও স্থগিতকরণ এবং বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ জারিকরণ

কোন লাইসেন্সধারী/অপারেটর যদি লাইসেন্সের কোন শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয়/শর্ত লঙ্ঘন করে বা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ বা তদধীন প্রণীত কোন প্রবিধানের বিধান ভঙ্গ করে, সে ক্ষেত্রে এই বিভাগ উক্ত আইনের ধারা ৪৬ অনুযায়ী উক্ত লাইসেন্স বাতিল/স্থগিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। উক্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে লাইসেন্সধারীকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক কেন তার লাইসেন্স স্থগিত/বাতিল করা হবে না, এই মর্মে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময় প্রদান করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। যদি উক্ত লাইসেন্সধারী নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৪৬(৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন উক্ত বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এছাড়া যদি কোন লাইসেন্সধারী/পরিচালনকারী এ আইনের অথবা প্রবিধানের কোন বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিটের আওতায় পরিচালিত ব্যবস্থা বা সেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য কোন শর্ত লঙ্ঘন করে বা ভুল তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে লাইসেন্স বা পারমিট বা কারিগরি গ্রহণযোগ্যতা সনদ হাসিল করে, তবে কেন একটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন আদেশ ইস্যু করা হবে না বা উক্ত লাইসেন্স বা পারমিট বা সনদ বাতিল করা হবে না মর্মে এই বিভাগ কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করে। যদি সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী উক্ত নোটিশের উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হয় বা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক হিসেবে বিবেচিত না হয়, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ

টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৬৩(৩) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি কমিশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এছাড়া এই বিভাগ আরোপকৃত প্রশাসনিক জরিমানা/লাইসেন্স স্থগিতকরণ/লাইসেন্স বাতিলকরণ অথবা অনুমতিপত্র বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে লাইসেন্সধারী/অপারেটরদেরকে অবহিত করে।

৭। লাইসেন্স নবায়ন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী সাধারণতঃ ইস্যুকৃত লাইসেন্সের শর্ত অনুযায়ী এবং কমিশন কর্তৃক জারিকৃত বিজ্ঞপ্তি/প্রশাসনিক আদেশে ধার্যকৃত পদ্ধতিতে ফিস প্রদান সাপেক্ষে ইতোপূর্বে প্রদত্ত সেবার বিষয় বিবেচনাপূর্বক মতামত/সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশন হতে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৩১টি লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নবায়ন করা হয়েছে, যার বিবরণ নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের নাম/ধরন	নবায়নকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা
১.	ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) লাইসেন্স	০৪
২.	ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি) লাইসেন্স	০২
৩.	ইন্টারকানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) লাইসেন্স	০৩
৪.	ভেহিক্যাল ট্র্যাকিং সার্ভিসেস (ভিটিএস) লাইসেন্স	০২
৫.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- জাতীয় লাইসেন্স	২২
৬.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- বিভাগীয় লাইসেন্স	২১
৭.	ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি)- উপজেলা/থানা লাইসেন্স	৫১
৮.	ভিস্যাট ইউজার লাইসেন্স	০৩
৯.	ভিস্যাট- হাব অপারেটর লাইসেন্স	০২
১০.	ভিস্যাট-অপারেটর লাইসেন্স	০২
১১.	কল সেন্টার রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট	১৯
সর্বমোট=		১৩১

৮। লাইসেন্সের শর্তাবলী সংশোধন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩৯ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে কমিশন যে কোন লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করতে পারে। কমিশন স্বীয় উদ্যোগে কোন লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের নির্দেশ দিলে এই বিভাগ লাইসেন্সধারীকে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণ উল্লেখপূর্বক তৎসম্পর্কে তার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দিয়ে একটি নোটিশ প্রেরণ করে। যদি কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়, এই বিভাগ হতে উক্ত পরিবর্তন/সংশোধন বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সরকারের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে কমিশন এই বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তাছাড়া সরকার স্ব-উদ্যোগে লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং আইনের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপারেটরগণ যুক্তিসঙ্গত কারণে তাদের লাইসেন্সের শর্ত সংশোধনের জন্য কমিশন/সরকারের নিকট আবেদন করতে পারে।

৯। লাইসেন্সিং শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(ক) 2G সেবা প্রদানের লাইসেন্স নবায়ন: কমিশন গঠনের পর গ্রামীণফোন লিমিটেড, বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশনস লিমিটেড, রবি আজিয়াটা লিমিটেড এবং প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড এর সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর লাইসেন্স এর মেয়াদ গত ১১-১১-২০১১ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় ১০-১১-২০২৬ সাল পর্যন্ত কমিশন হতে বর্ণিত অপারেটর সমূহের লাইসেন্স নবায়ন করে দেয়া হয়েছে।

(খ) 3G সেবা প্রদানের লাইসেন্স প্রদান: সরকারের পূর্বনুমোদনক্রমে কমিশন হতে ইতোমধ্যে Grameenphone Ltd., Banglalink Digital Communications Ltd., Teletalk Bangladesh Ltd., এবং Robi Axiata Ltd. এর অনুকূলে 3G লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সকল উপজেলায় 3G সেবা পৌঁছে গেছে এবং সাধারণ জনগণ উক্ত সেবার সুফল ভোগ করছে।

(গ) Mobile Number Portability Services (MNPS): সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ৩০-১১-২০১৭ তারিখে Infozillion Teletech BD Limited এর অনুকূলে একটি MNPS লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি গত ০১-১০-২০১৮ তারিখ হতে তাদের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করেছে।

(ঘ) 4G/LTE সেলুলার ফোন সার্ভিস অপারেটর লাইসেন্স: সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে কমিশন হতে গত ০৪-১২-২০১৭ তারিখে Regulatory and Licensing Guidelines For 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services In Bangladesh ইস্যু করা হয়। সরকারের পূর্বনুমোদনের প্রেক্ষিতে কমিশন হতে গত ১৯-০২-২০১৮ তারিখে Teletalk Bangladesh Limited, Banglalink Digital Communications Limited, Grameenphone Limited এবং Robi Axiata Limited এর অনুকূলে 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।

(ঙ) টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স গাইডলাইন প্রণয়ন: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩১ এর মাধ্যমে “Regulatory and Licensing Guidelines for issuing License for Tower Sharing in Bangladesh” গাইডলাইনটি সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে ইস্যু করা হয়েছে। কমিশন হতে ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠানকে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিশন হতে টাওয়ার শেয়ারিং লাইসেন্স প্রদানে নিম্নলিখিত সুফল বয়ে এনেছেঃ

- মোবাইল অপারেটরসমূহের CAPEX ও OPEX হ্রাস;
- টেলিকম স্থাপনাসমূহের Optimum Resource Utilization নিশ্চিতকরণ;
- সুলভ মূল্যে গ্রাহকসেবা নিশ্চিতকরণ;
- 3G ও 4G/LTE সেবার রোল আউট দ্রুততার সাথে সম্পন্ন;
- টাওয়ার কর্তৃক সৃষ্ট রেডিয়েশন হার কমানো;
- নতুন অপারেটরদের বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ;
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- নতুন করে বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীলতা কমেছে;
- আবাদী জমিতে টাওয়ার স্থাপনের প্রবণতা কমেছে।

(চ) Telecommunication Value Added Services (TVAS): বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ এর ধারা ৩১ এর মাধ্যমে “Regulatory Guidelines for Issuance of Registration Certificate for Providing Telecommunication Value Added Services (TVAS) in Bangladesh” গাইডলাইনটি গত ২৫-০৩-২০১৮ তারিখে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হতে জারি করা হয়।

(ছ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২: দেশের ক্রমবর্ধমান টেলিযোগাযোগ খাতকে আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত ০১-০১-২০০৮ তারিখে “The Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (Licensing Procedure) Regulations, 2004” ইংরেজি ভাষায় প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে লাইসেন্সসমূহের ধরণে কিছুটা পরিবর্তন আসায় এবং কমিশন হতে নতুন লাইসেন্স ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটসমূহ প্রদান, নবায়নের প্রক্রিয়া জনসাধারণের নিকট সহজে বোধগম্য করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) প্রবিধানমালা, ২০২২ (এস.আর.ও নং-০৭-আইন/২০২২) বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করা হয়েছে।

(জ) সাবমেরিন ক্যাবল সিস্টেম: বাংলাদেশের সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইন্টারন্যাশনাল লং ডিস্ট্যান্স টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস নীতিমালার আলোকে সরকারি প্রতিষ্ঠানকে সাবমেরিন ক্যাবল পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়। নব নব প্রযুক্তির আবির্ভাব এর সাথে তাল মিলিয়ে চলার বিষয়টি মাথায় রেখে দেশে ডাটা ব্যবহার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বিবেচনায় নিয়ে লাইসেন্সিং শাখা হতে নতুন করে বেসরকারি খাতে আরও ০৩ (তিন) টি সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার অনুযায়ী একটি মধ্যম আয়ের দেশ হতে উন্নত ও সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশে গড়ে তোলার রূপকল্পকে বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগ ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তিকে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সুবিধা প্রদান এবং টেলিযোগাযোগ খাতে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কমিশন এ পর্যন্ত ২৭ (সাতাশ) টি ক্যাটাগরির ৩,৪৭৩ (তিন হাজার চার শত তিয়াত্তর) টি লাইসেন্স/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের লাইসেন্সিং শাখা সরকারের নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লক্ষ্য অর্জনে দেশের টেলিযোগাযোগ খাতে বিনিয়োগযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের লাইসেন্সিং শাখার অর্জনের কিছু স্থিরচিত্র



১



২



৩



৪

চিত্র ৫.৩: বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান, কমিশনার (এলএল) এবং মহাপরিচালক (এলএল) কর্তৃক (১) বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড, (২) সামিট কমিউনিকেশন লিমিটেড, (৩) সিডিনেট কমিউনিকেশন লিমিটেড এবং (৪) মেটাকোর সাবকম লিমিটেড এর নিকট সাবমেরিন ক্যাবল লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়।



চিত্র ৫.৪: লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার (এলএল), মহাপরিচালক (এলএল), পরিচালক (লিগ্যাল) এবং পরিচালক (লাইসেন্সিং) সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে M&H Telecom Ltd., Getco Telecommunications Ltd. এর প্রতিনিধির নিকট তাদের ICX এবং Mango Teleservices Ltd. এর প্রতিনিধির নিকট তাদের IIG I Novotel Ltd. এবং Mir Telecom Ltd. এর প্রতিনিধিদের নিকট তাদের ওএড লাইসেন্সের নবায়নপত্র হস্তান্তর করা হয়। এছাড়াও, Aamra Networks Limited, Alo Communication Ltd. এবং Business Networks প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের নিকট একটি করে নতুন IPTSP লাইসেন্স হস্তান্তর করা হয়।

অর্থ, হিসাব
ও
রাজস্ব বিভাগ

অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সূচনালগ্ন হতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সকল নন-ট্যাক্স রেভিনিউ আদায়কারী সংস্থার মধ্যে বিটিআরসি সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা হিসাবে বিগত একযুগ ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সুনাম বজায় রেখে চলেছে, যেক্ষেত্রে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। বিটিআরসি কর্তৃক আহরিত রাজস্ব বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে সরাসরি অবদান রাখছে এবং এই অবস্থান সমুজ্জ্বল রাখতে কমিশনের অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কমিশনের শুরুতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখা বলে আলাদা কোন শাখা ছিল না, প্রশাসন বিভাগের সাথে প্রশাসন ও হিসাব বিভাগ নামে কার্যক্রম পরিচালনা করত। ২০০৮ সালে কাজের ব্যাপকতা উপলব্ধি করে কমিশন অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে একটি পূর্ণাঙ্গ শাখাতে রূপান্তর করে। পরবর্তীতে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখার কার্যক্রম বিবেচনায় নিয়ে কমিশন গত ১০/০২/২০১৯ খ্রীঃ তারিখে প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব শাখাকে অর্থ,

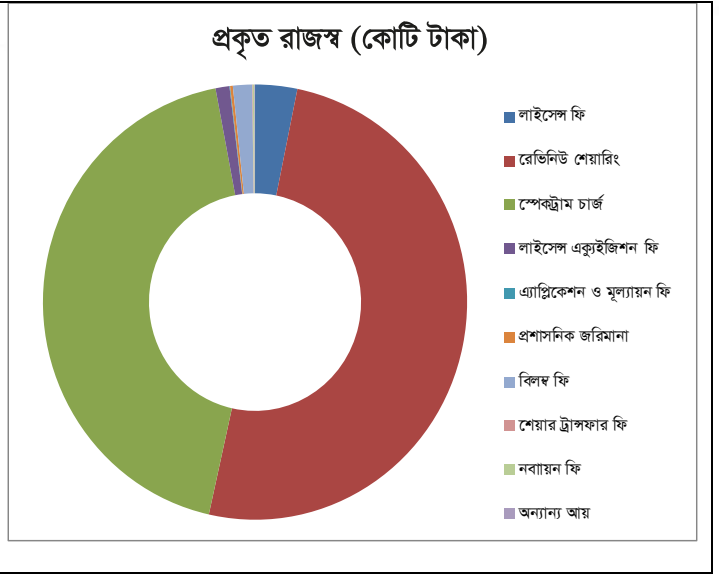
হিসাব ও রাজস্ব বিভাগে উন্নীতকরণ করে। অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ কমিশনের বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বাজেট প্রণয়ন, টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত সরকারি ও বেসরকারি অপারেটর হতে রাজস্ব আদায়, ব্যাংক ও তহবিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, বেতন ভাতাদি নির্ধারণ ও পরিশোধ, ভ্রমণ সংক্রান্ত বিল প্রস্তুত ও পরিশোধ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের দাবীকৃত বিল পরিশোধ, সরকারি কোষাগারে চালানের মাধ্যমে আয়কর, মূসক এবং উদ্বৃত্ত অর্থ জমা দেয়া, আয়-ব্যয়ের বিবরণী, নগদ প্রবাহ এবং ব্যালেন্সসীট প্রস্তুতের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিটিআরসির আয়ের প্রধান উৎস হল মোবাইল, পিএসটিএন, আইজিডব্লিউ, আইসিএক্স, আইআইজি, আইএসপি ও ভিস্যাটসহ বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরসমূহের নিকট হতে লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং এবং স্পেকট্রাম চার্জ ও সার্ভিস চার্জ ইত্যাদি আদায়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অপারেটরসমূহের সাথে যোগাযোগ/চিঠিপত্র আদান-প্রদানসহ যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব এ বিভাগ পালন করে থাকে। নিম্নে এ বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হলো:

২০২২-২৩ অর্থবছরে আয় ও ব্যয় হিসাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে কমিশনের বাজেটে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩,৪৩০.০০ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩২৬.২৬ কোটি টাকা এবং মূলধনী ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ২৬০.৭৪ কোটি টাকাসহ সর্বমোট রাজস্ব ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৮৭.০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকৃত রাজস্ব আদায় হয়েছে ৪,১৪৯.৫০ কোটি টাকা। প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যয় হয়েছে ৩১৩.৩৫ কোটি টাকা, মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ ২৮.৬৮ কোটি টাকা এবং বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-এর ঋণ পরিশোধ বাবদ ব্যয় ১৫৯.৪১ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ৫০১.৪৪ কোটি টাকা। কমিশন ব্যয় সংকোচন নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করায় রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, যেখানে বাজেটে সরকারি কোষাগারে ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ জমা দেয়ার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৮৪৩.০০ কোটি টাকা সেখানে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে ৩,৮৩৬.১৫ কোটি টাকা অর্থাৎ সরকারি কোষাগারে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯৯৩.১৫ কোটি টাকা রাজস্ব বেশি জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক অডিট সম্পন্ন হওয়ার পরে চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব আয়ের বিবরণ ও তুলনামূলক চিত্র:

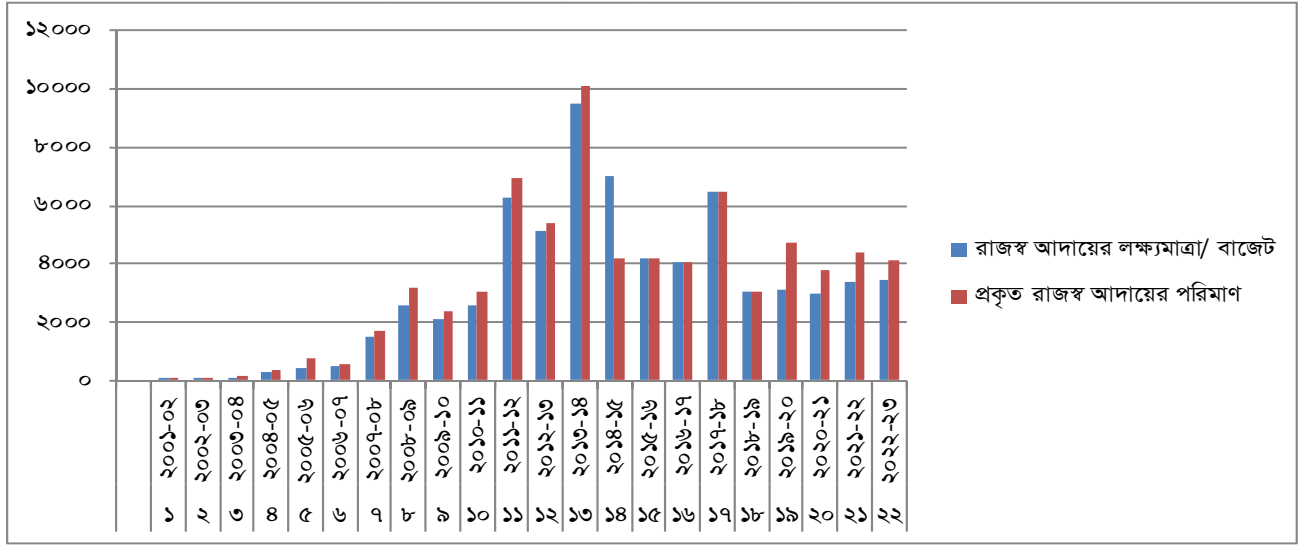
ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রকৃত রাজস্ব (কোটি টাকা)
০১	লাইসেন্স ফি	১৪১.৪৪
০২	রেভিনিউ শেয়ারিং	২,০৭৫.০৩
০৩	স্পেসকন্ট্রোল চার্জ	১,৭৯০.৯৩
০৪	লাইসেন্স একুইজিশন ফি	৪৩.৫৯
০৫	এ্যাপ্লিকেশন ও মূল্যায়ন ফি	২.১৬
০৬	প্রশাসনিক জরিমানা	৮.৯২
০৭	বিলম্ব ফি	৫৯.৯৮
০৮	শেয়ার ট্রান্সফার ফি	১.৭৪
০৯	লাইসেন্স নবায়ন ফি	৫.০৭
১০	অন্যান্য আয়	২০.৬৪
সর্বমোট		৪,১৪৯.৫০



প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসির রাজস্ব আদায়ের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা/ বাজেট (কোটি টাকায়)	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়)
০১	২০০১-০২	৪.২৬	৩.৪৫
০২	২০০২-০৩	৮৯.০০	১২০.০৭
০৩	২০০৩-০৪	৯১.০০	১৪৭.৮৫
০৪	২০০৪-০৫	২৭০.০০	৩৫৭.১৪
০৫	২০০৫-০৬	৪৪৯.২৫	৭৩৫.৭০
০৬	২০০৬-০৭	৫১২.৩১	৫৬৫.৬১
০৭	২০০৭-০৮	১,৫০১.৯২	১,৬৭৭.৮৫
০৮	২০০৮-০৯	২,৫৪৭.৬৮	৩,১৯৫.৩৮
০৯	২০০৯-১০	২,১৩৫.৩৫	২,৩৭০.৯৮
১০	২০১০-১১	২,৫৫৬.৭৪	৩,০৪৭.২৮
১১	২০১১-১২	৬,৩০২.৫৭	৬,৯৫৭.৭০
১২	২০১২-১৩	৫,১৫৯.৩২	৫,৪০৪.৬৯
১৩	২০১৩-১৪	৯,৪৯৭.০০	১০,০৮৫.৩৫
১৪	২০১৪-১৫	৭,০০০.০০	৪,২১৯.১৯
১৫	২০১৫-১৬	৪,১৮১.১০	৪,২০৭.৯৪
১৬	২০১৬-১৭	৪,০৬০.০০	৪,০৬৬.৪৮
১৭	২০১৭-১৮	৬,৪৪৪.৮৬	৬,৪৪৫.৩৬
১৮	২০১৮-১৯	৩,০২৫.০০	৩,০৫৮.৮৮
১৯	২০১৯-২০	৩,১০০.০০	৪,৭১৯.৮২
২০	২০২০-২১	২,৯৭৫.০০	৩,৮০১.০৩
২১	২০২১-২২	৩,৩৯০.০০	৪,৩৬৮.৬১
২২	২০২২-২৩	৩,৪৩০.০০	৪,১৪৯.৫০
মোট=		৬৮,৭২২.৩৬	৭৩,৭০৫.৮৬

রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক চিত্র:

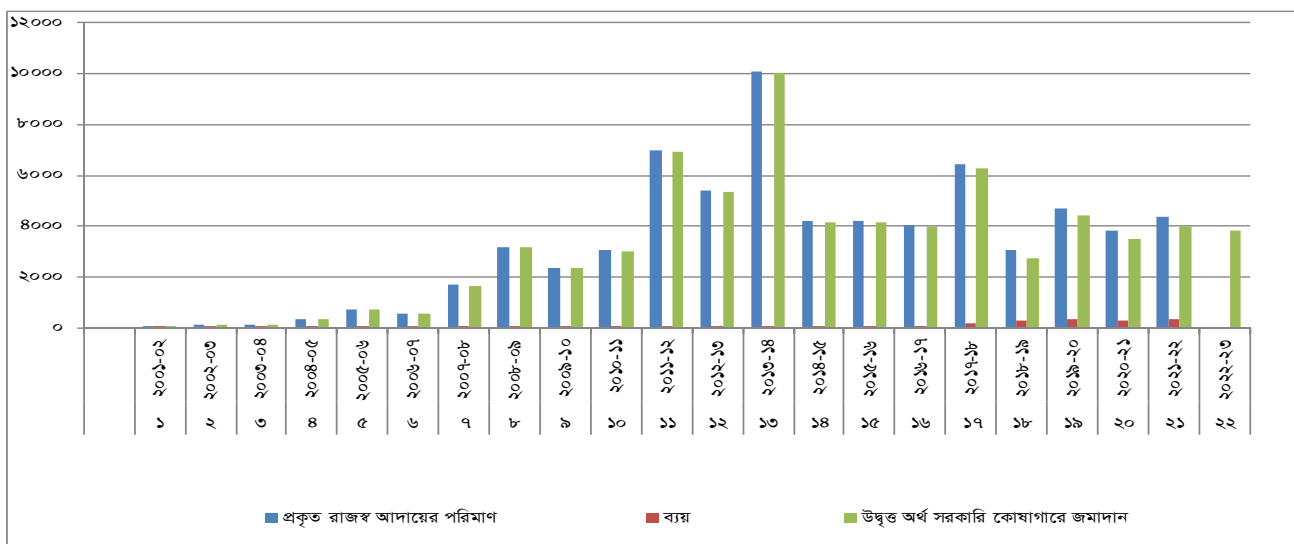


প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বিটিআরসির রাজস্ব আদায়, ব্যয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের একটি তুলনামূলক বিবরণী নিম্নে দেয়া হল:

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	প্রকৃত রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ	ব্যয়	উদ্বৃত্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান
১	২০০১-০২	৩.৪৫	১.৫৪	১.৯১
২	২০০২-০৩	১২০.০৭	১.৬৯	১১৮.৩৮
৩	২০০৩-০৪	১৪৭.৮৫	১.৭০	১৪৬.১৫
৪	২০০৪-০৫	৩৫৭.১৪	৩.০২	৩৫৪.১২
৫	২০০৫-০৬	৭৩৫.৭০	৩.৫০	৭৩২.২০
৬	২০০৬-০৭	৫৬৫.৬১	৩.৯৪	৫৬১.৬৭
৭	২০০৭-০৮	১,৬৭৭.৮৫	২৫.৪৩	১,৬৫২.৪২
৮	২০০৮-০৯	৩,১৯৫.৩৮	৩৫.৯৭	৩,১৫৯.৪০
৯	২০০৯-১০	২,৩৭০.৯৮	২৫.০১	২,৩৪৫.৯৭
১০	২০১০-১১	৩,০৪৭.২৮	২৮.১২	৩,০১৯.১৬
১১	২০১১-১২	৬,৯৫৭.৭০	২৭.৮৭	৬,৯২৯.৭৯
১২	২০১২-১৩	৫,৪০৪.৬৯	৫৫.৫৯	৫,৩৪৯.১০
১৩	২০১৩-১৪	১০,০৩৫.৩৫	৪৯.৯৪	১০,০৩৫.৪২
১৪	২০১৪-১৫	৪,২১৯.১৯	৪২.৫৮	৪,১৭৬.৬১
১৫	২০১৫-১৬	৪,২০৭.৯৪	৭০.৪৬	৪,১৩৭.৪৮
১৬	২০১৬-১৭	৪,০৬৬.৪৮	৭৮.৫৬	৩,৯৮৭.৯২
১৭	২০১৭-১৮	৬,৪৪৫.৩৬	১৮২.৪০	৬,২৬২.৯৬
১৮	২০১৮-১৯	৩,০৫৮.৮৮	৩০০.৮৬	২,৭৫৮.০২
১৯	২০১৯-২০	৪,৭১৯.৮২	৩১৭.৯৭	৪,৪০১.৮৫
২০	২০২০-২১	৩,৮০১.০৩	২৯২.৪১	৩,৫০৮.৬২
২১	২০২১-২২	৪,৩৬৮.৬১	২৮৭.৪৮	৪,০৮১.১৩
২২	২০২২-২৩	৪,১৪৯.৫০	৩১৩.৩৫	৩,৮৩৬.১৫
মোট		৭৩,৭০৫.৮৬	২,১৪৯.৩৯	৭১,৫৫৬.৪৭

❖ ২০২২-২৩ সালের বার্ষিক অডিট সম্পন্ন হওয়ার পরে চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী অবশিষ্ট উদ্ধৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

বিটিআরসি'র রাজস্ব আদায়, ব্যয় এবং উদ্ধৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদানের তুলনামূলক চিত্র



ব্যাংক ও তহিবল ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর ২১(২) ধারা অনুযায়ী কমিশনের আদায়কৃত রাজস্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশ নং- Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর সংজ্ঞায়িত তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখার বিধান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে কমিশন হতে আহরিত রাজস্ব বর্তমানে চারটি সরকারি ও একটি বেসরকারি ব্যাংকে জমা করা হচ্ছে।

- ১। বেসিক ব্যাংক লিঃ, গুলশান শাখা।
- ২। সোনালী ব্যাংক লিঃ, শিল্প ভবন কর্পোরেট শাখা।
- ৩। জনতা ব্যাংক লিঃ, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখা।
- ৪। অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা।
- ৫। ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, মিলেনিয়াম কর্পোরেট শাখা।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম:

১. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

(ক) অংশগ্রহণ ভিত্তিক ভবিষ্য তহবিল

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল স্কিম চালু করা হয়েছে। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন হতে মূল বেতনের ১০% অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা হিসাবে কর্তন করা হয় এবং সমপরিমাণ অর্থ অর্থাৎ কমিশনের তহবিল হতে আরও ১০% অর্থ তাদের নিজ নিজ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাবে জমা দেয়া হয়। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের বিধি মোতাবেক সকল প্রকার আর্থিক সুবিধা তহবিলের সদস্যগণের প্রাপ্য। সিপিএফ ব্যাংক একাউন্টে ৩০শে জুন'২০২২খ্রিঃ তারিখের স্থিতি/জমার পরিমাণ ২১.৮৫ কোটি টাকা।

(খ) ট্রাস্টি বোর্ড গঠন

কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা অধ্যাদেশ, ১৯৮২ অনুযায়ী কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণের জন্য যৌথবীমা ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল পরিচালনার জন্য কমিশন ৩ (তিন) বছর মেয়াদী ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করেছে। কমিশনের একজন কমিশনারকে এ ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ড কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা অধ্যাদেশ ১৯৮২ এবং কল্যাণ তহবিল ও যৌথ বীমা বিধিমালা, ১৯৮২ অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদন করবেন। ট্রাস্টি বোর্ড প্রতি অর্থবছর শেষে দুই মাসের মধ্যে কমিশনের নিকট বোর্ডের কার্যাবলী সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

(গ) অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা পরিকল্পনা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ ধারা ১৮ (৩)(ঙ) অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কর্মচারীদের অবসর ভাতা ও অবসর গ্রহণ সুবিধা প্রদানের জন্য কমিশনের ৯০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের পর প্রদেয় আনুতোষিক (Gratuity) সুবিধা দেয়ার উদ্দেশ্যে Employees Gratuity Fund গঠন করা হয়েছে। এছাড়া কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরোত্তর পেনশন সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২. নিরীক্ষা কার্যক্রম



ক. সিএ ফার্ম নিরীক্ষা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(২) ধারার বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর শেষ হওয়ার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কমিশনের বার্ষিক হিসাব-বিবরণী এবং আর্থিক-বিবরণী প্রস্তুত করে Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধীনে নিবন্ধিত কোন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা করে উহা সংসদে পেশ করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার বিধান আছে। উক্ত বিধান অনুযায়ী চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ফার্ম কর্তৃক বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের ২০২১-২২ অর্থবৎসরের বার্ষিক হিসাব বিবরণী, আর্থিক বিবরণী এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (CPF) হিসাব, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের নিরীক্ষা সম্পাদনের কাজ চলমান।

খ. সরকারি নিরীক্ষা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ এর সংশোধিত ২৭(৩) ধারা অনুযায়ী Comptroller and Auditor General (Additional Functions) Act, 1974 (XXIV of 1974) মোতাবেক বিটিআরসি একটি সংবিধিবদ্ধ সরকারি প্রতিষ্ঠান (Statutory Public Authority) হিসেবে প্রতি অর্থবছর সমাপ্তিতে এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রধান হিসাব রক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের নিয়ন্ত্রনাধীন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক এই অডিট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বিটিআরসির প্রতিষ্ঠা হতে ২০২০-২১ অর্থ-বছর পর্যন্ত সরকারি অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

সরকারি নিরীক্ষা কার্যক্রম:

অডিট অধিষ্ঠার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অডিট টিমের আগমন

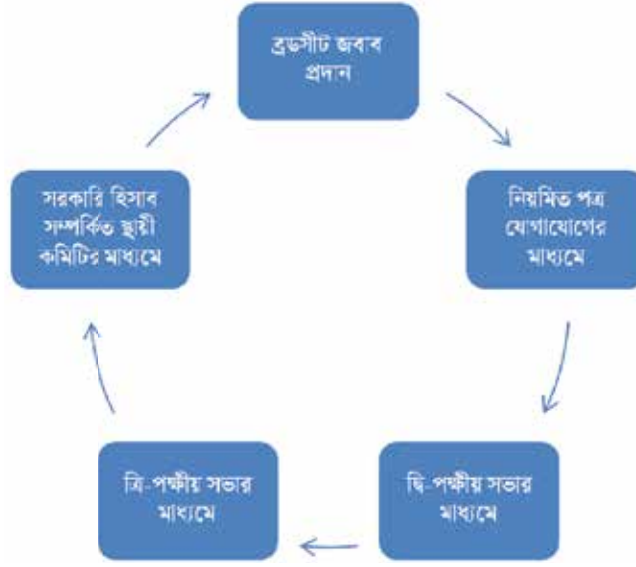
অডিট চলাকালীন সময়ে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের উপর তাত্ক্ষনিক জবাব প্রদান

অডিট টিম কর্তৃক দাখিলকৃত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের জবাবের ভিত্তিতে আপত্তির বিভাজন (সাধারণ আপত্তি, অগ্রিম আপত্তি ও খসড়া আপত্তি)

অডিট আপত্তির ধরণ:



নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া:



ক. তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর বিধান মোতাবেক মোবাইল অপারেটরসমূহের তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম (Information System Audit) পরিচালনা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তারই অংশ হিসাবে মোবাইল অপারেটরসমূহের উক্ত নিরীক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রথমে গ্রামীণফোন লিমিটেড ও পরে রবি আজিয়াটা লিমিটেড এবং সর্বশেষ বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিমিটেড-এর তথ্য ভিত্তিক অডিট কার্যক্রম ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে শুরু হয়ে ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষার আওতায় অপারেটরসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি; কারিগরি বিষয়াদি; আর্থিক বিষয়াদি এবং অন্যান্য বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একই ধারাবাহিকতায় এয়ারটেল বাংলাদেশ লিমিটেড এবং টাওয়ার শেয়ারিং অপারেটর ইউটকো বাংলাদেশ কোম্পানী লিমিটেড-এর তথ্য ভিত্তিক নিরীক্ষা কার্যক্রম শুরুর বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩. সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ২১ক ধারা মোতাবেক দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, দরিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অনগ্রসর এলাকার জনসাধারণের বিশেষ করে টেলিযোগাযোগ সুবিধা বর্ধিত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সুবিধা বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে “সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল (Social Obligation Fund) নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ এই তহবিলে জমা হবে:

- সরকার প্রদত্ত অনুদান;
- অন্য কোন দেশি বা বিদেশি বা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
- টেলিযোগাযোগ ও বেতার যোগাযোগ পরিচালনাকরীণের নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত চাঁদা (Subscription);
- অন্য কোন বৈধ উৎস হতে প্রাপ্ত যে কোন অনুদান (Contribution);

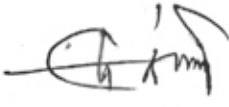
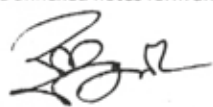


সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত একটি তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হচ্ছে। মোবাইল অপারেটর সমূহ তাদের গ্রুপ অডিটেড আয়ের ১% হারে সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে চাঁদা প্রদান করবে এ মর্মে লাইসেন্সিং গাইড লাইনে বিধান রাখা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ সুবিধা বর্ধিত দরিদ্র জনগণের মধ্যে টেলিযোগাযোগ সুবিধা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা মোতাবেক কমিশনের অনুমোদনক্রমে এই অর্থ বিনিয়োগ করা হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে জুন/২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন অপারেটর কর্তৃক জমার পরিমাণ প্রায় ২,২২৮.০৬ কোটি টাকা এবং ব্যাংক হতে সুদ বাবদ প্রাপ্ত ৫৭৫.৬৪ কোটি টাকাসহ মোট জমার পরিমাণ ২,৮০৩.৭০ কোটি টাকা। উক্ত তহবিল হতে বিভিন্ন প্রকল্পে অদ্যাবধি ব্যয়ের পরিমাণ ৯০২.৭৪ কোটি টাকা, জুন/২০২৩ পর্যন্ত সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলে স্থিতি/জমার পরিমাণ ১,৯০০.৯৬ কোটি টাকা।

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Financial Position

As at 30 June, 2023

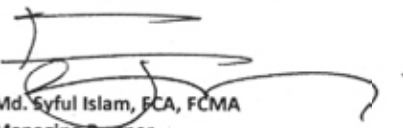
Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30-June-2023	30-June-2022
Assets			
Non-current assets:		1,047,310,905	995,460,865
Property, Plant and Equipment	4.00	1,018,145,054	937,129,161
SRCB-IDA Credit 3790-BD			
Projects Assets (IDA PART)	5.00	29,165,852	58,331,704
Bangabandhu Satellite System	6.00	-	-
Current Assets:		9,697,325,004	13,254,732,009
Advances, Deposits and Prepayments	7.00	4,085,868	7,165,244
Receivable from Operators	8.00	5,020,174,057	4,183,947,136
Other Receivables	9.00	1,336,012	1,336,012
Cash and Cash Equivalents	10.00	4,671,729,068	9,062,283,618
Total Assets		10,744,635,909	14,250,192,874
Fund and Liabilities:			
Project Fund:		455,631,100	455,631,100
Project (SRCB-IDA 3790-BD) Fund	11.00	455,631,100	455,631,100
Satellite Launching Project	12.00	-	-
Fund Account:		(4,141,852,726)	(6,248,026,965)
Benevolent Reserve Fund	13.00	6,413,054	5,169,672
Gratuity Fund	14.00	247,321,745	214,707,651
Group Insurance Fund	15.00	176,622,865	152,214,023
Pension Fund	16.00	2,328,030,619	1,947,751,002
Leave Encashment Reserve Fund	17.00	70,816,954	49,984,695
Capital Expenditure Fund	18.00	(6,971,057,962)	(8,617,854,007)
Non-Current Liabilities:		9,130,829,293	9,157,683,770
Long term loan from HSBC	19.00	9,130,829,293	9,157,683,770
Current Liabilities:		5,300,028,242	10,384,904,969
Account Payable	20.00	115,583,818	97,074,853
Accrued Expenses	21.00	21,942,574	19,152,356
Advance Income from others	22.00	107,042	79,532
Payable to GOB Consolidated Fund	23.00	5,162,394,808	10,768,598,227
Total Fund and Liabilities		10,744,635,909	14,250,192,874

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

			
Md. Delowar Hossain	Aftab Md Rashedul Wadud	Dr. Musfiq Mannan Choudhury, FIDM, FCIM	Shyam Sunder Sikder
Deputy Director	Director	Commissioner	Chairman

Signed in terms of our report of even date.

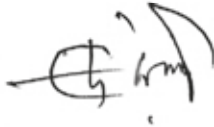
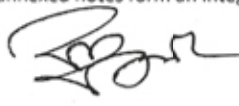
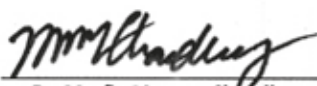

Place: Dhaka
Dated: 26 September 2023


Md. Syful Islam, FCA, FCMA
Managing Partner
Syful Shamsul Alam & Co.
Chartered Accountants
Enrolment No.: 615
Firm Reg. No.: I/I/ICAB-2003(1)
DVC:

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Income and Expenditure
For the financial year ended 30 June, 2023


Particulars	Notes	Amount in Taka	
		30-June-2023	30-June-2022
Revenue Income:			
Fees and Charges	24.00	40,598,634,095	43,326,123,716
Administrative fines and late fees	25.00	689,051,654	195,047,654
Audit Finding Revenue	26.00	-	-
Finance income	26.00	196,373,049	157,172,999
Other income	27.00	10,911,294	7,731,241
Total Income (A)		41,494,970,092	43,686,075,611
Expenditure:			
Salary and benefits	28.00	288,572,729	286,390,923
Provident fund revenue expenses	29.00	29,847,952	21,947,757
Repairs and maintenance	30.00	6,555,219	11,216,596
Travelling expenses	31.00	1,699,083	10,310,963
Fuel expense (Petrol and CNG)	32.00	9,290,562	7,421,643
Electricity, Water and Gas	33.00	8,845,448	7,132,051
Administrative expenses	34.00	669,554,341	576,046,336
Satellite Revenue Expenses/(Gain)	35.00	1,879,526,722	(10,025,114)
Training expenses	36.00	1,367,790	2,958,130
Printing, Publication and Stationery	37.00	2,989,217	4,877,294
Finance Expenses	38.00	249,554	222,926
Depreciation expenses	4.00	205,812,997	70,642,611
Depreciation expense: SRCB IDA Project	5.00	29,165,853	29,165,853
Depreciation: Satellite Asset	6.00	-	1,856,541,257
Gift for Satallite Book Transfer			8,649,985,883
Total Expenditure (B)		3,133,477,467	11,524,835,108
Excess of income over expenditure transferred to GOB consolidated fund account (A-B)		38,361,492,625	32,161,240,502
		41,494,970,092	43,686,075,611
Amount transferred to GOB Consolidated Fund Accounts			
Excess of income over expenditure		38,361,492,625	32,161,240,502
Depreciation on Satellite Asset		-	1,856,541,257
Gift for Satallite Book Transfer		-	8,649,985,883
		38,361,492,625	42,667,767,641

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

			
Md. Delowar Hossain	Aftab Md Rashedul Wadud	Dr. Musfiq Mannan Choudhury, FIDM, FCIM	Shyam Sunder Sikder
Deputy Director	Director	Commissioner	Chairman

Signed in terms of our report of even date.

Place: Dhaka
Dated: 26 September 2023


Md. Syful Islam, FCA, FCMA
Managing Partner
Syful Shamsul Alam & Co.
Chartered Accountants
Enrolment No.: 615
Firm Reg. No.: 1/1/ICAB-2003(1)
DVC:

Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission (BTRC)
Statement of Cash Flows
For the financial year ended 30 June, 2023

Particulars	Amount in Taka	
	30-June-2023	30-June-2022
Cash Flows from Operating Activities:		
Excess of Income over Expenditure	38,361,492,625	32,161,240,502
Adjustment for:		
Exchange Gain-HSBC Loan	-	(126,276,830)
Gift for Satallite Book Transfer	-	8,649,985,883
Depreciation Expenses	234,978,850	1,956,349,721
	38,596,471,475	42,641,299,276
Changes in:		
Receivables from operators	(836,226,921)	(4,179,397,323)
Capital Expenditure Fund Account	1,646,796,044	-
Other Receivables	-	2,666,667
Advance Income from others	27,510	-
Advances, Deposits and Pre-payments	3,079,376	(1,510,674)
Account Payable	18,508,965	162,144
Accrued Expenses	2,790,218	(102,680,225)
Leave Encashment Reserve Fund	20,832,259	20,887,647
Benevolent Reserve Fund	1,243,382	1,246,215
Pension Fund	380,279,617	299,045,055
Gratuity Fund	32,614,094	39,976,233
Group Insurance Fund	24,408,842	23,721,258
	1,294,353,386	(3,895,883,003)
Cash generated from Operating Activities	39,890,824,862	38,745,416,272
A. Net Cash from Operating Activities	39,890,824,862	38,745,416,272
Cash Flows from Investing Activities:		
Acquisition of Furniture & Fixture	(3,728,645)	(18,400)
Acquisition of Office Equipment	(1,148,978)	(1,893,625)
Acquisition of Office Decoration	(382,500)	-
Acquisition of Computer & Printer	(2,289,908)	(5,449,590)
Acquisition of LAN Network Equipment	(84,159)	(736,739)
Telecom Equipment	(279,132,825)	(755,814,176)
Land Development (Civil)	(61,875)	-
Vehicles	-	(7,109,100)
Electrical Equipment	-	(68,220)
	(286,828,889)	(771,089,850)
B. Net Cash Used in Investing Activities	(286,828,889)	(771,089,850)
Cash Flows from Financing activities:		
Repayment of Long Term HSBC loan	(1,594,946,005)	(1,616,984,044)
Addition of Long Term HSBC loan	1,568,091,527	-
Fund Transferred to GOB Accounts	(43,967,696,044)	(30,957,862,666)
	(43,994,550,522)	(32,574,846,710)
C. Net Cash used in Financing Activities	(43,994,550,522)	(32,574,846,710)
D. Net increase/(decrease) in Cash at Bank	(4,390,554,550)	5,399,479,713
Opening Cash and Bank Balances	9,062,283,618	3,662,803,906
F. Closing Cash at Bank Balances (D+E)	4,671,729,068	9,062,283,618

The annexed notes form an integral part of these financial statements.

Md. Delowar Hossain

Deputy Director

Aftab Md Rashedul Wadud

Director

Dr. Musfiq Mannan Choudhury,
FIDM, FCIM

Commissioner

Shyam Sunder Sikder

Chairman

মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং



মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং

জনসংযোগ হচ্ছে গণমাধ্যমের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত প্রকৃত ঘটনাভিত্তিক উদ্দেশ্যমূলক একটি যোগাযোগ প্রক্রিয়া। এটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের মধ্যে তথ্য ছড়িয়ে দেওয়ার অনুশীলন। তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের ফলে বর্তমানে জনসংযোগ এর গুরুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে এর বহুমাত্রিক প্রয়োগ। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং বিটিআরসি এবং জনগণের মধ্যে কার্যকর ও অব্যাহত যোগাযোগ স্থাপন এবং কমিশনের কর্মকাণ্ড ও গৃহীত পদক্ষেপ জনগণের কাছে তুলে

ধরার পাশাপাশি টেলিযোগাযোগ খাতসংশ্লিষ্ট দৈনিক খবর/কলাম/ফিচার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার দায়িত্ব পালন করে চলছে। এই উইং দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক, অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং সংবাদ সংস্থার সাথে সমন্বয় করে কাজ করছে। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের সম্ভাবনা ও সফলতার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বিটিআরসি'র কার্যক্রম এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি ও নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের সংবাদ পৌঁছে দিতে এ উইং বদ্ধপরিকর।



১। টেলিযোগাযোগ খাতে বিটিআরসি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ, সেবার মানোন্নয়নে চলমান কার্যক্রম এবং হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তির জন্য গণমাধ্যমকর্মীরা কমিশনের চেয়ারম্যান-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে থাকেন। গণমাধ্যমের যেকোনো জিজ্ঞাসা সাদরে গ্রহণ করে তার জবাব দিতে সবসময় সচেষ্ট কমিশনের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং কমিশনার মহোদয়বৃন্দ।



চিত্র ৮.১: টেলিযোগাযোগ খাত সম্পর্কিত গণমাধ্যম সাক্ষাৎকারে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার

২। বিটিআরসি গ্রাহক সেবার মান নিশ্চিতে সবসময় বদ্ধপরিকর। ২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট এবং টেলিকম খাতের অর্জন, অগ্রগতি ও গৃহীত নানা উদ্যোগের বিষয়ে সংবাদকর্মীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়েছেন কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।



চিত্র ৮.২ : গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ।

৩। মোবাইল ফোনে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদানের নিমিত্ত অপারেটরদের নতুন নির্দেশিকা চালু করেছে বিটিআরসি। এ উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উক্ত বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান অনলাইনে যুক্ত ছিলেন।



চিত্র ৮.৩: মোবাইল ফোনে কলড্রপ, কলড্রপ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং গ্রাহককে টকটাইম ফেরত প্রদানে বিটিআরসি'র নতুন নির্দেশিকা অবহিতকরণ সভা

৪। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান পরিমাপের জন্য নতুন ও অত্যাধুনিক কোয়ালিটি অব সার্ভিস (QoS) বেঞ্চমার্কিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। ০৬ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি নতুন এ সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।



চিত্র ৮.৪ : গ্রাহক প্রাপ্ত মানসম্মত টেলিকম সেবা নিশ্চিত করে বিটিআরসিতে QoS বেঞ্চমার্কিং সিস্টেমের উদ্বোধন সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলন

৫। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে 'টেলিযোগাযোগ সেবা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার কার্যক্রম' বিষয়ে ০৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে হোটেল রেডিসন ব্লু চট্টগ্রাম বে ভিউ হোটেলে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'জুম' এ ব্যাপক গ্রাহক উপস্থিতিতে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত শুনানিতে গ্রাহকরা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা তুলে ধরেন এবং কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাগণ ক্রমান্বয়ে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। গণশুনানিতে অংশে নিতে অনলাইনে নিবন্ধন করেছেন ৮৪৮ জন, এর মধ্যে সশরীরে ১৮২ জন, অনলাইনে ৯৪ জন এবং অন্যান্য ১৭ জন অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানি কমিটির সভাপতি ও বিটিআরসি চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন

আহমেদ এবং উপস্থাপনা করেন সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম পারভেজ। সিস্টেম এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের পরিচালক লে কর্ণেল এস এম রেজাউর রহমানের সঞ্চলনায় সরকারের বিভিন্ন সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ, বিটিআরসি'র লাইসেন্সধারী টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, সশরীরে এবং অনলাইনে যুক্ত টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহীতার অংশগ্রহণে গণশুনানিতে মোবাইল অপারেটরদের সেবার মান যথা-কলড্রপ ও বিভিন্ন প্যাকেজ (ভয়েস, ডাটা বান্ডল) এর মূল্য এবং ইন্টারনেট সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ, প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেটের গতি বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য টেলিকম সেবা প্রদানকারী লাইসেন্সিদের সেবা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামের স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দসহ বিটিআরসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র ৮.৫: টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহীতাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে চট্টগ্রামে বিটিআরসি'র গণশুনানি অনুষ্ঠিত

৬। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনে দুর্যোগকালীন দুর্গত এলাকায় টেলিযোগাযোগ সেবা সচল রাখতে জাতীয় জরুরি টেলিযোগাযোগ সিস্টেম স্থাপন National Emergency Telecommunication System (NETS) বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সোমবার বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কক্ষে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব কে এম ওয়াদুদ, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশনের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ মশিউর রহমান। কর্মশালায় সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধি, সশস্ত্র বাহিনী, আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এনজিও সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র ৮.৬: বিটিআরসিতে দুর্যোগকালীন দুর্গত এলাকায় জরুরি টেলিযোগাযোগ সিস্টেম স্থাপন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

৭। বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক দেশের তিন মোবাইল অপারেটরকে বিভিন্ন ফি ও মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের আদেশ বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) এর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখ বিটিআরসির প্রধান সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ। বিটিআরসির লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের পরিচালক জনাব তারেক হাসান সিদ্দিকীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসেন, স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার প্রকৌঃ শেখ রিয়াজ আহমেদ, অর্থ, হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের কমিশনার ড. মুশফিক মান্নান চৌধুরী, প্রশাসন বিভাগের মহাপরিচালক মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ নাসিম পারভেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ এহসানুল কবীর, স্পেকট্রাম বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান জুয়েল, লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের মহাপরিচালক জনাব আশীষ কুমার কুন্ডু, বিটিআরসির আইনজীবী ব্যারিস্টার খন্দকার রেজা-ই-রাকিবসহ বিটিআরসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র ৮.৭: বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের মহামান্য আপিল বিভাগ কর্তৃক দেশের তিন মোবাইল অপারেটরকে বিভিন্ন ফি ও মূল্য সংযোজন কর পরিশোধের আদেশ বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন

৮। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের উদ্যোগে এবং সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় দিনব্যাপী যুব কর্মশালা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ অক্টোবর, ২০২২ তারিখ বৃহস্পতিবার সকালে কমিশনের প্রধান সম্মেলন কক্ষে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার।



চিত্র ৮.৮: সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিটিআরসিতে দিনব্যাপী যুব কর্মশালা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

৯। মানসম্মত টেলিযোগাযোগ সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটরসমূহের প্যাকেজ এবং ডাটার মূল্য নিয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর প্রধান সম্মেলন কক্ষে মঙ্গলবার একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ মে ২০২৩ তারিখের কমিশনের স্পেকট্রাম বিভাগের কমিশনার প্রকৌঃ শেখ রিয়াজ আহমেদ এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ। সভায় টেলিকম সেবা গ্রহীতা, সকল মোবাইল অপারেটরের প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং টেলিকম বিশেষজ্ঞ ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র ৮.৯: মোবাইল অপারেটরসমূহের প্যাকেজ এবং ডাটার মূল্য বিষয়ে গ্রাহকদের সাথে বিটিআরসির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

১০। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ২৮ এর বিধান অনুযায়ী প্রতি অর্থবছর সমাপ্তির পরবর্তী ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে কমিশন হতে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যাবলীর ভিত্তিতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমিশনের মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন উইংয়ের তত্ত্বাবধানে বিগত এক বছরে বিটিআরসি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলী এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে আসছে।

১১। ডিজিটাল বাংলাদেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ফোর-জি প্রযুক্তি পৌঁছানোর ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ জনগণের ওপর প্রভাবকের ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহকের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার পাশাপাশি তাদের মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে বিটিআরসি। তাই বিটিআরসির কর্তৃক গৃহীত যেকোনো কার্যক্রম, কর্মসূচি ও হালনাগাদ তথ্য বিটিআরসির ফেসবুক পেজে আপলোড করা হয়ে থাকে। এছাড়া, অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে গণমাধ্যমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদেরকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের তথ্য এবং প্রেস রিলিজ প্রদানের জন্য বিটিআরসির ফেসবুক মিডিয়া গ্রুপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।



চিত্র ৮.১০: বিটিআরসি'র ফেসবুক মিডিয়া গ্রুপ (ওপরে) এবং ডেরিফাইড ফেজবুক পেজ (নিচে)

এনফোর্সমেন্ট
এন্ড
ইমপেকশন
ডিরেক্টরেট

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট

বিশ্ব-বাজারে দেশের অবস্থানকে সুদৃঢ় করতে এবং টেলিযোগাযোগ খাতকে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতে শৃংখলা ও কার্যকরী সুশাসন বজায় রাখতে বিটিআরসির অন্যান্য বিভাগ/শাখার মতো এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট-ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে। অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট সরাসরি বিটিআরসির চেয়ারম্যান মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুপস্থিতি/অনুমোদনক্রমে ডিরেক্টরেটের নিয়মিত কার্যাবলীসমূহ পরিচালনার জন্য মহাপরিচালক (ইএন্ডও) নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। মোট ৩৮ জন অনুমোদিত জনবলের সমন্বয়ে এই

ডিরেক্টরেটের অর্গানোগ্রামটি গঠিত থাকলেও বর্তমানে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটে ২৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। টেলিকম অপারেটরগণ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) মেনে বিটিআরসি হতে জারিকৃত লাইসেন্সিং শর্তাবলী এবং সময়ে সময়ে জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন ও ডিরেক্টিভসমূহ প্রতিপালন করছে কিনা তা নিয়ন্ত্রণে লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থাপনা পরিদর্শনসহ অবৈধ/লাইসেন্সবিহীন প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করতঃ তাদের সার্বিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ, নির্দেশনা প্রদানসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের প্রধান কাজ।

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটের কার্যক্রমের ক্ষেত্র

অবৈধ মোবাইলফোনসহ বেতার যন্ত্রপাতি বাজারজাতকরণ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকরণ

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিধিবিহীন কার্যক্রমের জন্য জরিমানা আরোপ ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ

অনুমোদনবিহীন/নকল মোবাইল সেট জব্দ করার লক্ষ্যে অভিযান পরিচালনা করা এবং ক্ষেত্রবিশেষে জরিমানা আরোপসহ তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

কমিশন হতে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান বিটিআরসি'র রাজস্ব পরিশোধ না করলে রাজস্ব আদায় অথবা অবৈধভাবে টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম সম্পাদন/সম্পূর্ণ থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সীমিত/বন্ধ করাসহ জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ

টেলিকম সেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অপারেটরদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতাকরণ

অবৈধভাবে কল টার্মিনেশনসহ ভিওআইপি কার্যক্রম রোধ

অবৈধভাবে সিম রেজিস্ট্রেশন বন্ধ ও তদারকিকরণ

কমিশন হতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিকম অপারেটরদের টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন ও প্রাপ্ত/দাখিলকৃত বিভিন্ন তথ্যাদি বিশ্লেষণ

অনুমোদনহীন টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারীর স্থাপনা সনাক্তকরণ ও তাদের কার্যক্রম বন্ধকরণ

এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেটের কার্যক্রমের ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

(১) অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

কমিশন হতে জারীকৃত বিভিন্ন গাইডলাইন এবং বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা প্রতিপালন করে বৈধ পথে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কল টার্মিনেশনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী কমিশন নির্ধারিত নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই অবৈধ পথে কল টার্মিনেশনে জড়িত রয়েছে। ফলে সরকার প্রতিনিয়ত কাজিত রাজস্ব

হারাচ্ছে। এক্ষেত্রে টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রের শৃংখলা বজায় রাখতে এবং সরকারের রাজস্ব নিশ্চিতকরণে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে ০৩টি পদ্ধতিতে এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়ে থাকেঃ



(ক) অভিযান পরিচালনা

অবৈধ কল টার্মিনেশন প্রতিরোধে বিটিআরসি কর্তৃক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিটিআরসিসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মনোনীত কর্মকর্তাগণ এই কমিটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। টেলিকম সেক্টরে অবৈধ কার্যক্রম রোধের লক্ষ্যে এই কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অবৈধ ভিওআইপি প্রযুক্তি ও স্থাপনা পরিচালনাকারীদের সনাক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগ্ন থেকেই বিটিআরসি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিনিয়ত অভিযান পরিচালনা করে আসছে। বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। উক্ত অভিযানের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে চ্যানেল বন্ধ, গেইটওয়ে, সার্ভার এবং অসত্য/ত্রুটিপূর্ণ/ভুল তথ্য দিয়ে নিবন্ধিত সিম, কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত কম্পিউটার,

ল্যাপটপসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামাল হতে সিমসমূহ প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে সাময়িক সময়ের জন্য বিটিআরসির হেফাজতে নেয়া হয় এবং জব্দকৃত অবশিষ্ট সকল মালামাল ও আসামীকে (যদি থাকে) তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ থানায় সোপর্দ করতঃ মামলা দায়ের করা হয়। মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুকূলে জব্দকৃত আলামত ন্যস্ত থাকে এবং বিটিআরসি থেকে সিমসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে ফেরত প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০২টি অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনায় অভিযান পরিচালনা করতঃ ০১টি মামলা দায়ের করা হয়।

(খ) Self-Regulation Process (SRP)

Self Regulation Process হচ্ছে বিটিআরসি নির্ধারিত কিছু Logic-এর সমন্বয়ে একটি প্রোগ্রামিং স্ক্রিপ্ট যা প্রতিটি মোবাইল অপারেটর সুনির্দিষ্ট সময় পরপর পরিচালনা করে। প্রতিটি মোবাইল অপারেটর তার নেটওয়ার্কে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উক্ত লজিকসমূহ বারংবার প্রয়োগ করে অবৈধ কল টার্মিনেশনে ব্যবহৃত সিম সমূহ শনাক্ত করে। বিটিআরসি'র নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিটি মোবাইল

অপারেটরের সিম শনাক্তের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক বন্ধের ও ই-মেইলের মাধ্যমে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আরোপিত লজিকসমূহ পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিটিআরসি সময় সময় পরিবর্তন/পরিবর্ধন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অবৈধ কল টার্মিনেশন সনাক্তে Self-Regulation Process (SRP) এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিম এর মোট সংখ্যা ২৫,৪০৩টি।

নিম্নোক্ত ছক-এ অপারেটর অনুযায়ী বন্ধকৃত সিমের সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	অপারেটরের নাম	সিম এর সংখ্যা
১	গ্রামীণফোন লিমিটেড	২,৬২০
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (এয়ারটেলসহ)	৫,৭০২
৩	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	১৫,৯৭৮
৪	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	১,১০৩
মোট		২৫,৪০৩

টেবিল ৮.১: SRP এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিম এর সংখ্যা

(গ) Self Regulation (SR) :

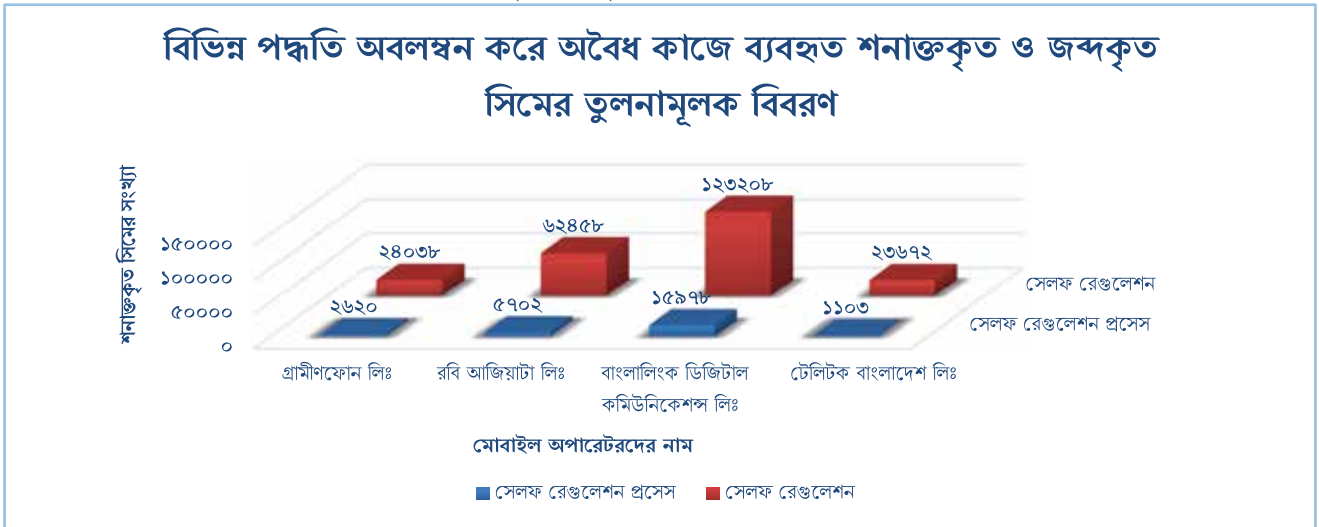
অবৈধ ভিওআইপি কার্যক্রমে ব্যবহৃত সিম সনাক্তকরণ এবং তা বন্ধের পন্থা মোবাইল অপারেটরগণ তাদের নিজস্ব প্রান্তে Self Regulation কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিশন কর্তৃক SRP এর নির্ধারিত Logic এর পাশাপাশি মোবাইল অপারেটর তাদের অতিরিক্ত Logic সেট করে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ৩জি ও ৪জি লাইসেন্সিং গাইডলাইনের শর্ত অনুযায়ী মোবাইল অপারেটরগণ তাদের নেটওয়ার্কে Self-Grey Traffic Protection and Monitoring করার

বাধ্যবাধকতা রয়েছে। মোবাইল অপারেটর প্রতি দুই ঘন্টা পরপর Logic সমূহ পরিচালনার মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি'তে ব্যবহৃত সিম সনাক্ত করে বন্ধ করতঃ পরবর্তীতে সেই তথ্য কমিশনকে সরবরাহ করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে অবৈধ কল টার্মিনেশন সনাক্তে Self-Regulation (SR) এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিম এর মোট সংখ্যা ২,৩৩,৩৭৬টি। নিম্নোক্ত ছক-এ অপারেটর অনুযায়ী বন্ধকৃত সিমের সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো:

ক্রম	অপারেটরের নাম	সিম এর সংখ্যা
১	গ্রামীণফোন লিমিটেড	২৪,০৩৮
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (এয়ারটেলসহ)	৬২,৪৫৮
৩	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	১,২৩,২০৮
৪	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	২৩,৬৭২
মোট		২,৩৩,৩৭৬

টেবিল ৮.২: SR এর মাধ্যমে বন্ধকৃত সিম এর সংখ্যা

একটি গ্রাফের মাধ্যমে অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে শনাক্তকৃত ও জব্দকৃত সিমের মোবাইল অপারেটর ভিত্তিক তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:



চার্ট ৮.১: অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুইটি পদ্ধতিতে শনাক্তকৃত ও জব্দকৃত সিমের পরিসংখ্যান

এছাড়াও মোবাইল অপারেটরদের অর্থায়নে স্থাপিত সিম বক্স ডিটেকশন সিস্টেমের পাশাপাশি আইওএফ এর অর্থায়নে 3VI নামক ভেডর এবং LATRO Services Inc. এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় বিগত ০৩-০৩-২০১৮ খ্রিঃ হতে ১৩-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ এবং ১৪-০৭-২০১৯ খ্রিঃ হতে ০১-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পরিচালিত অভিযানের মাধ্যমে অবৈধ ভিওআইপি স্থাপনা সনাক্তসহ মোবাইল অপারেটর গ্রামীণফোন লিমিটেড, রবি/এয়ারটেল, বাংলালিংকের ও টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের সর্বমোট ৫২,৩৪৪ টি সিম জব্দ করা হয় এবং উক্ত সিম এর বিপরীতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬৫ এর সকল ধাপ অনুসরণ করতঃ মোবাইল

অপারেটরদের সাথে গত ০৬-০৪-২০২২ খ্রিঃ এবং ১০-০৪-২০২২ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সন্মানিত চেয়ারম্যান, জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার এর সভাপতিত্বে দুই ধাপে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের শুনানি অন্তে দাখিলকৃত সকল তথ্য-উপাত্ত, এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট এর বক্তব্য, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬৫, মোবাইল অপারেটর লাইসেন্সিং গাইডলাইন এর বাধ্যবাধকতার সার্বিক বিশ্লেষণ বিবেচনায় নিয়ে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করে গত ০৭-০৬-২০২২ খ্রিঃ তারিখে মোবাইল ফোন অপারেটরদের কমিশন হতে পত্র প্রেরণ করা হয়।

ক্রম	অপারেটরের নাম	সিম এর সংখ্যা	আরোপিত জরিমানা
১	গ্রামীণফোন লিমিটেড	২,৩৫৬	৫০,০০,০০০/-
২	রবি আজিয়াটা লিমিটেড (এয়ারটেলসহ)	১৬,৩৯০	২,০০,০০,০০০/-
৩	বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ	৭৫৩	১৫,০০,০০০/-
৪	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩২,৮৪৫	৫,০০,০০,০০০/-
মোট		৫২,৩৪৪	৭,৬৫,০০,০০০/-

টেবিল-৮.৩: সিম এর সংখ্যা এবং আরোপিত জরিমানা

পরবর্তীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোবাইল অপারেটর বাংলালিংক ডিজিটাল কমিউনিকেশন্স লিঃ, রবি আজিয়াটা লিঃ এবং গ্রামীণফোন লিঃ কমিশন কর্তৃক আরোপিত প্রশাসনিক জরিমানা পরিশোধ করেছে। টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ

৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ইতোমধ্যে পরিশোধ করেছে। টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর জরিমানার অপরিশোধিত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২) নিয়মিত টেলিযোগাযোগ স্থাপনা পরিদর্শন এবং অবৈধ সেবা ও যন্ত্রপাতির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ

ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটে কর্মরত বিটিআরসির পরিদর্শকগণ কর্তৃক বিভিন্ন টেলিকম সেবাপ্রদানকারী/লাইসেন্সধারীদের স্থাপনা, সেবা ও যন্ত্রপাতিসমূহ প্রতিনিয়ত পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং এর ফলে অপারেটরগণ তাদের নেটওয়ার্ক এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেতন হচ্ছে। ফলে কমিশন লাইসেন্স, গাইডলাইন এবং ডিরেক্টিভস্ এর সঠিক প্রয়োগ হচ্ছে কিনা এবং কোন ধরনের

অবৈধ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, টেলিযোগাযোগ সেবা দাতা/গ্রহীতার অভিযোগ, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বৈধ/অবৈধ স্থাপনায় পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিয়মিত পরিদর্শন সম্পাদিত হচ্ছে

(ক) অবৈধ/অননুমোদিত বেতারযন্ত্র বিক্রয়/বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পরিচালিত পরিদর্শন

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিয়ন্ত্রণকরণে পরিদর্শন

(গ) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন

(ক) অবৈধ/অননুমোদিত বেতারযন্ত্র বিক্রয়/বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পরিচালিত পরিদর্শন

অবৈধ/অননুমোদনবিহীন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বেতারযন্ত্র / মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট / ওয়াকিটকি / বেইস রিপিটার এবং ফিঙ্গার ওয়ারলেস ফোন/মডেমসহ বিভিন্ন বেতার যন্ত্রপাতি বাজারজাত, বিক্রয়, বিপণন ও বিতরণ বন্ধে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী/র‍্যাব এবং ড্রাম্যমান আদালত এর সহায়তায় কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন

ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শকগণ ঢাকা ও ঢাকার বাইরে দেশব্যাপী সফলভাবে যৌথ অভিযান পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বিভিন্ন সময়ে এ সংক্রান্ত পরিচালিত অভিযানের তথ্য সম্বলিত একটি ছক নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রম	অভিযানের বিবরণ	অভিযানের সংখ্যা	অভিযানে জব্দকৃত মালামালের বিবরণ	মামলা ও অভিযানে ধৃত আসামী
১	অবৈধ মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট	৫৪টি	২৯১৬টি মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট এবং ৩১১টি সিম বেইজ টেলিফোন সেট	-
২	অবৈধ ওয়াকিটকি	১১টি	১০১টি ওয়াকিটকি	৯টি মামলা ও ১০ জন আটক
৩	অবৈধ ডিটিএইচ	৩টি	০৬টি এন্টেনা, ৮৮টির সেটটপ বক্স, ৪৯টি এলএনবি ০২টি রাউটারে ও ০৪টি OLT রিসিভার	০৩টি মামলা ও ০৪ জন আটক
৪	অবৈধ জ্যামার/ বুস্টার/রিপিটার	০৩টি	০৫টি বুস্টার, ১০টি বুস্টার এন্টেনা(আউটডোর), ২৪০টি বুস্টার এন্টেনা (ইনডোর)	০২টি মামলা ও ০৩ জন আটক

টেবিল ৮.৪:- ২০২২-২৩ অর্থবছরে পরিচালিত অভিযানের তথ্য সম্বলিত ছক

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার মান নিয়ন্ত্রণকরণে পরিদর্শন

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন'২০০১ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৫৪ মোতাবেক টেলিযোগাযোগ সেবার মান যাচাইয়ের নিমিত্ত “টেলিযোগাযোগ স্থাপনা, পরিদর্শন, পরীক্ষণ, সনাক্তকরণ ও অনুসন্ধান কমিটি” নামক কমিশন কর্তৃক গঠিত কমিটির আওতায় ইএন্ডআই ডিপার্টমেন্টের পরিদর্শকগণ কর্তৃক টেলিকম লাইসেন্সধারীদের বিভিন্ন স্থাপনা

প্রতিনিয়ত পরিদর্শন অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন সোর্স থেকে প্রাপ্ত গোপন তথ্য, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদির ভিত্তিতে নিম্নরূপ বিভিন্ন প্রকারের লাইসেন্সি/রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটধারী/তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছেঃ



প্রতিটি কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(i) Telecom Value Added Service (TVAS)

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ১৩টি TVAS লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে TVAS গাইডলাইন ও TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের ব্যত্যয়জনিত কারণ ও রাজস্ব বকেয়া থাকায় ১১টি প্রতিষ্ঠানকে ১,১১,৩৪,৮৮০/- (এক কোটি এগারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার আটশত আশি) প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়। TVAS গাইডলাইন ও TVAS রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের কতিপয় শর্তের ব্যত্যয়সহ বিলম্বে সরকারের রাজস্ব জমাদানের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। এ সকল

ব্যত্যয়সমূহ দূর করার জন্য এবং TVAS প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য জটিলতা/সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগ/ডিরেক্টরেট/শাখার মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার নির্দেশনা প্রদান করেন। TVAS প্রতিষ্ঠানসমূহকে সতর্কতা নোটিশ প্রদানসহ রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্নোর নিমিত্ত কমিশনের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে।



চিত্র ৮.১: Telecommunications Value Added Service (TVAS) সংক্রান্ত বিষয়ে কমিশনের বিভিন্ন বিভাগ/ডিরেক্টরেটের মধ্যে সমন্বয় সভার আলোকচিত্র

(ii) Internet Service Provider (ISP)

ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট-এর নিজস্ব উদ্যোগে ও বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে অবৈধ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিদর্শনপূর্বক অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণসহ মামলা দায়ের করা হয় এবং বৈধ ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় পরিদর্শন করে লাইসেন্সের ব্যত্যয়জনিত কারণে জরিমানা আরোপ করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ৪৯টি আইএসপি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা হয়েছে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) লাইসেন্স এবং গাইডলাইনের শর্তের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় পরিদর্শনকৃত ৪৯টি প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে ০৮টি প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি বিধান লঙ্ঘনের দায়ে মোট ১১,০০,০০০.০০ (এগারো লক্ষ) টাকা জরিমানা আরোপ করা হয়েছে।

(iii) Call Center:

২০২২-২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ১২টি Call Center প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় ০১টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।



চিত্র ৮.২ : কল সেন্টার পরিদর্শন

(iv) A2P SMS Aggregator:

এই ডিরেক্টরেট হতে A2P SMS Aggregator তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পরিদর্শন কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিটিআরসি'র জারিকৃত নির্দেশিকা, অবৈধ SMS টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা

আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। পরিদর্শনকৃত ০১টি প্রতিষ্ঠানকে বিটিআরসি'র জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যত্যয়জনিত কারণে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

(v) International Internet Gateway (IIG):

ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে মোট ২৪টি IIG লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন/তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বিটিআরসি'র জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন,

ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয় এবং কতিপয় ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ১৮টি প্রতিষ্ঠানকে ৪৯,০০,০০০/- (উনপঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

(vi) National Internet Exchange (NIX)

National Internet Exchange (NIX) প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম বিটিআরসি'র জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন, ডিরেক্টিভস

অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়।

(vii) Nationwide Telecommunication Transmission Network (NTTN)

সমগ্র দেশ Optical Fiber Cable এর আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে Optical Fiber Cable স্থাপনের কার্যক্রম পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরেজমিনে বিভাগীয় শহর বরিশাল হতে পটুয়াখালী ও বরগুনা (আমতলী) হয়ে কুয়াকাটা সাবমেরিন ক্যাবল স্টেশন পর্যন্ত এনটিটিএন অপারেটর কর্তৃক ভূগর্ভস্থ Optical Fiber Cable নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। এবং গত ২০-০৩-২০২৩ হতে ২২-০৩-২০২৩ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়ক পার্শ্বস্থ বিভিন্ন স্থানে মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক অবৈধভাবে Optical Fiber Cable/Wired Transmission Network স্থাপনের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট-এর ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শক দল সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়ক পার্শ্বস্থ

বিভিন্ন স্থানে মোবাইল অপারেটর কর্তৃক অবৈধভাবে Optical Fiber Cable স্থাপনের মাধ্যমে Telecommunication Transmission Network বিস্তারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মোবাইল ফোন অপারেটর এবং NTTN প্রতিষ্ঠান এর উপস্থিত প্রতিনিধিদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে, কমিশনের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে উক্ত স্থানে Optical Fiber স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কমিশনের অনুমতি গ্রহণ না করে কোন অবস্থাতেই মেরামত (repair) বা রক্ষনাবেক্ষণ (maintenance) এর অজুহাতে বিদ্যমান (Existing) নিজস্ব Optical Fiber Cable/Wired Transmission Network অন্যত্র স্থাপন তথা remove/shift/relocate অথবা প্রতিস্থাপন তথা replace করা যাবে না বিষয়ে কমিশন হতে জারিকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।



চিত্র ৮.৩: এনটিটিএন কর্তৃক ভূগর্ভস্থ অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক স্থাপন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

(viii) Internet Protocol Telephony Service Provider (IPTSP):

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সরেজমিনে মোট ০৬টি IPTSP লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। উক্ত পরিদর্শনে প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম বিটিআরসি'র জারিকৃত গাইডলাইন, রেগুলেশন, ডিরেক্টিভস অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা, অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা

আছে কিনা তা পর্যালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনকৃত ০৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবৈধ কল টার্মিনেশনে সম্পৃক্ততা পাওয়ায় ০৩টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ করা হয়।

(গ) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন

টেলিযোগাযোগ সেবা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেবাদাতা/গ্রহীতার অসুবিধা বা অভিযোগ, বিভিন্ন সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্য, বিভিন্ন সময়ের পত্র-পত্রিকার টেলিযোগাযোগ সেবা সম্পর্কিত রিপোর্টের ভিত্তিতে ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ কর্তৃক ০৩-০৫ কার্যদিবসের মধ্যে ঘটনাস্থলে অভিযান কার্যক্রম

পরিচালনা করা হয়। ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট কর্তৃক পরিচালিত এ সকল অভিযানে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সের ব্যত্যয়/অবৈধ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হলে অবৈধ সেবা প্রদানে সহায়তা করায় আর্থিক জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়।

বিটিআরসি'র ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের পরিদর্শকগণ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ধরনের অভিযান ও পরিদর্শনের কিছু খণ্ডচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ



চিত্র ৮.৪: অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ মোবাইলফোন হ্যান্ডসেট সরবরাহ/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র



অভিযানে জন্মকৃত অবৈধ ওয়াকিটকি ও সরাঞ্জমের আলোকচিত্র



Dhaka Elevated Expressway সাইটে অবৈধ ওয়াকিটকি ব্যবহার বন্ধে পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র



অনুমোদনহীন, নকল ও রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আমদানি করা অবৈধ ডিটিএইচ সরবরাহ/বিক্রয়ের বিরুদ্ধে খুলনায় পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র



কুমিল্লায় আইএসপি প্রতিষ্ঠানের অফিসে পরিচালিত পরিদর্শন কার্যক্রমের আলোকচিত্র



কক্সবাজার জেলার উখিয়া-টেকনাফ থানার রোহিঙ্গা ক্যাম্প ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় অবৈধ টেলিযোগাযোগ সেবার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযানের আলোকচিত্র



চিত্র ৮.৫: দেশব্যাপী পরিচালিত অভিযান এবং পরিদর্শন কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্র

কমিশন থেকে ২৭ ক্যাটাগরিতে লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রায় ৩,৪৩১টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে এ সকল প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে নিয়মিত পরিদর্শনসহ বিভিন্ন স্থানে অবৈধ টেলিযোগাযোগ স্থাপনা চিহ্নিতকরণ, অবৈধ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি জব্দকরণ ও প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশে বেতার যন্ত্রপাতিসমূহের অবৈধ আমদানি প্রতিহত/নিরুৎসাহিত করাসহ অবৈধ/ অনুমোদনবিহীনভাবে আমদানিকৃত বিভিন্ন ব্র্যান্ডের মোবাইল হ্যান্ডসেট/বেতার যন্ত্র/ওয়াকিটকি/ বেইস-রিপিটার এবং ফিল্ড ওয়্যারলেস ফোন/মডেমসহ বিভিন্ন বেতার যন্ত্রপাতি বাজারজাত, বিক্রয় ও বিতরণ কাজে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত প্রবিধানের খসড়া প্রণয়ন

কমিশনের লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ টেলিযোগাযোগ কার্যক্রমের সাথে লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত একটি সার্বজনীন ফাইন রেগুলেশন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) ও উক্ত আইনের অধীনে প্রণীত বিধিবিধানে বর্ণিত লংঘনের অতিরিক্ত হিসাবে লংঘন/অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণসহ প্রশাসনিক জরিমানার পরিমাণ, আরোপ ও আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণের লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত আইনের ধারা ৬৫-এ প্রবিধানমালা প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। আইনের উক্ত বিধান (১) মোতাবেক প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট

বিবিধ কার্যক্রম

অবৈধ কল টার্মিনেশন রোধকল্পে বিগত ডিসেম্বর, ২০১২ থেকে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পরিচালিত VoIP অভিযান এবং SRP, SR ও SBD পদ্ধতির মাধ্যমে অবৈধ VoIP-এর জন্য সন্দেহজনকভাবে যে সকল সিমসমূহ (MSISDN) জব্দ/বন্ধ করা হয়েছে, সেই সিমসমূহের এর অবশিষ্ট Recharge Amount এর পরিমাণ সহ কতিপয় তথ্য দাখিল করতে কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেট হতে সকল মোবাইল অপারেটরকে পত্র প্রেরণ করা হয়। মোবাইল অপারেটর হতে তথ্য প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।



সরেজমিনে পরিদর্শন/তদন্ত করার লক্ষ্যে কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট-এর কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ঢাকাসহ দেশব্যাপী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে পরিচালিত যে সকল অভিযান সম্পন্ন করা হয়েছে, সেসব অভিযানে অংশগ্রহণকারী পরিদর্শকগণ পরিদর্শন পরিচালনাকালীন তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, বাদী-বিবাদীদের জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের জবানবন্দী সংরক্ষণ এবং অভিযানস্থলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের ছবি সংগ্রহ করা হয়। এ সকল সংগ্রহিত তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করতঃ অপরাধের ধরণ, প্রকৃতি, অপরাধের মাত্রা বিবেচনা করে কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অপরাধ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উপর জরিমানা আরোপ করা হয়।

এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট এর পরিচালক জনাব এম. এ. তালেব হোসেন-কে আহবায়ক এবং সিনিয়র সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আমান উল্লাহ-কে সদস্য-সচিব করে ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রশাসনিক জরিমানা সংক্রান্ত প্রবিধানমালার খসড়া প্রণয়ন করতঃ কমিশনের নীতিগত অনুমোদনের জন্য গত ১১ মে, ২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ২৭৪তম সভায় উপস্থাপন করা হলে কমিশন নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে। কমিশন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কমিটি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, স্বাক্ষরিত এবং কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত খসড়া প্রবিধানমালা বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, (সংশোধিত ২০১০) এর ৯৯ ধারার বিধানানুযায়ী গেজেটে প্রকাশের পূর্বে সরকারের পূর্বানুমোদনের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

এছাড়াও কমিশনের এনফোর্সমেন্ট এন্ড ইন্সপেকশন ডিরেক্টরেট হতে দেশব্যাপী বিভিন্ন বৈধ/অবৈধ টেলিযোগাযোগ স্থাপনায় পরিদর্শন/অভিযান কার্যক্রমের পাশাপাশি ডিরেক্টরেটের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং দৈনন্দিন কাজের গতি আনয়নের লক্ষ্যে প্রায়শই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যার আলোকচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ



চিত্র ৮.৬: কমিশনের ইএন্ডআই ডিরেক্টরেটের আন্তঃ বিভাগীয় প্রীতি ফুটবল ম্যাচের কিছু আলোকচিত্র

ছবি গ্যালারি



ছবি গ্যালারি



১

সেন্ট্রাল বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশন ও মনিটরিং প্ল্যাটফর্মের (CBVMP) ব্যবহার নিয়ে বিটিআরসি ও অর্থ বিভাগের iBAS++ এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিটিআরসি'র সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নাসিম পারভেজ এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বেগম নাজমা মোবারক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্বাক্ষর করেন (২৪ জুলাই ২০২২, বিটিআরসি সম্মেলন কক্ষ, রমনা, ঢাকা)।

২

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কর্তৃক প্রথমবারের মত প্রকাশিত ত্রৈমাসিক নিউজলেটার 'টেলিযোগাযোগ তথ্য কণিকা'র মোড়ক উন্মোচন করেছেন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার। এ সময় কমিশনের ভাইস-চেয়ারম্যান, কমিশনার, মহাপরিচালকসহ সকল বিভাগ/ডিরেক্টরেট/শাখার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন (২৫ জুলাই ২০২২, বিটিআরসি সম্মেলন কক্ষ, রমনা, ঢাকা)।



৩

ভিডিও শেয়ারিং প্ল্যাটফর্ম টিকটকের (TikTok) কনটেন্ট রিপোর্টিং ও অপসারণ এবং ব্যবহারকারীর তথ্য ও কমিউনিটি গাইডলাইন সংক্রান্ত বিষয়ে বিটিআরসিতে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান মহোদয় এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় টিকটকের পক্ষে সংস্থাটির লিগ্যাল পলিসি অপারেশনস কর্মকর্তা কেরি উডস এবং দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক পাবলিক পলিসি ম্যানেজার ফেরদাউস মোত্তাকিন, দেশের আইনপ্রয়োগকারী ও গোয়েন্দা সংস্থা এবং বিটিআরসি'র ডিজিটাল নিরাপত্তা সেলের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন (৩ আগস্ট ২০২২, বিটিআরসি সম্মেলন কক্ষ, রমনা, ঢাকা)।





৪

২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা-২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উক্ত বিভাগের সচিব জনাব আবু হেনা মোরশেদ জামান এবং বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ (২৫ জানুয়ারি ২০২৩, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা)।

৫

ইউনিভার্সেল একসেপ্টেন্স স্টিয়ারিং গ্রুপ (USAG) এবং ইন্টারনেট কর্পোরেশন ফর অ্যাসাইনড নেমস অ্যান্ড নাম্বারস (ICANN) এর সহযোগিতায় ২৮ মার্চ ২০২৩ তারিখে সারা বিশ্বে প্রথমবারের মত পালিত হয় সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা (Universal Acceptance) দিবস। দিবসটি উপলক্ষে সাইবার জগতে বাংলা ভাষার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC) এবং বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্ন্যান্স ফোরাম (BIGF) এর যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় (২৭-২৮ মার্চ ২০২৩, বিটিআরসি সম্মেলন কক্ষ, রমনা, ঢাকা)।



৬

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (আইএসপিএবি) কর্তৃক আয়োজিত সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অপারেটরস গ্রুপ (স্যানগ) এর ৩৯ তম ও বিডিনগ-১৬ তম সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার উপস্থিত ছিলেন (৯ মে ২০২৩)।





৭

‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ক্ষমতায়ন’ শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৭মে সারাবিশ্বে বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আয়োজিত আলোচনা সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন (২৭ মে ২০২৩)।

৮

ইন্টারনেটে শিশুদের নিরাপদ রাখতে বিটিআরসি’র সহায়তায় সিসেমি ওয়ার্কশপ বাংলাদেশ তথা সিসিমপুর আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান সিনিয়র সচিব জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (২২ মে, ২০২৩)।



৯

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীবেষ্টিত জেলা বরিশালের টেলিযোগাযোগ সেবা, অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা এবং সাইবার সুরক্ষার নানাবিধ দিক নিয়ে বরিশালের জেলা প্রশাসক মো: জাহাঙ্গীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি’র চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার (২৩ মে ২০২৩)।





১০

নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ইকোনমিক জোনে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট ও স্মার্ট ডিভাইস উৎপাদনের জন্য ট্রানশান হোল্ডিংস লিমিটেডের সহায়ক প্রতিষ্ঠান আই স্মার্টইউ টেকনোলজি বিডি লিমিটেডের কারখানা চালু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন বিটিআরসি'র ভাইস চেয়ারম্যান প্রকৌঃ জনাব মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ (২৪ মে ২০২৩)।

১১

'ব্রডব্যান্ড পলিসিতে নারী, প্রতিবন্ধী, যুব, বাস্তবায়িত এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থবহ কানেক্টিভিটি নিশ্চিতকরণের' লক্ষ্যে আয়োজিত ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনে সভাপতিত্ব করেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসি'র ভাইস-চেয়ারম্যান প্রকৌঃ মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ (১৫ জুন, ২০২৩)।



যাকে হারিয়েছি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)-এর অফিস সহায়ক জনাব সহিদুর রহমান গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৩৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র এবং এক কন্যা সন্তানসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার অকাল মৃত্যুতে বিটিআরসি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।



সহিদুর রহমান
অফিস সহায়ক
বিটিআরসি

উপসংহার

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) দেশের বিদ্যমান আইন ও সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে টেলিযোগাযোগ খাতে অবকাঠামো নির্মাণ, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে নিরলস কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে ডিজিটাল বাংলাদেশের পর সরকার ঘোষিত ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত ও সমৃদ্ধশালী মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিটিআরসি তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে চলেছে, ফলে জুন, ২০২৩ নাগাদ দেশে টেলিডেনসিটি ১০৫.৮১% ইন্টারনেট ডেনসিটি ৭৩.৪৬%, মোবাইল সিম সংযোগ সংখ্যা ১৮ কোটি ৬১ লাখ, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ১২ কোটি ৯৪ লাখে উন্নীত হয়েছে। এছাড়া, প্রতি এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য সর্বোচ্চ ৪০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে।

চলতি অর্থবছরে কর বহির্ভূত রাজস্ব খাতে বিটিআরসি ৪,১৪৯.৫০ কোটি টাকার রাজস্ব সংগ্রহ করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়াও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মোবাইল আর্থিক সেবা বৃদ্ধি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিটিআরসি অগ্রণী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে টেলিযোগাযোগ খাতের কার্যকর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করে।

উন্নত 4G/LTE প্রযুক্তি চালু, সকল অপারেটর কর্তৃক 5G চালুর প্রস্তুতি, টেলিকম মনিটরিং সিস্টেম চালু, অবৈধ ভিওআইপি দমনে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা, প্রযোজ্য তরঙ্গ নিলাম এবং তরঙ্গ নিরপেক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উন্নত প্রযুক্তির টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান, সমন্বিত লাইসেন্স পদ্ধতি চালুসহ জাতীয় টেলিযোগাযোগ নীতিমালা যুগোপযোগী করে প্রণয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ টেক্সট, ছবি ও অডিও-ভিডিও আদান-প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং, ই-কমার্স, মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইনে লেখাপড়া, বিনোদন, টিভি দেখা বা খবর পড়া অভ্যাসে পরিণত করেছে। এ সকল সেবাকে আরো গতিশীল ও সহজলভ্য করতে শক্তিশালী 4G সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিটিআরসি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ফলে গ্রাহকগণ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্স, ই-ব্যাংকিং, ই-এডুকেশন, ই-কৃষি, ই-হেলথ, ই-গভর্নেন্স এবং টেলিকনফারেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা দ্রুততার সঙ্গে ও সহজে গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে; যা জনগণের কল্যাণের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বিটিআরসি টেলিযোগাযোগ খাতে সেবার মান উন্নয়নে নিয়মিত গ্রাহক অভিযোগ নিষ্পত্তি, কোয়ালিটি অব সার্ভিস নিশ্চিত ড্রাইভ টেস্ট পরিচালনা, মোবাইল টাওয়ার থেকে নির্গত রেডিয়েশন পরিমাপ, সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল এর মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় ডিজিটাল সংযোগ স্থাপন, সবার জন্য উচ্চ গতির ইন্টারনেট সুবিধা ও মোবাইল ব্রডব্যান্ড প্রদান, মানসম্মত ও আরো সুলভমূল্যে মোবাইল সেবা প্রদান, উদ্ভাবিত নতুন সেবা প্রচলন, বৈশ্বিক সাইবার নিরাপত্তা জোরদার, শিশু অনলাইন সুরক্ষা, পরিবেশবান্ধব টেলিকম প্রযুক্তি বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু, জলবায়ু পরিবর্তন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসহ স্মার্ট বাংলাদেশ-২০৪১ রূপকল্প বাস্তবায়নে টেলিযোগাযোগকে অগ্রাধিকার প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানে বিগত বছরের অভিজ্ঞতা, অর্জন ও সাফল্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট চর্চা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিটিআরসি'র চ্যালেঞ্জপূর্ণ চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকবে। সবার সহযোগিতা নিয়ে বিটিআরসি দৃষ্ট পায়ে সামনে এগিয়ে যাবে।



বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
বিটিআরসি ভবন, প্লট # ই-৫/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।